পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 215 Sunday, 6 July, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২১৫ সংখ্যা ✱ ২১ আষাঢ়, ১৪৩২ রবিবার, ৬ জুলাই, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

মোদীকে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রদান

টোবাগো, ৫ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো' প্রদান করা হয়েছে। এই সম্মান তাঁর বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব, ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন তাঁর মানবিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর রাষ্ট্রপতি ক্রিস্টিন কার্লা কাঙ্গালু এই পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রদান করেন। এটি প্রথমবারের মতো কোনো বিদেশি নেতাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হলো। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর পাঁচ দেশের সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে দুই দিনের জন্য ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফরে রয়েছেন। এই সফর তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফর এবং ১৯৯৯ সালের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্তরে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। এই সম্মান গ্রহণ করে মোদী বলেন, আমি ১৪০ কোটি ভারতীয়দের পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করছি। এই পুরস্কার আমাদের দুই দেশের মধ্যে চিরন্তন এবং গভীর বন্ধুত্বের প্রতীক। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারত এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ১৮০ বছর আগে ভারতীয়দের এই দেশে আগমনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলা পারসাদ-বিসেসার এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি মোদীর সফরকে দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একজন নেতার উপস্থিতিতে সম্মানিত যিনি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এটি কেবল একটি প্রোটোকল নয়, বরং গভীর বন্ধুত্বের একটি অঙ্গীকার। তিনি মোদীর বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব, ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ভারতের ভ্যাকসিন মৈত্রী উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সহায়তার জন্য প্রশংসা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের এই উদ্যোগ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মতো ছোট দেশগুলোর কাছে আশা ও শান্তি বয়ে এনেছিল। এই পুরস্কার মোদীর ২৫তম আন্তর্জাতিক সম্মান। এর আগে তিনি ঘানায় 'দ্য অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ঘানা' সম্মানে ভূষিত হন।

পুজোর পরেই বিজেপির ইস্তাহার প্রকাশ, দায়িত্বে সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আর এক বছরের অপেক্ষা। তবে নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। এবারের নির্বাচনে শুধু তৃণমূল বিরোধিতা নয়, বরং ইতিবাচক বার্তা ও বিকল্প উন্নয়নের দিশা নিয়েই রাজ্যের মানুষের কাছে যেতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। সেই লক্ষ্যে পুজোর পরেই প্রকাশিত হতে চলেছে ২০২৬-এর বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার বা 'সংকল্পপত্র' সেই ইস্তাহারের প্রচ্ছদ পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সদ্য রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরে আসা সুকান্ত মজুমদারকে। তাঁর উপর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে বিজেপি স্পষ্ট করছে, সুকান্ত এখনও দলে সক্রিয় এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দায়িত্ব নিয়েই জানান, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চান, তাই আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। বিজেপির দাবি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে রাজ্যের ৯২টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছে তারা। পাশাপাশি আরও ১০৮টি আসনে বিজেপি মাত্র ৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ এই ২০০টি আসনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভোটের কৌশল রচনা করছে বিজেপি। এই লক্ষ্যে, আগামী ১০ থেকে ১৩ জুলাই ওই ২০০ বিধানসভা এলাকার জেলা কমিটিগুলিকে বিশেষ বৈঠকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুথ সশক্তিকরণের এই বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে- কোথায় দলের সংগঠন দুর্বল, কোথায় ভোট বাড়ানো সম্ভব, এবং কীভাবে স্থানীয় ইস্যু তুলে ধরে জনমত গড়ে তোলা যায়।

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এবার প্রচারে নেতিবাচক রাজনীতি নয়, বরং ইতিবাচক উন্নযনের রূপরেখা তুলে ধরার পক্ষপাতী। অর্থাৎ তৃণমূলের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ নয়, বরং বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী কী উন্নয়ন করা হবে- সেই পরিকল্পনাও থাকবে ইস্তাহারে। রাজ্য নেতৃত্বের বক্তব্য, বিজেপির লক্ষ্য বাংলার মানুষের কাছে একটা উন্নয়নশীল ও শক্তিশালী সরকার গঠনের রূপরেখা পেশ করা। এই ২০০টি আসনের প্রতিটিতে স্থানীয় ইস্যু চিহ্নিত করে বিধানসভা ভিত্তিক আন্দোলনের পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হয়েছে বিজেপির বিভিন্ন সেল, মোর্চা ও পরিচালন কমিটিকে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হযেছে- জেতা বুথে হার চলবে না। অর্থাৎ বুথ স্তরে বিজয় ধরে রাখা এবং হারানো বুথ পুনরুদ্ধারই হবে লক্ষ্য। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি এখন থেকেই পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। পুজোর পরেই ইস্তাহার প্রকাশ, বুথ শক্তিকরণ এবং ইতিবাচক প্রচারের পরিকল্পনা সামনে এনে দল স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে- রাজ্যে এবার শাসন ক্ষমতার লড়াইয়ে তারা ছাড় দিতে নারাজ।

বাতিল করা হতে পারে ৩ কোটি ভোটারের নাম

কমিশনের 'সংশোধনী' বন্ধের আর্জিতে মামলা

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ নির্বাচন কমিশনের 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনে' স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা দায়ের করা হল সুপ্রিম কোর্টে। মামলা করল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস । ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবি, ভোটার তালিকায় এই নিবি। সংশোধনীর কাজ বন্ধ না করলে ৩ কোটি বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে ' ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী- সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। বিহারের পরে এক এক করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। ভোটার তালিকায় নির্ভুলতা, বিশেষ করে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। শাসক বিজেপিও অবৈধ অভিবাসীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন কমিশন তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তালিকাভুক্ত ভোটার বা নতুন আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময়. বুথ স্তরের অফিসাররা একটি ফর্ম দেবেন। সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। এর পাশাপাশি ভারতীয়. নাগরিকত্বের সেলফ অ্যাটেস্টেট ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে। কিন্তু কমিশনের এই উদ্যোগ নিয়ে প্রবল আপত্তি বিরোধীদের। তাঁদের দাবি, এর ফলে বহু বৈধ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বেন। বস্তুত কমিশনের এই ভোটার তালিকা সংশোধনীকে ঘুরপথে এনআরসি করার চেষ্টা হিসাবেও দেগে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনীর বিধিনিষেধ নিয়ে প্রথম গর্জে ওঠেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের তরফেও কমিশনের কাছে আপত্তির কথা জানান হয়। প্রয়োজনে দেশজুড়ে প্রচারের পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জোটের তরফে হুমকি দেওয়া হয়। মমতার দাবিকে মান্যতা দিয়ে বিধিনিষেধে কিছু পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে কমিশন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিহারের বহু ভোটারের নাম উঠতে সমস্যা হচ্ছে। ভোটার কার্ড-আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও খোদ নীতীশ কুমারের গ্রামের বহু ভোটার নাগরিকত্ব প্রমাণে হিমশিম খাচ্ছেন। ADR-এর দাবি এই নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় অন্তত ৩ কোটি ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। আর বেশিরভাগটাই প্রান্তিক, গরিব এবং পরিযায়ী শ্রমিক। তাছাড়া যে সব তথ্য চাওয়া হচ্ছে সেটা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলেও দাবি করছে এডিআর।

'বাধ্য ছেলের মতো ট্রাম্পের ডেডলাইনে ঝুঁকবেন মোদি', 'কটাক্ষ' রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির পর বাণিজ্যচুক্তি হতে চলেছে। ফের বাধ্য ছেলের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডেডলাইনের সামনে ঝুঁকে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কটাক্ষের সুরে এমনই বকক্তব্য পেশ করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আসলে এই মুহূর্তে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে রীতিমতো অচলাবস্থা চলছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লিকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন। আমেরিকার স্পষ্ট বার্তা, আগামী ৯ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁদের শর্তেই চুক্তি করতে হবে দিল্লিকে। না হলে কোনও চুক্তিতে তারা স্বাক্ষর করবে না। শোনা গিয়েছে চুক্তির বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষেরই আপত্তি রয়েছে এবং তারা নিজেদের অবস্থানে অনড়। যদিও আলোচনার মাধ্যমে সেগুলি দ্রুত কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দুই দেশই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঐক্যমতে পৌঁছনো যায়নি।

এরই মধ্যে শুক্রবার বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল হুঙ্কার দিয়েছেন, ভারত বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে কোনও ডেডলাইন নয়, ভারতের স্বার্থই সবচেয়ে জরুরি। তিনি বলেন, একেবারে উইন-উইন চুক্তি হতে হবে। এবং ভারতের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকাই একমাত্র শর্ত। জাতীয় স্বার্থ সবসময়ই অগ্রাধিকার পায়। এবং সেক্ষেত্রে মাথাতে রাখতে হবে যদি কোনও ভালো চুক্তি সম্পন্ন হয়, ভারত সব সময় উন্নত দেশগুলির সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলবে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর দাবি, পীযুষ গোয়েল মুখে যা-ই বলুন, ফের ট্রাম্পের সামনে ঝুঁকবেন নরেন্দ্র মোদি। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, আমি ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছি। বাধ্য ছেলের মতো ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া ডেডলাইনের সামনে ঝুঁকে বাণিজ্য চুক্তি সই করবেন মোদি।ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতার দাবি থেকে সরেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর স্পষ্ট দাবি, বাণিজ্য বন্ধের হুমকি দিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করিয়েছেন ভারতকে। ভারত বারবার সেই দাবি খারিজ করলেও ট্রাম্প নিজের বক্তব্যে অনড়। বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের বক্তব্যে অনড় থাকবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। রাহুলের দাবি, এক্ষেত্রে ফের মোদিই ঝুঁকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে।

'সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতিকেন্দ্রিক নয়'

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা, শীর্ষ আদালতে নিয়োগে স্বচ্ছতার গুরুত্ব, সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় ভূমিকা কি প্রধান বিচারপতিকেন্দ্রিক? শনিবার বম্বে বার অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনা সভায় এমন একাধিক বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। গাভাই জানান, সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতিকেন্দ্রিক, এমন ধারণা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। বিচারপতি গাভাই বলেন, সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতিকেন্দ্রিক, আমরা এই ধারণা ভাঙার চেষ্টা করছি। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে, বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার সময় থেকেই আমরা নিয়োগের ব্যাপারে আরও স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করছি। প্রধান বিচারপতি জানান, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থীর ইন্টারভিউ নিয়েছে, এর মধ্যে ৩৬ জনকে নিয়োগ করা হচ্ছে। উল্লেখ করেন, সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধিত্ব বজায় রেখে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চলবে। এদিন ফের দেশের আদালতগুলিতে মামলা ঝুলে থাকার বিষয়টি নিয়ে সরব হন গাভাই। এটিকে গুরুতর চ্যালেঞ্জ বলেও স্বীকার করেন তিনি। অন্যতম সমস্যা যে বিচারবিভাগে অসংখ্য শূন্যপদ, কার্যত মেনে নিয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি। এই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

যুদ্ধের প্রভাব পড়েনি ভারত-পাক বাণিজ্যে! উল্টে বেড়েছে আমদানি

৫ জুলাই ঃ উরি থেকে পুলওয়ামা, কিংবা সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে ধর্ম পরিচয় জেনে পর্যটকদের হত্যা। একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলার জেরে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক গত এক দশকে নিম্নমুখী। এমনকী অপারেশন সিঁদুরের পর সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুই দেশ। যদিও ভারত-পাক বাণিজ্যে এর প্রভাব পড়েনি! এমনকী অর্থমূল্যের নিরিখে বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বেড়েছে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে এমনই দাবি করল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। একটি প্রতিবেদনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের (এসবিপি) পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই, ২৪ থেকে মে, ২৫) পাকিস্তানের আমদানি করা ভারতীয় পণ্যের অর্থমূল্য ১ হাজার ৮০৮ কোটি টাকার বেশি। অপরপক্ষে একই সময়ে ভারতে আমদানি করা পাকিস্তানি পণ্যের অর্থমূল্য মাত্র ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার সামান্য বেশি।

কোটি কোটি টাকার ঘুষ, কাঠগড়ায় শীর্ষ সরকারি আমলা থেকে ধর্মগুরু, বিরাট স্বাস্থ্য কেলেঙ্কারি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ ভারতের ইতিহাসের সর্ববৃহ মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতির অন্যতম! কোটি কোটি টাকা ঘুষ! টাকার বিনিময়ে কলেজের অনুমোদন, মান নিয়ন্ত্রণ। অন্যতম বড় কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস করল সিবিআই। মামলায় নাম জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি), বহু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিদের-এবং এমনকী ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সেস-এর বর্তমান চ্যান্সেলর ডি পি সিং-এরও। সিবিআই সূত্র জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে চলা এক সুপরিকল্পিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজগুলির স্বীকৃতি, পরিদর্শন ও নবীকরণের গোপন তথ্য ফাঁস করা হচ্ছিল। চলছিল কল্পিত পরিকাঠামোর প্রদর্শন, ভুয়ো শিক্ষক ও রোগীর ব্যবস্থাপনা, ঘুষের বিনিময়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার মনপসন্দ রিপোর্ট সংগ্রহ। অভিযোগে নাম রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার, বেসরকারি কলেজ কর্তা, মধ্যস্থতাকারী, এমনকী মেডিক্যাল রেটিং বোর্ডের সদস্যদেরও। সিবিআইয়ের এফআইআরে বলা হয়েছে, দিল্লির এক দল সরকারি আধিকারিক, যাঁরা স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও এনএমসির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাঁরা গোপন সরকারি নথির ছবি তুলে মোবাইল ফোনে বেসরকারি কলেজের সঙ্গে যুক্ত দালালদের কাছে পাঠাতেন। সেই তথ্যের মধ্যে থাকত নির্দিষ্ট দিনে কোন কলেজে পরিদর্শন হবে, কোন আধিকারিক যাবেন, এবং রিপোর্টে কী কী বলা হয়েছে, সবই। এইভাবে আগাম খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি সাজিয়ে রাখত এক ' ছবি। কিছুক্ষণের জন্য ভাড়া করা ' ভাড়া করে আনা ভুয়ো রোগী, ক্লোন করা আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে উপস্থিতি দেখানোর জালিয়াতি চলত নিয়মিত। এর বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হত মূল্যায়নকারীদের।সিবিআই যে ৩৪ জনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু রাওয়াতপুরা সরকার ওরফে রবিশঙ্কর মহারাজ, গুরুগ্রামের বীরেন্দ্র কুমার, দ্বারকার মনীষা যোশী, ইন্দোরের ইনডেক্স মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান সুরেশ সিং ভদোরিয়া, উদয়পুরের গীতাঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ময়ূর রাওয়াল-সহ একাধিক ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের ধারণা, এটা ভারতের ইতিহাসের সর্ববৃহ মেডিক্যাল কলেজ কেলেঙ্কারির অন্যতম। উত্তর ভারতের প্রায় সব রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণেও ছড়িয়ে এর জাল। এই কেলেঙ্কারির নেপথ্যে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপিকে হারাতে এক মঞ্চে উদ্ধব ও রাজ

মুম্বই, ৫ জুলাই ঃ দীর্ঘ কুড়ি বছর পর একমঞ্চে দেখা গেল মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) প্রধান রাজ ঠাকরে ও শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকে। একসঙ্গে চলার বার্তা দিলেন দুই নেতা। নিজেদের মধ্যে থাকা দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটিয়ে এবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে এলেন উদ্ধব ও রাজ।

শনিবার মুম্বইতে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। তাতেই একসঙ্গে দেখা যায় উদ্ধব ও রাজকে। তবে নেহাত ত্রিভাষা নীতিতেই নয়, তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে এসেছেন বিজেপিকেই শেষ করতে। তা বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেন রাজ। তিনি বলেন, ' কাজটা বাল ঠাকরে করতে পারেননি, অন্য অনেকে করতে পারেননি। সেটাই করে দেখিয়েছেন ফড়নবিশ। আমাদের এক করে দিয়েছে। আপনারা হয়তো বিধানভবনে ক্ষমতাতে রয়েছেন কিন্তু আমাদের ক্ষমতা রাস্তায়। আমাদের উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মানব না। এই তিন ভাষার ফর্মুলা আপনারা কোথা থেকে পেলেন? এটা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। এখন হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে সব কিছুই লেখা হয় ইংরেজিতে। এই তিন ভাষা নীতির আর কোনও রাজ্যে নেই।

আধার-রেশন কার্ড সবই রয়েছে, তবুও নাগরিকত্ব প্রমাণে হিমশিম বিহারের বহু মানুষ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ বিহারের নালন্দা জেলার কল্যাণ বিঘা গ্রামের দিনমজুর মেঘন মাঁঝি। তিনি যাবতীয় 'দরকারি কাগজ' বলতে বোঝেন আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আর এমএনরেগার (একশো দিনের কাজ) জব কার্ড। কিন্তু এবার এই তিনটি কাগজ আর যথেষ্ট নয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে, যাঁদের নাম ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় ছিল না, তাঁদের জন্য নাগরিকত্ব প্রমাণে ১১টি নির্ধারিত নথির একটি দিতে হবে। মেঘনের কাছে এই নথিগুলোর কোনওটিই নেই। বস্তুত, নতুন ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বিহারে চলছে এক বিশেষ অভিযানের কাজ। ৭৭ হাজারেরও বেশি বুথ স্তরের অফিসার (বিএলও) রাজ্যের ৭.৮ কোটি ভোটারের তথ্য যাচাই করছেন। শুধু নতুন ভোটার নয়, পুরনোদেরও দিতে হবে নাগরিকত্বের প্রমাণ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, কল্যাণ বিঘা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নিজের গ্রাম, এখানেই দাঁড়িয়ে বিএলও পিঙ্কি কুমারী ব্যস্ত গ্রামের মানুষের ভোটার ফর্ম পূরণ করতে, তাঁদের কাছ থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করতে, কারও কারও আঙুলের ছাপ নিতে। তিনি বলছেন, ২০০৩ সালের তালিকায় বেশির ভাগের নাম আছে, কিন্তু ৫-৭ শতাংশ মানুষের নেই। তারা অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণির এবং উপযুক্ত কাগজপত্র কারও কাছেই নেই। আসলে, নতুন ভোটার তালিকা সংশোধনের ফরমান বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছে গ্রামগঞ্জের দরিদ্র মানুষগুলিকে। এই সমস্যার চিত্র কেবল কল্যাণ বিঘাতেই নয়, রাজ্য জুড়েই। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের নির্বাচনী এলাকা রাঘোপুর, বা রাজগির, বিহার শরিফ কিংবা ভৈরবপুর, সর্বত্রই চলছে কাগজ জোগাড়ের জন্য হাহাকার। ভৈরালির এক মহিলার প্রশ্ন, আমরা যারা রেশন কার্ড আর আধার ছাড়া আর কিছু জানি না, তারা কীভাবে প্রমাণ করব নাগরিকত্ব?

তথ্য জানাতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত। অনেকেই ২০০৩ সালের পরে জন্ম নেওয়ায় বাবা-মায়ের পরিচয়পত্র দরকার পড়ছে। অথচ আশিসের বাবা মারা গিয়েছেন ২০০৯ সালে। এখন সে কোথা থেকে বাবার নাগরিকত্বের প্রমাণ জোগাড় করবে? রাজগিরের পূজা কুমারী জানালেন, তিনি হায়দরাবাদে থাকতেন, কোভিডকালে ফিরেছেন। হায়দরাবাদেই ভোটার কার্ড হয়েছিল আধার ব্যবহার করে। কিন্তু নতুন এই নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। মহিলাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা আরও বেশি। অনেকে বলছেন, কাস্ট সার্টিফিকেট তো শুধু সরকারি চাকরি বা কলেজে ভর্তির জন্য লাগে, আমরা এসব করিনি কখনও। এখন কোথা থেকে আনব?যদিও প্রশাসন বলছে, ১ আগস্ট প্রকাশিত হতে চলা খসড়া তালিকায় শুধু তাদের নামই থাকবে, যারা এইসব প্রমাণ জমা দিতে পেরেছেন। ফলে যারা এখনও তালিকায় নেই বা কাগজ নেই, তাদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ১১টি নথির তালিকায় রয়েছে- সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচয়পত্র, ১ জুলাই ১৯৮৭-র আগে জারি হওয়া কোনও সরকারি নথি, জন্ম সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট, বনপালের সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, এনআরসি অন্তর্ভুক্তি, পারিবারিক রেজিস্টার এবং জমির দলিল। এই প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও অস্বস্তি বা।ছে। আরজেডি মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলছেন, এই উদ্যোগ মূলত যুবক, দরিদ্র, দলিত এবং তেজস্বীর (যাদব) ভোটারদের বাদ দিতে করা হচ্ছে। এত কম সময়, তাও বর্ষার সময়, মানুষ কীভাবে শহর ছেড়ে গ্রামে এসে ফর্ম জমা দেবে? এমনকী জেডিইউ নেতা রাজকিশোর সিংও বলছেন, ভোটার তালিকার সংশোধন প্রয়োজন, কিন্তু এত তাড়া।হুড়ো করে নয়। অন্তত ছয় মাস সময় দেওয়া উচিত ছিল।

আমেরিকায় গ্রেপ্তার নীরব মোদির ভাই নেহাল, সিবিআই-ইডির চাপে তৎপর হোয়াইট হাউস!

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ আমেরিকায় গ্রেপ্তার হলেন পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির ভাই নেহাল মোদি। তাঁকে প্রত্যর্পণে মার্কিন প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করেছিল ভারতের দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি! মনে করা হচ্ছে, সেই কারণেই নীরবের ভাইকে গ্রেপ্তারে তৎপর হয় হোয়াইট হাউস। উল্লেখ্য, দাদার মতোই নেহালের বিরুদ্ধেও দেশে বিরাট অঙ্কের প্রতারণার মামলা রয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (পিএনবি) আর্থিক তছরুপের মামলায় নীরবের পাশাপাশি অভিযুক্ত ৪৬ বছরের নেহালও। তিনি বর্তমানে বেলজিয়ামের নাগরিক। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ৪ জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন প্রশাসন। সিবিআই এবং ইডির প্রত্যাপর্ণের অনুরোধে রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল ইন্টারপোল। এর পরেই নেহালকে গ্রেপ্তার করা হল। শনিবার তাঁকে আমেরিকার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেন সে দেশের তদন্তকারীরা। আগামী ১৭ জুলাই আমেরিকার আদালত পরবর্তী শুনানি রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খুব শিগগির নীরব মোদির ভাইয়ের ভারতে প্রত্যর্পণ সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, পিএনবি-সহ ভারতের একাধিক ব্যাঙ্কে জালিয়াতির পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নীরব মোদি। একইভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আত্মীয় মেহুল চোকসিও। এরপর ২০১৯ সালের ১৪ মার্চ লন্ডনের একটি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন নীরব মোদি। প্রায় বছরখানেক আগেই আদালতে তিনি জানান, আমার সমস্ত সম্পত্তি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। আইনজীবীর ফি দেওয়ারও সামর্থ্য নেই। সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলেও দাবি করতে দেখা যায় তাঁকে। উল্লেখ্য, গত বছর ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীর ২৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইনে নীরবের এই বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দু'দিনে অমরনাথ দর্শন ২৬,৮০০ পুণ্যার্থীর, নিরাপত্তা জোরদার

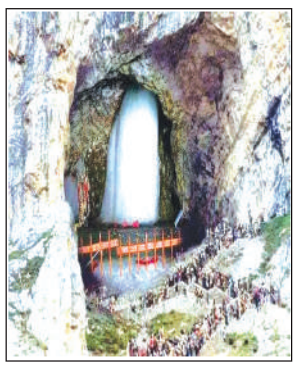

পহেলগাম, ৫ জুলাই ঃ মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা। শনিবার ভোরে জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথের পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে পুণ্যার্থীদের চতুর্থ দল। এই দলে রয়েছেন ৬,৯৭৯ জন পুণ্যার্থী। গত ৩ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা, ৩৮ দিন ব্যাপী অমরনাথ যাত্রার সমাপ্তি ১৯ আগস্ট। বিগত দু'দিনে ২৬,৮০০-র বেশি পুণ্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেন।অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এক পুণ্যার্থী বলেছেন, চিন্তার কিছু নেই। প্রতিটি ভারতীয়ের আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাঁরা আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। একইভাবে, বাবা বরফানির নাম জপের মাধ্যমে, আমরা নিরাপদে দর্শন পাব। শনিবার সকালে ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে ৩১২টি গাড়িতে চেপে ৬,৯৭৯ জন পুণ্যার্থী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এদের মধ্যে ২,৭৫৩ জন বালতাল বেস ক্যাম্পে যাবেন, বাকি ৪,২২৬ জন যাবেন নুনওয়ান বেস ক্যাম্পে (পহেলগাম বেস ক্যাম্প)।

উল্টোরথে পুরীতে জনজোয়ার, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা পুলিশের

পুরী, ৫ জুলাই ঃ উল্টোরথেও পুরীতে জনজোয়ার। শনিবার সকাল থেকেই শ্রী গুন্ডিচা মন্দিরের বাইরে বহু মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার জগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের আগে শ্রী গুন্ডিচা মন্দিরের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।পুরীর এসপি পিনাক মিশ্র বলেছেন, আমরা ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা আশা করছি, এই উৎসবে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম ঘটেছে। সকল ভক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা সমস্ত 'সেবায়ত', মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখছি। ১০০০০-এরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। ডিজিপি যোগেশ খুরানিয়া বলেছেন, ভক্তরা আনন্দে ভরপুর। ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০৫ প্লাটুন বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। আমি নিশ্চিত যে সকলের সহযোগিতায়, প্রত্যাবর্তন উৎসব শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদে অনুষ্ঠিত হয়।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল, ৮ জুলাই পর্যন্ত ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

শিমলা, ৫ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। এমতাবস্থায় হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যু-সহ ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ৮ জুলাই পর্যন্ত এই ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।হিমাচল প্রদেশের পাশাপাশি আগামী দুই-তিন দিনের জন্য পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতাও জারি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

রাঁচিতে সাবিত্রীবাই ফুলে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে সাবিত্রীবাই ফুলে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (পূর্বেকার এনআইপিসিসিডি)-এর নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মাইলফল স্থাপন করতে চলেছে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রটির উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ, খিজরির বিধায়ক শ্রী রাজেশ কচ্ছপ, হাটিয়ার বিধায়ক শ্রী নবীন জয়সওয়াল এবং মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত মেয়েদের সঙ্গে আলাপচারিতা হবে। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ যাঁরা সম্পূর্ণ করেছে তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানের

নতুন লোগো প্রকাশ হবে অনুষ্ঠানে।নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্রটি বিকেন্দ্রীকরণ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে পরিষেবা প্রদানে উন্নতির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে মিশন শক্তি, মিশন বাসল্য, মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০-এর মতো মন্ত্রকের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগের অধীনে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার প্রয়োজনে এটি বিশেষভাবে কাজ করবে। স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে এবং তৃণমূল স্তরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিগুলির রূপায়ণ জোরদার করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে চাইল্ড গাইডেন্স অ্যান্ড কাউন্সেলিং-এ অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স পড়া যাবে। এছাড়া সামনের সারির কর্মীদের আরও বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এটি এই অঞ্চলে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করবে।পূর্বে এই রাজ্যগুলিতে এই ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত ছিল। গুয়াহাটি এবং লক্ষ্ণৌর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির ওপরই নির্ভর করতে হত। তাতে লজিস্টিক সংক্রান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। রাঁচির কেন্দ্রটি এইসব বাধা দূর করে ক্ষেত্রীয় স্তরের কর্মীদের হাতের কাছে নিয়ে আসবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং পরিকাঠামো। এতে দূর প্রান্ত পর্যন্ত কার্যকরীভাবে পরিষেবা প্রদানে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই আঞ্চলিক কেন্দ্রটি স্থাপন হয়েছে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রসারিত রূপান্তরের অঙ্গ হিসেবে - যেমন, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক কোঅপারেশন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্টট (এন আই পিসিসিডি)-এর সরকারিভাবে নতুন নামকরণ করা হয়েছে সাবিত্রীবাই ফুলে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট। এই নামকরণের ফলেই বোঝা যায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নারী ও শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।এই প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর নতুন দিল্লিতে, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি আছে ব্যাঙ্গালোর, গুয়াহাটি, লক্ষ্ণৌ, ইন্দোর এবং মোহালিতে। অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে বছরে ১ হাজারের বেশি পেশাদারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান রয়েছে সর্বাগ্রে। রাঁচির কেন্দ্রটি হওয়ার পরে দেশের পূর্বাঞ্চলে এর প্রভাব আরও জোরদার হবে।দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতা বর্ধন এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও স্বাস্থ্যকর ভারত নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের দায়বদ্ধতার প্রমাণ এই পদক্ষেপ।

ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধের শিক্ষাও প্রদান করতে হবেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ জুলাই ঃ ছাত্রছাত্রীরা যেন সিলেবাসের চৌখাট ডিঙিয়ে মূল্যবোধ, বিকাশ এবং জাতি গঠনের বিষয়ে জানতে পারে সেই উদ্যোগ নিতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। গত শুক্রবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক পোর্টালের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন একটি পোর্টালের সূচনা হল শুক্রবার। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সমগ্র শিক্ষা এবং এসসিইআরটি ত্রিপুরা এর যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি এসেসমেন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক নামক একটি পোর্টালের সূচনা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর

(ডাঃ) মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দফতরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের কথা ছাত্রছাত্রীরা মনে রাখে। তাই ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষকদের পথপ্রদর্শক এবং লিডার হিসেবে তুলে ধরতে হবে। তবেই প্রতিটি বিদ্যালয় উৎকর্ষের কেন্দ্র হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়লেই চলবে না। মূল্যবোধ, বিকাশ এবং জাতি গঠনের বিষয়গুলিও ছাত্রছাত্রীদের জানতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এমন কথাই বলেন। তিনি আরও বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি দেশের জন্য ভাবনা ও চিন্তার পাঠ্যক্রম এখন তৈরি হয়েছে। এই ভাবনা চিন্তা যাঁরা শিক্ষাদান করছেন তাঁদের মধ্যেও চলে এসেছে। শিক্ষকদের মধ্যে যদি এই চিন্তা ধারা না আসে তবে তা ভাইব্রেট হয়ে ছাত্রদের মধ্যে যাবে না।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক কাজকর্মেও এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে সামাজিক গণ্ডি থেকে দূরে রেখে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। তিনি আরও বলেন, পারসেন্টেজই শিক্ষার মাপকাঠি নয়। অনেকেই ক্লাসের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু পরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ গড়ে ওঠে তারাই বেশি মাত্রায় সফল হয়।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় আসছে চারটি সবুজ অ্যানাকোন্ডা

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। কেন্দ্রীয় জু অথরিটির ছা।পত্র মিলতেই সবুজ অ্যানাকোন্ডা নিতে চেন্নাই যাচ্ছে আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রতিনিধিরা। মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক থেকে তাদের নিয়ে আসা হবে। বিনিময়ে আলিপুর দেবে শাঁখামুটি সাপ। শুক্রবার চিড়িয়াখানা সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।আমাজনের দৈত্য অ্যানাকোন্ডা। হলুদ অ্যানাকোন্ডার থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আরও বড়। বেশ কয়েক বছর ধরে তার খোঁজ চলছিল। সন্ধান পেতে বিদেশেরও দ্বারস্থ হয়েছিল। কেউ হদিশ দিতে পারছিল না। তবে হাল ছাড়েনি আলিপুর চিড়িয়াখানা। কেন্দ্রীয় জু অথরিটি ছাড়পত্র দিয়ে পাঠিয়েছে। আগামী সপ্তাহে রওনা দেবে চিড়িয়াখানার একটি দল।দেশের একমাত্র মাদ্রাজ

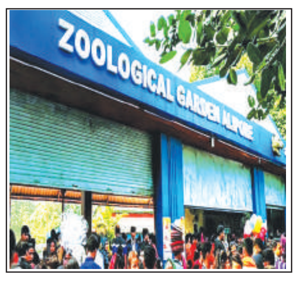

ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কে রয়েছে সবুজ অ্যানাকোন্ডা। আলিপুরে হলুদ অ্যানাকোন্ডাও সেখান থেকেই নিয়ে আসা হয়েছিল। তাই সবুজ অ্যানাকোন্ডা চেয়ে প্রথমে মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কেরই দ্বারস্থ হয়েছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। প্রথমে তারা রাজি হয়নি। খালি হাতে আলিপুরকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে আলিপুরকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা দিতে রাজি হয় তারা।

বাগনানে মহরম যাত্রায় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ হাওড়ার বাগনানে মহরম যাত্রায় অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ, বাগনান পুলিশ প্রথমে ওই মিছিলের অনুমতি দিতে চায়নি। কারণ দর্শিয়ে বলা হয়েছিল ওই দিনই দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত আরও দু'টি মিছিল হওয়ার কথা রয়েছে। এর পরই মিছিল করার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়।শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে মিছিল করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শর্ত বেঁধে বলা হয়েছে, মিছিলে কোনও রকম অস্ত্রের ব্যবহার করা যাবে না। দেড়শো জনের বেশি মানুষ মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। নাজাখ ইমামবাড়া-দক্ষিণপাড়া থেকে এই যাত্রা শুরু হয়ে খাজুটি মোড় পর্যন্ত যাবে এবং ফিরে আসবে। যাত্রা শুরু করতে হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে এবং শেষ করতে হবে রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে।

রুটঃরানিং আউট অফ টাইম প্রসঙ্গে অপার্শক্তি খুরানা

চেন্নাই, ৫ জুলাই ঃসম্প্রতি মুক্তির জন্য অপেক্ষারত ছবি , রুটঃরানিং আউট অফ টাইম প্রসঙ্গে শুক্রবার তাঁর সমাজমাধ্যম পোস্টে বলিউড অভিনেতা অপার্শক্তিঃ খুরানা বলেছেন , এই ছবি নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় থ্রিলার ছবি হিসাবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে। এর আগেও বলিউড চলচ্চিত্র স্ত্রী-২ এবং জুবিলী সিরিজে অভিনয়ের পর তামিল ছবিতে পা রাখলেন তিনি। এই ছবিতে অভিনয় করতে পেরে অভিনেতা রীতিমতো আপ্লুত। অপার্শক্তির তামিল ছবিতে পদার্পন ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে ইতিমধ্যেই। এর অনন্য কাহিনী এবং প্রতিভাবান অভিনেতাদের উপস্থিতি ।

উচ্চশিক্ষার দিশা দেখাতে কলকাতায় প্রি-কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন ফেয়ার - ২০২৫, উৎসাহী পড়ুয়াদের ভিড়

কলকাতাঃউচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে দিশা দেখাতে কলকাতায় শুরু হল 'প্রি-কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন ফেয়ার - ২০২৫'। রাজ্য জুড়ে শিক্ষা ও কেরিয়ার নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে বাড়তে থাকা আগ্রহকে সামনে রেখে গত শুক্রবার থেকে দু'দিনের জন্য এই মেলার আয়োজন করল ' অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস, ওয়েস্ট বেঙ্গল'।কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অনুষ্ঠিত এই শিক্ষা মেলা সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত চলবে এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এতে প্রবেশ একেবারে নিঃশুল্ক।মেলার লক্ষ্য একটাই-পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে অবহিত করা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। মূলত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পাশাপাশি স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করাই এই ফেয়ারের উদ্দেশ্য।একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বে থাকা স্টলগুলোয় মিলছে ইনফরমেশন ব্রোশিওর, কোর্স ফি, স্কলারশিপ, প্লেসমেন্ট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, ফার্মেসি, আর্কিটেকচার এবং ম্যানেজমেন্ট-এর মতো পেশামূলক কোর্সগুলোর

সম্ভাবনা সম্পর্কে পড়ুয়ারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন।জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই মেলার আয়োজন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজের আগ্রহ ও ভবিষ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকল্প শিক্ষাপথ খুঁজে নিতে পারেন। উদ্যোক্তাদের মতে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিভ্রান্তির জায়গা অনেক, এবং সেই বিভ্রান্তি দূর করতেই এই উদ্যোগ।মেলার উদ্বোধনী দিনে শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। কেউ এসেছেন বাবার হাত ধরে, কেউ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কেউ বা একাই তথ্য সংগ্রহে। অনেকে জানালেন, মেলার মাধ্যমে তারা জানতে পারছেন অনেক নতুন কোর্সের কথা, যেগুলোর ব্যাপারে আগে সচেতন ছিলেন না। বিশেষত, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কোর্সগুলোর প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।মেলার অন্যতম সমন্বয়কারী অধ্যাপক সৌমিক দত্ত বলেন, এই শিক্ষা মেলায় আমরা শুধু কলকাতার নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রতিষ্ঠান ও পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের যে সমস্ত কোর্স রয়েছে, তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছেন।প্রসঙ্গত, এর আগে শিলিগুড়ি, মেদিনীপুর ও দুর্গাপুরে এই ধরনের শিক্ষা মেলা আয়োজিত হয়েছে। সেখানেও ব্যাপক সাড়া মেলার পর এবার কলকাতায় রাজ্যস্তরে এর আয়োজন করা হয়েছে বৃহত্তর পরিসরে। বিশেষ করে মফস্বলের পড়ুয়ারা যাতে কলকাতায় পড়াশোনা ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই প্রচেষ্টা।শিক্ষা মেলার মাধ্যমে শুধুমাত্র কোর্স নির্বাচন নয়, পছন্দের ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। কর্পোরেট সংস্থায় কাজ করতে চাইলে কোন কোন দক্ষতা দরকার, কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, কোথায় কী কোর্স পড়ানো হয়-এসব বিষয় নিয়ে আলাদা করে সেমিনার এবং বিশেষ কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।মেলার দ্বিতীয় দিনেও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি থাকবে বলেই আশা করছেন আয়োজকেরা। তাঁদের কথায়, এই মেলা শুধুই তথ্য দেওয়ার স্থান নয়, এটা একধরনের ভাবনার মঞ্চ-যেখান থেকে কেরিয়ারের প্রথম ধাপটি শুরু করতে পারে ছাত্রসমাজ। উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে ক্যারিয়ার নির্বাচন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি জরুরি সঠিক তথ্য ও নির্দেশনা। সেই কাজটাই করছে এই শিক্ষা মেলা। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন এক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে তরুণ প্রজন্মকে নতুন দিশা দেখাবে।

আর্জেন্টিনার মাটিতে মোদী-ম্যাজিক! প্রবাসীদের উচ্ছ্বাসে বুয়েনস আইরেসে উষ্ণ অভ্যর্থনা

বুয়েনস আয়ার্স,৫জুলাই ঃবুয়েনস আইরেসের আকাশে তখন সন্ধ্যার আলো। এজেইজা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পা পড়ল, তখন আর্জেন্টিনার রাজধানীর হৃদয়ে তৈরি হয়ে গেছে এক অন্য আবহ। 'জয় মাতা কি জয়', 'শ্রী রাম' ও 'স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল বুয়েনস আইরেসের পথঘাট, হোটেল চত্বর-যেন হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের ভারতেরই এক ছায়াচিত্র। পাঁচ দেশীয় সফরের তৃতীয় গন্তব্যে এসে যেন নতুন করে উজ্জীবিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আর তাঁকে ঘিরে আবেগ, গর্ব, উৎসাহে ফেটে পড়লেন প্রবাসী ভারতীয়রা।আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মিলের আমন্ত্রণে এই সফর। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে প্রতিরক্ষা, কৃষি, খনিজ সম্পদ, তেল ও গ্যাস, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ- এমনকি দুই দেশের জনগণের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর্জেন্টিনা-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক বরাবরই সৌহার্দপূর্ণ। কিন্তু এই সফরের মধ্য দিয়ে তার গভীরতা আরও বেড়ে যেতে চলেছে, এমনটাই মত আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের।বিমানবন্দরে নামার পর প্রধানমন্ত্রী সোজা চলে যান বুয়েনস আইরেস শহরের একটি অভিজাত হোটেলে। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন শতাধিক প্রবাসী ভারতীয়- নানা প্রদেশ থেকে আসা, নানা ভাষায় কথা বলা, কিন্তু হৃদয়ে একটাই দেশ- ভারত। এই ভারতীয়দের জন্য মোদী যেন কেবল একজন রাষ্ট্রনায়ক নন, বরং স্বপ্নের দূত, নিজের দেশের গন্ধ নিয়ে আসা এক আত্মীয়।হোটেলের দরজায় প্রধানমন্ত্রী পা রাখা মাত্রই শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় নৃত্য, গান, বাদ্যযন্ত্রের সুর-যেন এক ঝলক মাদার ইন্ডিয়ার সুবাস এনে দেয় দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোদী। চোখে ছিল সেই চিরচেনা আত্মবিশ্বাস, মুখে ছিল প্রসন্ন হাসি। তিনি যেন অনুভব করছিলেন প্রবাসীদের আবেগ, যাঁরা এক পলকের জন্য হলেও দেখতে চেয়েছিলেন নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে, নিজের শিক।রে প্রতিনিধিকে।অনুষ্ঠানে অনেক প্রবাসী ভারতীয় বলেন, তাঁরা গর্বিত, কারণ মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে। আমরা যখনই বলি আমরা ভারতীয়, সবাই এখন সম্মানের চোখে দেখে। মোদীজির কারণে আজ আমরা গর্বিতভাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি, বললেন বছর পঁচিশের সঞ্চিতা, যিনি আর্জেন্টিনায় আইটি সংস্থায় কাজ করেন।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সাংস্কৃতিক এবং কূটনৈতিকভাবে ভারত-আর্জেন্টিনার সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় রচনা করতেও চলেছে। দুই দেশের মধ্যেই রয়েছে

শক্তিশালী কৃষি অর্থনীতি, খনিজ সম্পদের বিস্তার এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রয়োগ-ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র অনেক। তার উপর আর্জেন্টিনায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ তৈরি করেছে বহুদিন ধরেই। এই সফর সেই সেতু আরও মজবুত করতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নয়, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে একে অপরের সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে। জাতিসংঘ, জি-২০, ব্রিকস সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত এবং আর্জেন্টিনা বহুবার একে অপরের পাশে থেকেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর সেই বন্ধনকেই আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।এছাড়াও প্রযুক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আর্জেন্টিনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আদানপ্রদান এবং যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রও বা।।নোর উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।অন্যদিকে প্রবাসীদের সঙ্গে মোদীর এই সরাসরি সংযোগ একটি কৌশলগত বার্তাও দেয়- সরকার শুধু দেশের মধ্যে নয়, দেশের বাইরে থাকা ভারতীয়দের প্রতিও সমান দায়িত্বশীল। এ যেন ' গঠনেরই বার্তা। প্রবাসীরা আজ কেবল রেমিটেন্সের উৎস নন, তাঁরা হলেন ভারতের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দূত।সব মিলিয়ে বলা যায়, বুয়েনস আইরেসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটি কেবল একটি রাষ্ট্রনেতার বিদেশ সফর নয়, বরং এক আত্মিক সম্পর্কের নব উন্মেষ। যেখানে কূটনীতি, সংস্কৃতি, প্রবাসী আবেগ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা- সব কিছু এক সুতোয় বাঁধা পড়ে গিয়েছে।বহু দূরে থেকেও যাঁরা আজও মাটির টান অনুভব করেন, সেই প্রবাসী ভারতীয়দের হৃদয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতি যেন এক আশ্বাস- দেশ তোমার পাশে আছে, তুমি যতই দূরে থাকো না কেন।এই সফর শেষ হলে হয়তো দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আরও চুক্তি সই হবে, আরও বিনিয়োগ আসবে, নতুন দিগন্ত খুলবে। কিন্তু এর বাইরেও, এই সফরের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি- প্রবাসীদের হৃদয়ে ভারতের উপস্থিতিকে আরও একবার জোরালো করে তোলা।

ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতার ট্রফি উন্মোচন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর ট্রফি উন্মোচন করেছেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, খেলাধুলা শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা এবং দলগত মনোভাবকে উৎসাহিত করে। খেলাধুলার মধ্যে জনগণ, অঞ্চল এবং দেশগুলিকে যুক্ত করার অনন্য শক্তি রয়েছে। ভারতে জাতীয় সংহতির জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে খেলাধুলা। অলিম্পিক বা যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যখন ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ওড়ে তখন দেশের সকল নাগরিক রোমাঞ্চিত হন।তিনি আরও বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে ফুটবল এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এটি কেবল মাত্র একটি খেলা নয়, এটি একটি আবেগ। ফুটবল খেলা কৌশল, ধৈর্য এবং একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক সঙ্গে কাজ করার উপর নির্ভর করে। ডুরান্ড কাপের মতো প্রতিযোগিতা কেবল খেলার চেতনাকে উৎসাহিত করে না, বরং পরবর্তী প্রজন্মের ফুটবল খেলোয়াড়দের বিকাশে সাহায্য করে, তাদের বেড়ে ওঠার জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করে। ডুরান্ড কাপের উৎসাহ উদ্দীপনাকে ধরে রাখা এবং প্রচারের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

নকশাল-মুক্ত অভিযানে ফের সাফল্য, ছত্তিশগড়ে এক মাওবাদী নিহত

রায়পুর, ৫ জুলাই ঃ নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। শনিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর-দন্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকার জঙ্গলে দান্তেওয়াড়া-বিজাপুর ডিআরজি এবং নকশালদের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে একজন নকশাল নিহত হয়েছে।পুলিশ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে জানিয়েছে, শনিবার অভিযান চলাকালীন বিজাপুর-দন্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকার জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই এনকাউন্টারে এক মাওবাদী নিহত হয়েছে জানা গেছে মনে হয়।

রাশিফল

মেষঃ আপনার জীবনে নতুন কেউ, হয়ত আপনাকে আপনার মুখ হাসিতে ভরিয়ে দেবে যদিও, মনে রাখবেন যে, জীবন শুধুই আনন্দ এবং মনিরত্নয় ভরা নয়। মন থেকে স্পষ্ট ভাবে কথা বললে অনেক বেশি প্রভাব পড়ে। আজকে সেই সব কাজ করার দিন, যা আপনাকে পরে গর্বিত করবে। আপনি সম্ভবত কর্মক্ষেত্রে অনেকটাই শক্তিঃ বিনিয়োগ করেছেন। আজকে, আপনাকে কাজ সম্পন্ন করতে আরো বেশি শক্তি ব্যয় করতে হবে।। শুভ দিন হবে।

বৃষঃখুবই বিরক্তঃ মেজাজ নিয়ে আজকে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন। আজকের দিনটি অবিরাম চিন্তা এবং বিচ্ছিরি সব মুহূর্তে ভরা থাকবে। দৃঢ়চেতা থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, রাত পেরিয়ে একসময় ভোর আসে। গড়ের নিয়ম বলে যে, আপনার সন্ধ্যা থেকে বেশি উপভোগ্য হবে। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃঅন্যের কাছে আপনি নিজের প্রস্তাব রাখবেন এবং আপনার কাছের কোনও মানুষের কাছে আবেগ ব্যাখ্যা করবেন । আপনি তাদের থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারেন। সততা এবং আন্তরিকতার জন্য আপনাকে গ্রহণ করা হবে।

কর্কটঃঅন্যদের সাহায্য করবেন এবং আনন্দে থাকবেন। নিজের চারপাশের অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করবেন। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কাছাকাছি থাকা আপনার দিনটি আলোকিত করে তুলবে। এই বিশেষ মানুষটি আপনার জন্য সৌভাগ্যশালী প্রমাণিত হতে পারে।।

সিংহঃআপনার আর্থিক অবস্থার দিকে যদি আপনি নজর না দেন, তাহলে আপনার খরচ অত্যধিক বেড়ে যাবে। আপনি দামি সুগন্ধি এবং পোশাকের পেছনে অর্থ ব্যয় করতে চাইবেন। আপনি বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতে পারবেন। জাঁক দেখানোর থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। বিনীত হয়ে

কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং স্পষ্টতা আপনাকে অন্যদের মধ্যে আলাদা করে তুলবে। জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আপনার চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ব্যবহার করুন।

তুলাঃ যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে জড়িত আছেন, তাদের জন্য এই সময়টি ভালো যাবে। আপনি যে কাজেই হাতে নেন না কেন, আপনাকে কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

বৃশ্চিকঃ কেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। শুভ দিন হবে

ধনুঃ আজকে খুবই কর্মব্যস্ত দিন, কেননা প্রচুর কাজের চাপের জন্য আপনাকে সমানে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। ব্যবসায়ীদের, নানা কারণে মুনাফা বাড়বে, যার মধ্যে আপনার জনসংযোগ কৌশল অন্যতম। শুভ দিন হবে আজ।

মকরঃ আপনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন, হারিয়ে যাওয়া মুহুর্তগুলোকে উপভোগ করবেন

কুম্ভঃ এমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে।

মীনঃঅফিসে জমে থাকা কাজ আপনাকে বিব্রত করবে। আরেকটু বেশি পরিশ্রম ও একটু সাহায্য পেলে আপনি সবকিছু ঠিক করে ফেলার উপায় খুঁজে পাবেন। আপনার প্রেম জীবন সম্ভবত শান্তিপূর্ণ কাটবে।

আবহাওয়া

মুখ ভার আকাশের, জেলায় জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় ঘূর্ণাবর্ত ও জোড়া অক্ষরেখার প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। একাধিক জেলায় হতে পারে অতি ভারী বর্ষণ। রাজ্যে এই মুহূর্তে বর্ষা অত্যন্ত সক্রিয়। তার জেরে সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৬ ডিগ্রি কম। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৬ ডিগ্রি কম। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৬ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৮০ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। ভাটা-সকাল ০৮টা ৫৫মনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে ।

উল্টা রথে মহেশপুরে সার্বজনীন দূর্গা পূজার খুঁটি পূজা

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ শনিবার ছিল উল্টো রথের দিন, আর এই দিনে উলুবেড়িয়ার বিরশীবপুর স্টেশনের অদূরে বিরশিবপুর বাসস্ট্যান্ডে মহেশপুর সার্বজনীন দূর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ৫০তম সার্বজনীন দূর্গা পূজার খুঁটি পূজা। বিগত প্রতি বৎসর বিরশীবপুর বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত দূর্গা পূজার প্রতিমা, মন্ডপে থাকে নানান অভিনবত্বের ছোঁয়া। এছাড়াও থাকে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সার্বিকভাবে মহেশপুর সার্বজনীন দূর্গোৎসব কমিটির দূর্গা পূজা হয় খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। মহেশপুর সার্বজনীন দূর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর (দীপু) ঘোষ, সভাপতি সনাতন ঘোষ, কর্মকর্তা সোমনাথ ঘোষ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জহর দাস সকলেই বলেন, 'আমরা এবারের ৫০তম বর্ষ অন্যান্য বৎসরের থেকেও আরো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে চলেছি, এছাড়াও মঙ্গলময়ের কাছে সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করছি'।

উল্টো রথে জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ স্কুল পড়ুয়াদের

দুরন্তবার্তা,নবাবারাকপুরঃ নবাবারাকপুর দীঘা জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ এবার পৌঁছে গেল বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাছে। উল্টোরথযাত্রায় জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হল নবাবারাকপুর কলোনী বয়েজ হাইস্কুলে পড়ুয়াদের। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নবাবারাকপুর পুরসভার ব্যবস্থাপনায় বয়েজ হাই স্কুলের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির উপস্থিত পড়ুয়াদের মধ্যে জগন্নাথধামের ছবি সম্বলিত প্যাকেটে ক্ষীরের গজা ও প্যারা সন্দেশ বিলি করা হয় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌরভ সমাদ্দার,বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি শুভদিপ দাস, পরিচালন সমিতির সদস্য সুজিত চন্দ সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌরভ সমাদ্দার জানান নবাবারাকপুর পুরসভার ব্যবস্থাপনায় বয়েজ হাই স্কুলের উপস্থিত পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের দীঘা জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পড়ুয়ারা সহ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাণুরাগীরা খুশি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পড়ুয়ারা দীঘার জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ পেল।এরজন্য পুরসভার পুরপ্রধানের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন শ্রেণীর পড়ুয়ারা লাইনে দাঁড়িয়ে সুশৃঙ্খলভাবে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরিকে অপমানের অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরিকে প্রকাশ্যে অপমান ও হেনস্থা করার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটার পর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি যাতে উত্তপ্ত না হয়, সে কারণে কড়া পুলিশি নজরদারি রাখা হয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনাও চরমে উঠেছে। জানা গেছে, সম্প্রতি একটি ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে জনসমাগমের মধ্যে পড়ে যান বিধায়ক সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন যুবক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে ঘিরে কটূক্তি করতে শুরু করে। এমনকি তাঁকে লক্ষ্য করে আপত্তিকর শব্দ ও অপমানজনক মন্তব্যও করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিধায়কের ঘনিষ্ঠরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। খবর পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। শুরু হয় তদন্ত এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয় অভিযুক্তদের। এরপরই ওই পাঁচজনকে রাতেই আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তকারী অফিসারদের মতে, এই ঘটনাটি শুধুমাত্র হঠাৎ উত্তেজনা নয়, বরং এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। গ্রেফতার হওয়া পাঁচজনের রাজনৈতিক পরিচয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল-বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সেইসব ডিভাইস থেকে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরিও। তিনি বলেন, তএই ঘটনা শুধু আমাকে নয়, রাজ্যের গণতন্ত্রকেই অপমান করেছে। বিরোধিতা গণতন্ত্রে স্বাভাবিক, কিন্তু অপমান ও গালিগালাজ কোনও সভ্য সমাজে বরদাস্ত করা যায় না। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থির করতে চাইছে।দ তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের অপমানজনক আচরণ রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ভাঙার উদ্দেশ্যেই ঘটানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমার রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে কেউ একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা অপমান করতে পারে। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে এবং দোষীদের শাস্তি হবেই।' এদিকে ঘটনার জেরে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তাঁরা দাবি করছেন, এটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। জেলা তৃণমূল সভাপতির বক্তব্য, 'সিদ্দি দ্দকুল্লাহ চৌধুরির মতো একজন প্রবীণ নেতাকে অপমান করা মানে গোটা সংস্থাটাকেই অপমান করা। আমরা চাই প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের সাহস না দেখাতে পারে।' ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছে বিরোধী শিবিরও। তাঁদের দাবি, এই ঘটনার পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, বরং মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। বিজেপির এক নেতা বলেন, তরাজ্যের শাসক দলের নেতারা সাধারণ মানুষের থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। এই সরকার জনগণের দুর্দশার কথা শোনে না বলেই ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে।দ তবে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই অশান্তির দিকে না যায়, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের আদালতে তোলা হয়েছে এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য পাওয়ার আশা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, তআইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করাই এখন মূল লক্ষ্য।দ এই ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ালেও আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে স্থানীয় মানুষদের একাংশের বক্তব্য, এখনকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে, যা উদ্বেগজনক। তারা চান, এই ধরণের অপমানমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দেয়। এই ঘটনার মাধ্যমে একদিকে যেমন রাজনৈতিক পরিবেশ আরও তপ্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রশ্ন উঠেছে;রাজ্যের শাসকদলের বিধায়ক যদি এইভাবে জনসমক্ষে অপমানিত হন, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও ধোঁয়াশায়। তবে আপাতত নজর গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার দিকে, আর দেখার বিষয়; এই ঘটনার পর সরকার ও পুলিশ কতটা কড়া বার্তা দিতে পারে সমাজকে।

ত্রিকোণ সম্পর্কের জেরে গৃহবধূ খুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের জের, গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার চাঞ্চল্য এলাকায়,।পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী থানার অন্তর্গত মেমারী হাসপাতাল পাড়া এলাকায়। আনুমানিক ১৮ বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে হয় অনিতাকুন্ডু ও সুমন কুন্ডু, সেই ভালোবাসার পরিণতি যে এমন ভয়ঙ্কর হবে হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। জানা যায় স্বামী সুমন কুন্ডুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল অন্য এক মহিলার বিষয়টি জানতে পেরে যান স্ত্রী অনিতা কুন্ডু, এই নিয়েই ঝামেলা হয় দুজনের মধ্যে গত ২৬ শে জুন বৃহস্পতিবার বেধড়ক মারধর করা হয় অনিতা কুন্ডুকে, মৃতার ছেলে সান্দীপ কুন্ডু জানায় মাকে প্রথমে লাথি, ঘুশি, চর মারা হয় পরে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়, তড়িঘড়ি আহত অবস্থায় থাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে না হলেও শেষ রক্ষা হলো না দীর্ঘ এক সপ্তাহেরও বেশি লড়াইয়ের পর আজ মৃত্যু হল অনিতা কুন্ডুর। পুরো বিষয়টি নিয়ে মেমারী থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামী সুমন কুন্ডু পলাতক। মৃতার ছেলে আরো জানায় বাবা মাকে মেরেছে তাই বাবার ফাঁসি চাই। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে মেমারী থানার পুলিশ।

ফের প্রকাশ্যে আদি নব্য বিজেপির দ্বন্দ্ব

দুরন্তবার্তা, মেদিনীপুর ঃ বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরেই শমিক ভট্টাচার্যের কড়া বার্তা ছিল বিজেপির মধ্যে আদি এবং নব্য দ্বন্দ্ব রাখা চলবে না। সকলকেই একসাথে কাজ করতে হবে। তার বক্তব্যের পরের দিনই পূর্ব মেদিনীপুরের কাকটিয়াতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ। স্মরণ সভার আয়োজক ছিলেন জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নারায়ন মাইতি, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তাপস বারি, তন্ময় সাঁতরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি বিজেপির বর্তমান জেলা নেতৃত্বের কাউকেই। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক যারা বিজেপির আদি গোষ্ঠী তাদের পক্ষ থেকে নারায়ন মাইতি বলেন তারা রাজনীতিতে থাকলেও তাদের সক্রিয় ভাবে রাখা হয়নি। এই বিষয়েই দিলীপ ঘোষ কে কটাক্ষ বিজেপির নব্য নেতৃত্বের, বিজেপি নেতা সুকান্ত চৌধুরী বলেন দিলীপ ঘোষ ট্র্যাকের বাইরে চলছেন, উনি সংঘের সদস্য হয়ে সংগঠন মানছেন না। কিছু স্বার্থপর মানুষ ওনাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। দিলীপ বলেন 'কমিউনিস্ট পার্টি ৩৪ বছরে মানুষকে ভিখারী করে দিয়েছে, তাদের আবার পাকিস্তানের জন্যে কষ্ট হচ্ছে, এ হারামজাদার গুলো এত শয়তান'। সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য পরিতোষ পটনায়েক বলেন দিলীপ ঘোষের এই কুকথা রাজনীতিকে কলুষিত করছে,উনি কোনদিকে যাবেন নিজেই ঠিক করতে পারছেন না। সভামঞ্চে থেকে সিপিআইএম-কে কড়া আক্রমণ এবং মোদি স্তুতি করলেও তৃণমূলকে আক্রমণ করতে দেখা যায়নি দিলীপকে। যদিও এই নিয়ে কটাক্ষ করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের তমলুক সংগঠনিক জেলা সভাপতি বলেন দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য করেছে শুভেন্দু অধিকারী। ভারতের জনতা পার্টিকে কুক্ষিগত করে যারা আদি কর্মী তাদেরকে বসিয়ে দিচ্ছে। বিজেপির দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্যে তরজা নিয়ে তমলুকে তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপান উতর।

জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন জলাশয় ও পুকুর ভরাট করা যাবে না।।কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খরদহ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উত্তরপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে মাটি বালি ফেলে জলাশয় ভরাটের পাশাপাশি চলছে পাচিল দিয়ে জলাশয় ঘেরাওয়ের কাজ।।এই সমস্ত জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠল এলাকার জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। সাত দিনের মধ্যে মাটি তুলে নিয়ে ভরাট হওয়া জমি আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করে করে খরদহ পৌরসভা। সেই পৌরসভার নোটিশ রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। আরে জমি মাফিয়া দের দৌরাত্ম্য নিয়ে এবার সরব হলেন পৌরসভার পুরপ্রধান নিলু সরকার। এইভাবে জলাশয় ভরাট করতে দেওয়া হবে না। যারা এই অন্যায় কাজ করছে। তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে পৌরসভার পক্ষ থেকে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রহড়া থানা পুলিশ

আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বর্ষা প্রবেশের পর থেকেই রাজ্যে একের পর এক জেলায় বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে। তবে আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে চলেছে বলে পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতা সহ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। পাশাপাশি, কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে সতর্ক করেছে দফতর। আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্তমানে মৌসুমী অক্ষরেখা অবস্থান করছে দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে, যা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে সক্রিয় রয়েছে। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বের নিম্নচাপ অক্ষরেখাও সক্রিয় হয়েছে। এই দুটি কারণেই আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপ্তি দুইই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতা শহরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন রোজই বিক্ষিপ্ত থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষত দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শহরের একাধিক অঞ্চলে জল জমার আশঙ্কা থাকছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার তরফে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং পাম্পিং স্টেশন ও ড্রেন পরিষ্কারের কাজ তদারকি করা হচ্ছে। শুধু শহর কলকাতা নয়, বৃষ্টির প্রভাব পড়বে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও। হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং নদিয়া জেলায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গেও সক্রিয় রয়েছে বর্ষা। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও মালদা জেলাগুলিতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় ধস নামার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে পাহাড়ের পর্যটকদের জন্যও সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বঙ্গোপসাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থান করলে দক্ষিণবঙ্গের দিকে তা প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে আগামী সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। বৃষ্টির এই প্রবণতা কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি আনলেও, শহরাঞ্চলে সমস্যা বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। জলমগ্ন রাস্তাঘাট, যানজট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট; এসব যেন বৃষ্টির অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক নিম্নাঞ্চলে জল জমে গিয়েছে বলে খবর মিলছে। কোথাও কোথাও রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, খোলা গর্ত ও ড্রেনের মুখ থেকে ঘটছে দুর্ঘটনাও। বিশেষ করে অফিস টাইমে প্রবল বৃষ্টি হলে নাজেহাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। বাস, অটো, ট্যাক্সি সবকিছুরই সংখ্যা কমে যায়, আর রাস্তার পরিস্থিতি এমন হয় যে হাঁটাও কঠিন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গমনেও বিঘ্ন ঘটছে। এদিকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জেলা ও শহর স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (ডিআরএফ) প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যেসব অঞ্চলে অতীতে জল জমার প্রবণতা দেখা গিয়েছে, সেইসব এলাকায় অতিরিক্ত নজর রাখা হচ্ছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দফতর থেকেও জানানো হয়েছে, খোলা তার, বৈদ্যুতিক খুঁটি থাকলে অবিলম্বে ১৯১২ নম্বরে ফোন করে জানাতে হবে। মেট্রো রেল ও রেল কর্তৃপক্ষও তাদের পরিকাঠামো পরীক্ষা করে নিচ্ছে, যাতে রেল চলাচলে কোনও সমস্যা না হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের আগের মতো সুনির্দিষ্ট ছন্দে বর্ষা না এসে, অল্প সময়ে অতিবৃষ্টি বা হঠাৎ দীর্ঘ বিরতি, এমন বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। ফলে শহর ও গ্রাম; উভয় স্তরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসন ও আঞ্জ বহাওয়া দফতর। ঘন ঘন আবহাওয়ার আপডেট দেখতে, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ সংক্রান্ত সমস্যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। যাঁদের ঘরবাড়ি নীচু এলাকায়, তাঁদের অতি প্রয়োজনে বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। আপাতত আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে। কখন কোথায় কতটা বৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করছে স্থানীয় আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর। তবে একথা বলাই যায়; এই বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কিছুটা হলেও ভিজতেই হবে। এখন শুধু কামনা, বৃষ্টি হোক যথাসময়ে ও পরিমিত পরিমাণে; যাতে জীবনের গতি না থেমে যায়, অথচ কৃষিক্ষেত্রও উপকৃত হয়।

কাটোয়া বিস্ফোরণ কাণ্ডে নয়া মোড় তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্তবার্তা, কাটোয়া ঃ কাটোয়া বিস্ফোরণকাণ্ডে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই খুলছে রহস্যের পরত। নয়া তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের হাতে, যা গোটা ঘটনাপ্রবাহের পট পরিবর্তন করতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার ঘটনা এখন আর নিছক কোনও বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়;এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, এমনটাই আশঙ্কা তদন্তকারী কর্তাদের। ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগের এক রাতে, যখন হঠাৎ করেই প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে কাটোয়ার একটি নির্জন এলাকা। স্থানীয়রা প্রথমে ভেবেছিলেন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ কিংবা বাজ পড়েছে, কিন্তু বাস্তব একেবারে ভিন্ন। তদন্তে জানা যায়, ঘটনাস্থলে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে, এবং তা কোনও সাধারণ উপাদান নয়। ঘটনাস্থলে যে পরিমাণ ধ্বংস, সেই থেকে অনুমান, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক ছিল। প্রথমদিকে পুলিশ এই ঘটনাকে দুর্ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করছিল। তবে খুব দ্রুতই তদন্তের মোড় ঘুরে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফরেনসিক দল উদ্ধার করে বিস্ফোরকের বিভিন্ন অংশ, বারুদ ও তারের ছেঁড়া টুকরো। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিস্ফোরকটির প্রস্তুতিতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা পরিকল্পিত ও প্রশিক্ষিত হাতের কাজ। এ থেকেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সেখান থেকেই উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃতদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে দেখা যায়, ঘটনার আগের দিন রাতে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি কলের আদানপ্রদান হয়েছিল। তাছাড়া তাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্প্রতি অন্য রাজ্য থেকে ফিরে এসেছে বলেও জানা যায়। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকতে পারে বৃহত্তর নেটওয়ার্ক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্য উঠে এসেছে, তা হল;বিস্ফোরক সরবরাহের সূ ত্র। পুলিশের দাবি, এই বিস্ফোরক স্থানীয়ভাবে তৈরি নয়। বাইরে থেকে চোরাই পথে এ রাজ্যে আনা হয়েছে। কারা এই সরবরাহ করেছে এবং কী উদ্দেশ্যে;তা এখনও পুরোপুরি জানা না গেলেও, তদন্তে উঠে এসেছে কয়েকটি নাম, যাদের অতীতে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও পুলিশ এই মুহূর্তে সেইসব নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তদন্তের স্বার্থে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যাঁদের বাড়িতে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাঁদের আচরণ নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি ওই পরিবারে কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি যাতায়াত করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় ভাষা পর্যন্ত জানতেন না। এইসব তথ্য আরও রহস্য বাড়িয়েছে। তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন, ঘটনাটি নিছকভাবে কোনও জাল বিস্ফোরণ নয়;বরং এর পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে কোনও নাশকতার চক্রান্ত। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে এমন ঘটনা ঘটছে। পাল্টা শাসক দল বলছে, পুলিশ পেশাদারভাবে তদন্ত করছে ও খুব শিগগিরই মূল ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পর একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর, এনআইএ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি এই দল দ্রুত তদন্তে অগ্রসর হচ্ছে। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে ধৃতদের মোবাইল কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার উপর। পাশাপাশি, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে;এটি কী ধরনের বিস্ফোরক এবং কোথা থেকে সরবরাহ হতে পারে। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা এমনও আশঙ্কা করছেন যে, কাটোয়া কাণ্ড কোনও বৃহৎ ষড়যন্ত্রের সূচনা হতে পারে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও রেল যোগাযোগের সুবিধা থাকায়, এটি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। এই মুহূর্তে তদন্তের গতি দ্রুততর করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপোর্ট নিচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাকে কড়া শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কাটোয়ার বিস্ফোরণ আর শুধুই এক রাতের আতঙ্ক নয় ;এই ঘটনা ঘিরে জড়িয়ে যাচ্ছে একাধিক রহস্য, আন্তর্জাতিক যোগসূত্র, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও নিরাপত্তার উদ্বেগ।তদন্ত কতদূর এগোয় এবং আদতে এর নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা জানতে এখন নজর গোটা রাজ্যের।

গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার তিনজন, উদ্ধার নিষিদ্ধ মাদক

দুরন্তবার্তা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার রামপুরহাটে আবারও গাঁজা পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করল তিনজনকে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ গাঁজা। অভিযোগ, এই মাদক পাচার করার জন্য একটি বড় চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল, এবং ধৃতরা সেই চক্রেরই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে, যখন রামপুরহাট থানার পুলিশ নিয়মিত টহলদারির সময় একটি সন্দেহজনক গাড়ি আটকায়। গাড়িটির গতিবিধি এবং চালকের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ গাড়িটি তল্লাশি করে। তখনই গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় কয়েক বস্তা গাঁজা। গাঁজার গন্ধ ঢাকতে গাড়ির মধ্যে একাধিক শক্তিশালী সুগন্ধি স্প্রে ব্যবহার করা হয়েছিল, এমনটাও জানিয়েছে পুলিশ। গাড়িতে থাকা তিনজনকে তখনই আটক করা হয় এবং থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। ধৃতদের নাম এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনা না হলেও পুলিশ সূত্রে খবর, এদের মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্য থেকে এসেছে এবং আগেও মাদক সংক্রান্ত অপরাধে তার নাম উঠে এসেছিল। বাকি দু'জন রামপুরহাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। পুলিশ মনে করছে, এই এলাকায় গাঁজা পাচারের একটি সক্রিয় নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, এবং এই তিনজন সেই চক্রের অন্যতম মূলচক্রী। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই গাঁজা রামপুরহাট হয়ে কলকাতা বা অন্য কোনও শহরে পাচার হওয়ার কথা ছিল। এই ধরনের গাঁজা সাধারণত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির দিক থেকে আসে এবং পরে সেগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, তআমরা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা করছি, ঠিক কোন পথে এই গাঁজা এখানে এল এবং এর সঙ্গে আর কে কে যুক্ত রয়েছে।দ উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো না হলেও, একটি সূত্র দাবি করছে, প্রায় ৪০-৫০ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হওয়ায় রামপুরহাট মহকুমায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই রামপুরহাট ও তার আশপাশে মাদক চক্র সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে রেলপথ ও সড়কপথে সহজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে পাচারকারীরা বেছে নিচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন, এর পিছনে স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যক্তির হাত রয়েছে, যারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এই ধরনের বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার পর প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রামপুরহাটের একাধিক বাসিন্দা। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসন ও পুলিশের নজরদারি আরও কড়া হওয়া উচিত ছিল। স্থানীয় এক সমাজকর্মী বলেন, তআমরা বহুবার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু ফল মেলেনি। এইবার পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে, সেটা অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু এমন আরও বহু চক্র এখনও সক্রিয় আছে। তাদেরও ধরতে হবে। এদিকে রামপুরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একাধিক ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাদের আদালতে তোলা হবে এবং তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হবে। এই চক্রের পিছনে আর কারা আছে, তাদের খোঁজ পেতে ধৃতদের মোবাইল ফোন ও অন্যান্য আলামত খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই জেলা গোয়েন্দা বিভাগ যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলা ও অন্যান্য থানাকেও সতর্ক করা হয়েছে। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ও জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিরোধীরা বলছেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছে, এবং প্রশাসনের শিথিলতা মাদক চক্রকে উৎসাহিত করছে। যদিও শাসক দলের দাবি, পুলিশ সজাগ বলেই এত দ্রুত এই ধরনের অপারেশন সম্ভব হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে এই অভিযান কতটা সফলভাবে এগোয়, তা সময় বলবে। তবে পুলিশের এই পদক্ষেপে আপাতত এলাকায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যকলাপ যাতে না ঘটে, তার জন্য নজরদারি আরও জোরদার করা হবে। তবে সমাজের পক্ষ থেকেও সচেতনতা জরুরি, বলছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। শুধু পুলিশি পদক্ষেপ নয়, অভিভাবকদের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এবং স্থানীয় সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগেই মাদক বিরোধী লড়াই সফল হতে পারে। রামপুরহাটের এই ঘটনায় তা নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

হাসনাবাদে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূলে যোগদান

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ ঃ হাসনাবাদের সিরাজপুরে হাসনাবাদ দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত এই সভাতেই বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বেশ কিছু কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল নেতৃত্বের কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরীক হতেই বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে এদিন প্রায় এক হাজার কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন। সিরাজপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব। বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জী, স্থানীয় বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শাখা সংগঠন আই.এন.টি.টি.ইউ.সি-র সভাপতি এ.টি.এম আব্দুল্লা রনি, যুব তৃণমূলের সভাপতি শমীক রায় অধিকারী, জেলা মহিলা সভানেত্রী সবিতা রায়, আই.এন.টি.টি ইউ সির রাজ্য সম্পাদক কৌশিক দত্ত, জেলা পরিষদ সদস্য শাহানুর মন্ডল, তৃণমূল নেতা সুরজিৎ মিত্র সহ হাসনাবাদ দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এসকেন্দার গাজী, যুব সভাপতি আসলাম গাজী সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাসনাবাদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত হন এই সভায়। সভা থেকে শহীদ দিবসে ধর্মতলায় সমাবেশে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা থেকে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সভার শেষ পর্বে এদিন জেলা সভাপতির হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরা। জেলা সভাপতি জানান, এদিনের যোগদান পর্বে বি.জে.পি থেকে সহস্রাধিক কর্মী সমর্থক তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। তার কথায় বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলায় বিজেপির নেতৃত্ব বলে কিছু নেই, বিজেপির মিথ্যা প্ররোচনায় কিছু কিছু কর্মী তৈরি হয়েছিলো, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে, মূলত যারা যোগদান করেছে তারা বুথ লেভেলের কর্মী বলে জানান তিনি। তহাসনাবাদে তৃণমূলের শক্ত ভিত্তি রয়েছে, তবে বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধী শিবিরের গুটি কয়েক যারা ছিলেন তাদের ও তৃণমূলে অর্ন্তভুক্তি তৃণমূলের সংগঠনিক ক্ষমতার শ্রী বৃদ্ধি প্রকাশ করে। তার কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরবিচ্ছিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর ফলাফল এটি। আসন্ন একুশে জুলাই এর সমাবেশে হাসনাবাদ দুই নম্বর ব্লক থেকে অসংখ্য মানুষ ধর্মতলার উদ্দ্যেশ্যে যাবেন বলে জানান ব্লক সভাপতি এসেকন্দার গাজী।

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবি নিখোঁজ ১৩ মৎস্যজীবী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বঙ্গোপসাগরের বুকে আবারও মৎস্যজীবীদের উপর প্রকৃতির রুদ্ররূপ। ১৩ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে একটি মাছ ধরার ট্রলার গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উপকূলবর্তী এলাকায়। এখনও পর্যন্ত তাঁদের কারও খোঁজ মেলেনি। তৎক্ষণাৎ আর দু'টি ট্রলার উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রতিটি পরিবারে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে সময়ের সঙ্গে লড়াই করে চলছে এই উদ্ধার অভিযান। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোররাতে, যখন একটি মাছ ধরার ট্রলার ১৩ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের গভীর জলে মাছ ধরতে যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আচমকা সমুদ্রে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও উঁচু ঢেউয়ের কবলে পড়ে ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রলারটি জলের তলায় চলে যায়। এই ঘটনার পর কাছাকাছি থাকা দুটি অন্য ট্রলার 'এফবি মা লক্ষীনারায়ণ' ও 'এফবি গৌরীশঙ্কর' সংকেত পেয়েই দ্রুত সেই দিকেই রওনা দেয়। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা উদ্ধারকাজ শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের কারও হদিস মেলেনি। সমুদ্রে গভীর অন্ধকার, স্রোতের তীব্রতা ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজে অসুবিধা হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। ট্রলারটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ঘাট থেকে ছেড়ে গিয়েছিল গত বৃহস্পতিবার রাতে। এতে উঠে পড়েছিলেন নামখানা, সাগর ও ফ্রেজারগঞ্জ এলাকার মোট ১৩ জন মৎস্যজীবী। স্থানীয় সূত্রে খবর, ট্রলারটির মালিক এক বালিরহাট এলাকার বাসিন্দা। তাঁর তরফেই জানানো হয়েছে যে মাঝসমুদ্রে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রলারের ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেয়। যদিও চালক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। তবে ট্রলারটি ঠিক কোন অবস্থানে ডুবে গিয়েছে, তা নির্দিষ্টভাবে জানাতে পারেনি উদ্ধারকারী ট্রলারগুলি। সূত্রের দাবি, ট্রলারটি 'বাংলাদেশি জলসীমার' কাছাকাছি একটি অঞ্চলে ডুবে গিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ফলে উদ্ধারকাজে জটিলতা আরও বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন ইতিমধ্যেই ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর হেল্পলাইনে বিষয়টি জানিয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার সহযোগিতা চেয়েছে। এদিকে, মৎস্যজীবীদের পরিবারে শুরু হয়েছে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক। নামখানা ও তার আশপাশের গ্রামে কান্নার রোল উঠেছে। নিখোঁজদের পরিবার জানাচ্ছেন, বৃহস্পতিবার রাত থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে খবর আসে যে ট্রলারটি আর ফিরে আসেনি। এর পরেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে রাজ্যের মৎস্য দপ্তরও তৎপর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিডিও, এসডিও ও স্থানীয় বিধায়ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ও পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে। রাজ্যের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং আধিকারিকদের দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোস্ট গার্ড সূত্রে খবর, তাদের জাহাজ ইতিমধ্যেই সমুদ্রে রওনা হয়েছে এবং ড্রোন ও হেলিকপ্টারের সাহায্যেও খোঁজ শুরু হতে পারে। তবে সমুদ্রের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও হাওয়ার গতিবেগের কারণে উদ্ধার অভিযান সহজ হচ্ছে না। খোঁজ চালানোর জন্য স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিবছরই বর্ষাকালে এমন দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার সতর্কতা জারি করা হয়, তারপরও অনেক মৎস্যজীবী জীবিকার তাগিদে গভীর সমুদ্রে নামতে বাধ্য হন। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে;আঞ্জ বহাওয়ার পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও কেন এই ট্রলার গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিল? স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারিতেই বা কী ত্রুটি ছিল? বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় নিরাপত্তা ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরও আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও, গভীর সমুদ্রে যাওয়া প্রতিটি ট্রলারে জিপিএস, ভিএইচএফ রেডিও ও আপদকালীন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এই মুহূর্তে ১৩ জন মৎস্যজীবীর জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে। তাঁদের কোনও খোঁজ মেলে কি না, তা নির্ভর করছে কোস্ট গার্ড ও উদ্ধারকারী দলের দক্ষতার উপর। প্রশাসনের পাশাপাশি সমগ্র উপকূলবাসী এখন একটাই প্রার্থনা করছে; তাঁরা যেন নিরাপদে ফিরে আসেন।

শিরদাঁড়ার টিউমারের সফল অস্ত্রোপচার

দুরন্তবার্তা, মালদা ঃ এই প্রথম মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতে শিরদাঁড়ার ভেতরের টিউমারের অস্ত্রোপচার সফল ভাবে করলেন চিকিৎসকেরা। এমন ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন নিউরো সার্জেন চিকিৎসক উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস। সফল অস্ত্রোপচারের পর রোগী চিকিৎসকের নজরদারিতে রয়েছে। বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন রোগী। শনিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির আধুয়া গ্রামের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি(৩৮)। স্বামী নূরে আলম পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। স্বামীর সঙ্গে রিজিয়া বিবিও ভিন রাজ্যে কাজ করতেন। বর্তমানে তাঁদের পাঁচ সন্তান। গত পাঁচ বছর ধরে রিজিয়া বিবি কোমর ব্যাথা সহ, পায়ে ব্যাথা ও পায়ে ঝিন ধরত। প্রথম দিকে গুরুত্ব না দিলেও ব্যথা বাড়তে থাকলে চিকিৎসা করার। কিন্তু গত একবছর আগে দিল্লিতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে এইমস হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান। সেখানেই রোগ ধড়া পড়ে। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান শিরদাঁড়ার ভেতরের স্পাইনাল কডের ভিতরে টিউমার হয়েছে। অস্ত্রোপচার দরকার। কিন্তু সেখানে তারিখ পরিবর্তন হতে থাকে। অস্ত্রোপচার হচ্ছিল না। স্বামী নূরে আলম স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে চলে আসেন। কারণ দিল্লিতে থাকতে খরচ অনেক। বাড়িতে স্ত্রীর সমস্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবশেষে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্হিবিভাগে নিয়ে আসেন স্ত্রীকে। সেখানে নিউরো বিভাগের চিকিৎসক উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস অস্ত্রোপচার করার কথা বলেন। এর আগে নূরে আলম বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে অস্ত্রোপচারের জন্য আট লক্ষ টাকা চেয়েছিল। টাকা না থাকায় সম্ভব হয়নি। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করায় স্ত্রীকে। শুক্রবার সফল অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসক। শিরদাঁড়ার স্পাইনাল কর্ডের ভিতরে টিউমারটি ক্রমশ বড় হতে থাকায় হাঁটা চলা করতে পারছিলেন না রিজিয়া বিবি। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরণের রোগী খুব কম দেখা যায়। নিউরো বিভাগের চিকিৎসক সার্জেন উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস বলেন, এই রোগ নির্ণয় প্রথম দিকে সম্ভব নয়। রোগীর পায়ে ব্যাথা, ঝিমুনি হবে। ধীরে ধীরে হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে পড়বে। এমনকি অস্ত্রোপচার না করলে প্রস্রাব, পায়খানা সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এইক্ষেত্রে রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। ধীরে ধীরে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবেন। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগে এই চিকিৎসা হয়েছে। তিনজন চিকিৎসক প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় নিয়ে অস্ত্রোপচার করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১৫ সংখ্যা, রবিবার ২১ আষাঢ় ১৪৩২

দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদঃএকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বাস্তবতা

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং উদ্বেগজনক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল জলবায়ু পরিবর্তন। এই সংকট শুধু প্রকৃতির রূপ বদলে দিচ্ছে না, মানব সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামোকেও ভেঙে দিচ্ছে গভীরভাবে। বিশেষত দারিদ্র্য ও সামাজিক বঞ্চনার সঙ্গে এর যে নিবিড় সম্পর্ক, তা অনেক সময়েই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অথচ বাস্তবতা বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের উপর। এমন এক দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে, যেখানে দারিদ্র্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়াচ্ছে, আবার জলবায়ু পরিবর্তন আরও গভীর দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে। এই দ্বিমুখী সম্পর্ক শুধু একটি সামাজিক সমস্যাই নয়, এটি বৈশ্বিক ন্যায়ের এক কঠিন প্রশ্নও বটে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ফলাফল হল বাড়তে থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অতিবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধস এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা যত বাড়বে, এসব দুর্যোগের তীব্রতা ও ঘনত্ব ততো বাড়বে। কিন্তু এই দুর্যোগগুলো সবার জন্য সমান নয়। যাদের ঘর বাঁশ-টিনে তৈরি, যাদের জীবন কৃষিকাজ বা অস্থায়ী শ্রমের উপর নির্ভরশীল, যাদের নেই কোনো জমি বা সঞ্চয়, তাদের ওপরই এসব দুর্যোগ সবথেকে ভয়ানক হয়ে নেমে আসে।উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার কিংবা আসাম রাজ্যে প্রতিবার বন্যা হলে যেসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাদের বেশিরভাগই দরিদ্র শ্রেণির। কৃষকের ক্ষেত ডুবে যায়, দিনমজুর কাজ হারান, এবং হাজার হাজার মানুষ অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অথচ যাদের হাতে সম্পদ ও ক্ষমতা, তারা এসব দুর্যোগের হাত থেকে নিজেদের অনেকটাই রক্ষা করতে পারেন। এই ব্যবধান তৈরি করছে এক ' বৈষম্য', যা দারিদ্র্যকে শুধু বাড়িয়ে তুলছে না, তাকে স্থায়ী রূপও দিচ্ছে।জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বড় প্রভাব পড়ছে কৃষির উপর। সময়ের আগে বা পরে বৃষ্টি, শুষ্ক মৌসুমে বন্যা, মাটির উর্বরতা কমে যাওয়া-এইসব পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা, যারা নিজের জমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তারাই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হচ্ছেন।ফসল উৎপাদন কমে গেলে খাদ্যের দাম বাড়ে। কিন্তু আয় না বাড়লে দরিদ্র মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনা সম্ভব হয় না। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা আশঙ্কা করছে, ২০৫০ সালের মধ্যে যদি গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, তবে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিজ উৎপাদন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এর অর্থ, খাদ্য সংকট শুধু পুষ্টিহীনতা নয়, সমাজে অনাহার ও মৃত্যুর সম্ভাবনাও বাড়াবে। জলবায়ু পরিবর্তন যেন ধীরে ধীরে খাদ্যসঙ্কটকে একটি সামাজিক মহামারীতে পরিণত করছে।জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি গভীর প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যের উপর। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া ইত্যাদি মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে। পাশাপাশি পানীয় জলের ঘাটতি ও দূষণের ফলে ডায়রিয়া, হেপাটাইটিসের মতো রোগও বাড়ছে। বন্যার সময় বা পরে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত, বিশেষ করে যেসব এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বল এবং বাসস্থান অপর্যাপ্ত।এমন অবস্থায় দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসা খরচ বহন করতে পারেন না। দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে কাজ হারানো, ঋণে ডুবে যাওয়া, এমনকি পরিবারের আয় হারানো-এই সব কিছু মিলিয়ে দারিদ্র্যের চক্র আরও কঠিন হয়ে ওঠে। শিশুরা অপুষ্টির শিকার হয়, স্কুল ছেড়ে কাজে নামতে বাধ্য হয়, এবং এভাবেই দারিদ্র্য হয়ে পড়ে প্রজন্মান্তরের এক অভিশাপ।জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং কম আলোচিত প্রভাব হল পরিবেশগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দ্রুত বাড়া। ঘূর্ণিঝড় বা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলবর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘর হারাচ্ছে। নদীভাঙন বা মরুকরণ থেকেও একই পরিণতি হচ্ছে। তারা আশ্রয় নিচ্ছে শহরের বস্তিতে বা অন্য রাজ্যে অভিবাসনের চেষ্টা করছে, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা নেই, নেই জমির অধিকার, নেই রাজনৈতিক স্বীকৃতি।এই ' উদ্বাস্তু'রা নিজেদের মতো করে টিকে থাকার লড়াই চালাচ্ছেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতিতে তাদের তেমন স্থান নেই। ফলে তারা আরও অবজ্ঞার শিকার হচ্ছেন। উন্নয়নপ্রকল্পে তাদের ঘরছাড়া হতে হয়, অথচ ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন পান না। এই ধরনের বাস্তুচ্যুতি নতুন করে দারিদ্র্য তৈরি করছে এবং সমাজে সামাজিক অস্থিরতার বীজ বুনছে।বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী উন্নত দেশগুলি-যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কার্বন নিঃসরণ করে শিল্পায়নের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে গ্লোবাল সাউথের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের উপর, যারা এই সংকট তৈরি করেনি। এই বৈপরীত্য একটি গভীর রাজনৈতিক প্রশ্ন তো বটেই, এটি একটি ন্যায়ের প্রশ্নও।জাতিসংঘ, ক্টগু সম্মেলন বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার আলোচিত হয়েছে ' ন্যায়ের' বিষয়টি। উন্নত দেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির জন্য অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে অভিযোজন এবং ' অ্যান্ড ড্যামেজ' মোকাবিলায়। কিন্তু বাস্তবে এই তহবিল যথাযথভাবে গঠিত হয়নি, বরং নানা রকম শর্ত ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনে পড়ে বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে উঠেছে।জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধুই পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখা আজ আর যথেষ্ট নয়। এটি একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন। দরিদ্র মানুষদের কণ্ঠস্বর, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনকে জলবায়ু নীতিতে অন্তর্ভুক্ত না করলে কোনও সমাধানই টেকসই হবে না।সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে এমন নীতি তৈরি করতে হবে যা জলবায়ু অভিযোজন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকে একসাথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন, গ্রামীণ এলাকায় সেচ ব্যবস্থা উন্নত করা, খরা সহনশীল ফসল চাষে সহায়তা, পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি-এই সব পদক্ষেপ একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক হতে পারে।তেমনই দরকার শহরাঞ্চলে জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যাতে বস্তিবাসী বা নিম্নআয়ের মানুষগুলো দুর্যোগের সময় নিরাপদ থাকতে পারেন। স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান-এই চারটি স্তম্ভের উপর একটি নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করতেই হবে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি রুখে দিতে পারে।জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা-এই তিনটি সমস্যা একে অপরের পরিপূরক হয়ে এক ভয়ঙ্কর চক্র তৈরি করছে, যা মানব সভ্যতার ভবিষ্যতের ওপর এক অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে গেলে দরকার নতুন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আন্তর্জাতিক সংহতি, এবং সামাজিক উদ্যোগ। শুধু প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করলেই হবে না, দরকার মাঠে নামা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এবং জলবায়ু নীতিতে ন্যায়ের স্থান নির্ধারণ করা।আজকের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনকে কেবল তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে একটি মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলেই এই পৃথিবী হতে পারে আরও বাসযোগ্য, আরও ন্যায্য, এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও নিরাপদ।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

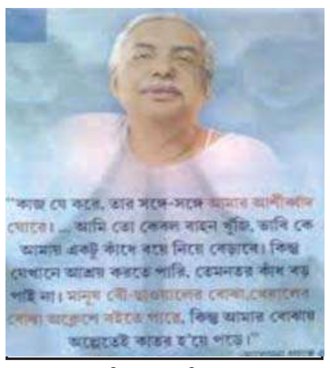

তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। সিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক।

কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান।

ট্রাম্প-মোদি বাণিজ্য প্রসঙ্গ ঘিরে বিতর্ক-পীযূষের আশ্বাস বনাম রাহুলের সংশয়

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের উত্তেজনা ছড়াল। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের মন্তব্য ঘিরেই ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজার নতুন অধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়সীমার মধ্যেই একটি বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছতে চলেছেন। কিন্তু ঠিক এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কটাক্ষ করেছেন মোদী সরকারের ' নির্ভর কূটনীতি'কে। তাঁর বক্তব্য, এই বাণিজ্যচুক্তি আদৌ বাস্তবায়িত হবে না এবং এটিও মোদী সরকারের ' পরিকল্পনার' আরও একটি সংযোজন মাত্র।এই বিতর্ক এখন শুধুই দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাক্যবিনিময় নয়, বরং এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় কূটনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতর হিসেব-নিকেশ। এই বিতর্কে যেমন সামনে এসেছে মোদী সরকারের নীতিগত অবস্থান ও তৎপরতা, তেমনি উন্মোচিত হয়েছে বিরোধী রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিও।প্রথমে আসা যাক কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পীযূষ গোয়েল জানান, ভারত একটি ন্যায্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তির দিকে এগোচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যেই এই চুক্তি সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী। তাঁর এই বক্তব্য একদিকে যেমন মার্কিন পক্ষকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস, তেমনি দেশবাসীকেও মোদী সরকারের ' বিশ্বাসযোগ্যতা' রক্ষা করার সংকেত।কিন্তু প্রশ্ন হল, আসলে কী এই বাণিজ্য চুক্তি? কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উভয় দেশের কাছে?গত কয়েক বছর ধরেই ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিস্তৃত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলেছে। বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে এই আলোচনা কিছুটা গতি পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র বারংবার ভারতকে তাদের বাজার আরও ' করার জন্য চাপ দিয়ে আসছে, বিশেষত কৃষিপণ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং ই-কমার্স ক্ষেত্রে। অন্যদিকে, ভারত চায় মার্কিন শুল্ক হ্রাস এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরও সহজ প্রবেশাধিকার। কিন্তু এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব মেটানো সহজ নয়।তার উপর, ট্রাম্প প্রশাসন একাধিকবার শুল্ক চাপিয়ে ভারতকে বাণিজ্যচুক্তির টেবিলে আনতে চেয়েছে। এমনকি ভারতের ' সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স' (GSP) সুবিধাও বাতিল করে দেওয়া হয়। তাই এই প্রেক্ষাপটে পীযূষ গোয়েলের বক্তব্য যে শুধু সাধারণ এক ঘোষণা নয়, বরং তার পিছনে রয়েছে কূটনৈতিক চাপ ও জবাবদিহির দায়-তা বলাই যায়।এই পরিস্থিতিতেই রাহুল গান্ধীর টুইটার মন্তব্য উঠে আসে এক ভিন্ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি কটাক্ষ করে লেখেন, মোদীজি আবারও একটি নতুন বাণিজ্যচুক্তির কথা বলছেন, যেটা বাস্তবায়িত হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক যেমন অনেক প্রতিশ্রুতি শুধুই ঘোষণায় রয়ে গিয়েছে, এটিও তেমনই আরেকটি 'হেডলাইন ম্যানেজমেন্ট ' কৌশল।রাহুলের এই মন্তব্য নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনা নয়। এর পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-যেখানে মোদী সরকারের বহু আন্তর্জাতিক ঘোষণা, যেমন RCEP-এ যোগ না দেওয়া, FTA নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রিতা, বা আমেরিকার সঙ্গে একাধিক দ্বিপাক্ষিক ' চূড়ান্ত'-এর খবর বাস্তবে খুব কমটাই কার্যকর হয়েছে।তবে এই বিতর্ককে কেবল কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখলে বিষয়টি সম্পূর্ণ ধরা যাবে না। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে ভারতের অর্থনীতির গভীর বাস্তবতা ও বাণিজ্যনীতি সংক্রান্ত এক প্রকার দ্বিধা।বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্য চুক্তি মানে শুধু আমদানি-রপ্তানি নয়-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কৃষিনীতি, প্রযুক্তিনীতি, তথ্যের নিরাপত্তা, স্বদেশি শিল্পের সুরক্ষা এবং বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা। ভারত যেখানে ' ইন ইন্ডিয়া' ও ' ভারত'-এর মতো উদ্যোগ ঘোষণা করেছে, সেখানে বড় কোনও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে গেলে সেই ঘোষণাগুলির কার্যকারিতা ও অন্তর্নিহিত নীতিতে প্রশ্ন ওঠে। আর সেখানেই রাজনৈতিক বিতর্ক জন্ম নেয়।যেমন ধরুন, যদি ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্য রপ্তানির পথ আরও খুলে দেয়, তাহলে তা দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও স্থানীয় উপাদকদের জন্য কি হুমকি নয়? আবার যদি স্বাস্থ্য ও ওষুধ খাতে মার্কিন কোম্পানিগুলিকে অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য ওষুধের দাম কীভাবে প্রভাবিত হবে? এই প্রশ্নগুলোও এখন প্রাসঙ্গিক।তবে কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোদী সরকার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সফল বাণিজ্যচুক্তি শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং রাজনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে চীনের প্রসারমান বাণিজ্য প্রভাব ঠেকাতে ভারত-আমেরিকা ঘনিষ্ঠতা আজ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।তবুও এ কথা অনস্বীকার্য, মোদী সরকার প্রায়ই আন্তর্জাতিক চুক্তিকে বেশি মাত্রায় প্রচার নির্ভর করে তুলেছে, যার বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ঠিক যেমন রাহুল গান্ধী তুলে ধরেছেন-এই বার্তাটি কী সত্যিই বাস্তবভিত্তিক নাকি শুধুই নির্বাচনী প্রচারের এক কৌশল?তাছাড়া এই বিতর্ক নতুন করে এক চিন্তার উদ্রেকও করে-ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে এখন কি আদর্শের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে 'ডেডলাইন'? ট্রাম্পের সময়সীমার মধ্যে চুক্তি সম্পূর্ণ করার যে তাগিদ, তা কী ভারতীয় স্বার্থকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে? নাকি তা হয়ে উঠবে এক তরল, আপসধর্মী সিদ্ধান্ত?অতীত অভিজ্ঞতা বলে, দ্রুততার সঙ্গে করা চুক্তির পরিণাম অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক হয়। তাই সরকারকে এই বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে-যাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়, আবার দেশীয় স্বার্থও অক্ষুণ্ণ থাকে।পরিশেষে বলা যায়, এই বিতর্ক কেবল একটি চুক্তি বা দুই নেতার মতবিরোধ নয়-এটি ভারতের অর্থনৈতিক নীতিমালা, কূটনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক অনন্য সংঘাত। পীযূষ গোয়েলের আশ্বাস যেমন আশাবাদের বার্তা দেয়, তেমনি রাহুল গান্ধীর সংশয়ও এক গুরুত্বপূর্ণ আত্মপক্ষ সমালোচনা।ভারতীয় রাজনীতির এই মুহূর্তে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত আলোচনার, যেখানে কূটনৈতিক নৈপুণ্য ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি হবে। শুধু ঘোষণায় নয়, বাস্তবায়নে যে সরকার সত্যিকারের সফল, তেমন দৃষ্টান্তই দেশবাসী আজ দেখতে চায়। যতক্ষণ না সেই বাস্তবায়ন দৃশ্যমান হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ' আর ' মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিনই থেকে যাবে বলে মনেহয়।

নীরব হৃদয়ের উচ্চারণঃনিলামে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ভাস্কর্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বাংলা তথা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অবিসংবাদী নাম, এক অবিনাশী সত্তা। তাঁর নাম উচ্চারণেই যেন শিল্প, সাহিত্যের, সংগীতের এক গাম্ভীর্য ও গৌরবময় ভুবন সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন কবি, গল্পকার, নাট্যকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ-সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে এক অনন্য স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির জগ এতটাই বিস্তৃত যে, প্রতিটি দিকেই আলাদা করে আলো ফেললে আমরা যেন আরও গভীর, আরও সংবেদী এক রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করি। সেই আবিষ্কারের পথে এবার যুক্ত হলো এক বিস্ময়কর সংযোজন-' হার্ট'।এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের একমাত্র এবং শেষভাগের সৃষ্টি এক ক্ষুদ্র ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্যই তাঁর ভাস্কর্যশিল্পে একমাত্র পদচিহ্ন, যেন শিল্পচর্চার বহুমাত্রিকতায় তাঁর সর্বশেষ নিঃশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে এসে, কিন্তু ' ছিল সেই মহাসমুদ্রে এক অজানা তীর। সেই অজানার বুক চিরে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ' হার্ট'-একটি বিমূর্ত অথচ গভীরভাবে মানবিক ভাস্কর্য। এবং অবশেষে, বহু দশক ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা সেই সৃষ্টি সম্প্রতি নিলামে বিক্রি হলো, এক অভূতপূর্ব উত্তাপ ও আগ্রহের মধ্য দিয়ে।এই ভাস্কর্যটি বিক্রির অর্থ শুধুমাত্র এক শিল্পকর্মের বাজারমূল্য নির্ধারণ নয়। এটি আসলে এক ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন, এক বিস্মৃত অধ্যায়ের আবিষ্কার, এবং এক গভীর ব্যক্তিগত অনুভবের নীরব প্রতিধ্বনি। রবীঃদ্রনাথ, যাঁর কলমে ধরা পাছে জীবনের প্রাচুর্য, প্রেম, প্রতিবাদ, দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও মৃত্যুচিন্তা-তাঁর সেই অন্তর্মুখী অনুভূতির এক নিঃশব্দ ভাষা যেন ফুটে উঠেছে এই একমাত্র ভাস্কর্যে।' হার্ট' ভাস্কর্যটি আকারে ছোট, কিন্তু অর্থে বিপুল। এটি এক বিমূর্ত হৃদয়ের রূপ। মুখ, হাত বা শরীরের কোনো আকার এখানে নেই-শুধু একটি অসম্পূর্ণ হৃদয়খণ্ডের মতো একখণ্ড মূর্তি। এই ভাস্কর্য যেন চিকার করে না, বরং নীরবতায় বলে যায় অজস্র কথা। এটি প্রেমের ভাষা, বেদনার ভাষা, বিচ্ছেদের ভাষা-আবার তা অস্তিত্বেরও ভাষা। যেন সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ নিজের হৃদয়ের অন্তরতম কণ্ঠস্বরকে আকার দিয়ে যেতে চেয়েছেন কাদামাটির মাধুর্যে।ধারণা করা হয়, ১৯৩০-এর দশকে, যখন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল জীবনের এক গভীর অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, তখনই তিনি এই ভাস্কর্যটি তৈরি করেন। সেই সময় তিনি চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশে মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন বহু স্কেচ, বহু বিমূর্ত রেখাচিত্র তাঁর হাতে উঠে আসছিল। তখন তিনি অনুভব করেছিলেন, ভাষা ও শব্দের বাইরেও আত্মপ্রকাশের একটি রাস্তা রয়েছে, যা আরও সরল, আরও অন্তর্লীন। সেই উপলব্ধি থেকেই সম্ভবত এই ভাস্কর্যটির জন্ম।কিন্তু কেন ' কেন এই নাম? কেন এই রূপ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনও প্রকাশ্যে বলেননি। কিন্তু তাঁর লেখালেখির, বিশেষ করে শেষ পর্বের কবিতা, চিঠিপত্র বা ছবির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ' শব্দটি সেখানে এক গভীর প্রতীক হয়ে উঠে আসে। কখনও তা প্রেমের নির্জনতা, কখনও তা সৃষ্টির রুদ্ধ আবেগ, আবার কখনও তা মানবিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার প্রকাশ। ' হার্ট' যেন সেই প্রতিটি অনুভবের একমাত্রিক রূপান্তর।এই ভাস্কর্যটি দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত ছিল একটি ইউরোপীয় ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে। শিল্পের বাজারে এর অস্তিত্ব ছিল রীতিমতো রহস্যে মোড়া। কেবলমাত্র কয়েকজন শিল্প গবেষক ও রবীন্দ্র গবেষকরাই জানতেন এই শিল্পকর্মের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব। কিন্তু সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক আর্ট অকশন হাউসের হাত ধরে এই ভাস্কর্য উঠে এল আলোচনার কেন্দ্রে। নিলামে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রভক্ত ও শিল্প অনুরাগীদের মধ্যে আলোড়ন তোলে। অবশেষে ' হার্ট' বিক্রি হলো ৯ কোটির বেশি মূল্যে, যা উপমহাদেশীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য নজির।এই ঘটনার তাপর্য শুধু আর্থিক নয়। বরং আরও গভীরে এর সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক তাপর্য নিহিত। এটি আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা নিয়ে। আমরা জানি, তিনি ৬০ বছর বয়স পেরোনোর পরে ছবি আঁকা শুরু করেন, এবং তাঁর সেই চিত্রকলার শৈলী ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব-বিমূর্ত, প্রতীকী এবং কখনও কখনও অস্থিরতাপূর্ণ। ঠিক তেমনই, এই একমাত্র ভাস্কর্যও যেন তাঁর আত্মার অভ্যন্তরীন গুঞ্জনের এক ক্ষণিক ধ্বনি।এটিও লক্ষ্যণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলায় বহুবার মুখাকৃতি এঁকেছেন, কিন্তু সেই মুখগুলি প্রায় সবসময়ই বিমূর্ত, গভীর, মুখবিহীন বা চোখবিহীন। তাতে ফুটে উঠত যন্ত্রণা, প্রেম, নির্জনতা কিংবা কখনও এক অলৌকিক অস্পষ্টতা। ' হার্ট' সেই প্রবণতারই এক পরিণতি। এক নিঃশব্দ, মুখবিহীন হৃদয়খণ্ড-যার ভাষা শুধু অনুভবেই ধরা যায়, উচ্চারণে নয়।এই নিলাম আরও একটি প্রশ্ন তোলে-আমরা কি যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছি রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টিকে? তাঁর সাহিত্যে আমরা পড়ি, গান গাই, নাটক মঞ্চস্থ করি। কিন্তু তাঁর চিত্রকলা, তাঁর অন্তর্মুখী শিল্পভাবনা-তা কি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় আমাদের আলোচনায়? এই ভাস্কর্যটির মতো এমন শিল্পকর্ম আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে, তাঁর সৃষ্টিকে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে বোঝার অনুপ্রেরণা দেয়।এই ' বিক্রির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন আবারও প্রমাণ করলেন, তাঁর সৃষ্টিশক্তির শেষ নেই, তার ক্যানভাস সময়ের বাইরেও বিস্তৃত। তাঁর শিল্প আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, সমানভাবে আবেগতা।তি করে। আজ যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ, হিংসা, অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, তখন রবীন্দ্রনাথের হৃদয় থেকে তৈরি ' হার্ট' আমাদের মনে করিয়ে দেয়-আসল অস্ত্র হৃদয়, প্রেম, মানবতা।এটি কেবল একটি ভাস্কর্য নয়, এটি এক কালোত্তীর্ণ আত্মপ্রকাশের নিদর্শন। ' হার্ট' আজ বিশ্বশিল্পের এক সম্পদ হয়ে উঠলেও, তা আদতে বাংলার আত্মার প্রতিফলন, একজন কবির নীরব আত্মপ্রকাশ। এই ভাস্কর্যকে যদি সত্যিই বুঝতে চাই, তবে প্রয়োজন তা শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। যেমন রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন-আমার হৃদয় তোমার

নিউইয়র্কের রাজনীতিতে বিপ্লবের ছোঁয়াঃ জয়ী অভিবাসী কণ্ঠ জোহরান মামদানি

নিউইয়র্ক শহরের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন জোহরান মামদানি। আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী এবং প্রতীকী মহানগর নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক মেয়রাল প্রাইমারিতে জয়লাভ করে তিনি শুধু একটি নির্বাচনের বিজয় অর্জন করলেন না, বরং তাপর্যপূর্ণভাবে মার্কিন রাজনীতিতে নতুন একটি পরিবর্তনের বার্তাও দিলেন। এই বিজয় শুধু একজন প্রার্থীর নয়, এটি হল এক আদর্শের বিজয়-অভিবাসী চেতনা, প্রগতিশীলতা, সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা এবং প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতীক।

জোহরান মামদানি-একটি নাম, যা কিছুদিন আগেও অনেকের কাছে অপরিচিত ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে নিউইয়র্কের বুকে ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছেন এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর, যিনি সোচ্চারে বলে এসেছেন ভাড়াটেদের অধিকারের পক্ষে, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাকে সবার জন্য মুক্ত করার দাবিতে, পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতির পক্ষে। তাঁর বিজয় তাই নিছক এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল নয়, এটি এক বিস্তৃত সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলন।উগান্ডায় জন্ম, ভারতের রক্ত, নিউইয়র্কে অভিজ্ঞান-এই তিন স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ, যিনি নিজেকে বলেন ' সমাজতান্ত্রিক নিউ ইয়র্কার'। তাঁর পরিচয় বহুমাত্রিক। তিনি একজন মুসলমান, দক্ষিণ এশীয়, অভিবাসী এবং একই সঙ্গে এক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রবক্তা। এই পরিচয়ই তাঁকে ভিন্ন করে তোলে মূলধারার রাজনৈতিক নেতাদের থেকে। এবং ঠিক এখানেই তাঁর জয় হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ।নিউইয়র্ক সিটির মেয়রাল প্রাইমারিতে জয় পাওয়া নিছক স্থানীয় রাজনীতির বিষয় নয়। আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে ডেমোক্রেটিক পার্টি দীর্ঘদিন ধরে একটি দ্বিচারী অবস্থানে থেকেছে-একদিকে কর্পোরেট অনুদানের নির্ভরতা, আর অন্যদিকে সাধারণ ভোটারদের আশ্বাস-সেখানে জোহরানের মতো একজন প্রগতিশীল প্রার্থী, যিনি ব। পুঁজিপতিদের নয়, বরং শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দাঁ।ান, তাঁর জয় মার্কিন ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে একটি গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।জোহরান মামদানি আসলে সেই তরঙ্গেরই অংশ, যার আরেক নাম বার্নি স্যান্ডার্স, আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ, জ্যামাল বোউম্যান কিংবা কোরি বুশ। তাঁরা সবাই মিলে একটি প্রজন্ম তৈরি করেছেন, যারা বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র শুধুমাত্র বড় পুঁজির রক্ষাকবচ নয়, বরং সাধারণ মানুষের বাঁচার আশ্রয় হতে পারে। এই তরঙ্গের মুখ হয়ে এবার উঠে এলেন মামদানি-যিনি নিউইয়র্ক সিটির মতো শহরে, যেখানে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বিপজ্জনকভাবে প্রকট, সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন-ভবিষ্যতটা আমাদের হতে হবে।এই নির্বাচনী প্রচারে জোহরান মামদানির বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও স। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-ভাড়াটেদের পক্ষে কঠোর আইন প্রণয়ন, পুলিশি বাজেট কমিয়ে সেই অর্থ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ, পরিবেশগত ন্যায়, সব নাগরিকের জন্য আবাসন এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ। তাঁর ভাষণে ছিল না অতিরঞ্জন বা ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি, বরং ছিল সত্যিকারের পরিবর্তনের আকুতি।তাঁর এই পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে সাহসী, কারণ নিউইয়র্কের রাজনীতি আজও লোফার, লবিস্ট ও ল্যান্ডলর্ডদের করাল ছায়ায়ঘেরা। এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে ভোট কিনতে পুঁজির জোরই একমাত্র মাপকাঠি হয়ে উঠছে, সেখানে জোহরান মামদানি এক ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর প্রচারের প্রতিটি স্তম্ভই ছিল সাধারণ মানুষের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা স্বেচ্ছায, ভালোবেসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভরসা রেখেছেন জনগণের ওপর, কর্পোরেট তহবিলের ওপর নয়।এই নির্বাচনী বিজয় আরও তাপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় অভিবাসী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। ট্রাম্প আমলে এবং এমনকি বাইডেন সরকারের অধীনেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী সম্প্রদায় একাধিকভাবে নিগৃহীত হয়েছে-সীমান্তে আটকে থাকা শিশু, মুসলিম নিষেধাজ্ঞা, অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর মনোভাব এসবের মধ্যে অন্যতম। এই প্রেক্ষিতে একজন দক্ষিণ এশীয় মুসলমান অভিবাসী যখন নিউইয়র্ক সিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরের মেয়র পদের দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তখন তা শুধু প্রতীকী নয়, বরং এক ঐতিহাসিক মোড়।জোহরানের জয় আবার একভাবে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের আত্মবিশ্বাসের জয়। মার্কিন মুলুকে দীর্ঘদিন ধরেই ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা থেকে আগতরা কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু রাজনীতির মূলস্রোতে তাঁদের পদচারণা ছিল সীমিত। মামদানি সেই ধারা ভেঙে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি শুধু নিজে জিতলেন না, গোটা দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী সমাজের স্বপ্নের পালে বাতাস জোগালেন।এই নির্বাচনের ফলাফল এও প্রমাণ করল, মার্কিন রাজনীতিতে ' politics' এখন আর কেবল রঙ বা জাতিসত্তার ভিত্তিতে নয়-এটি এখন শ্রেণিচেতনা, অভিজ্ঞতা ও আদর্শিক অবস্থানের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হচ্ছে। মামদানির পরিচয় যেমন একজন মুসলিম, দক্ষিণ এশীয় বা অভিবাসী, তেমনি তিনি এক প্রবল শ্রেণিবোধ্য সমাজতান্ত্রিকও-যিনি জানেন, কেবল প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়, প্রযোজন বাস্তব নীতি ও পরিবর্তনের।তাঁর বিজয় আমাদের আরও কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যেখানে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি ক্রমেই সমাজকে ভাগ করছে ধর্ম, জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে, সেখানে কীভাবে এক সমাজতান্ত্রিক, সংহতির রাজনীতি ফিরে আসবে? মামদানির মতো নেতারা প্রমাণ করছেন, সেই সম্ভাবনা এখনও জীবন্ত। মানুষ এখনও এক বিকল্প রাজনীতির স্বপ্ন দেখতে পারে-যেখানে ক্ষমতা মানে শুধু দমন নয়, বরং সেবা, সমানাধিকার এবং ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার।তাঁর এই জয় বিশ্বব্যাপী তরুণদের জন্য এক অনুপ্রেরণা, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার যুবসমাজের জন্য, যারা প্রায়ই রাজনীতিকে অপমানিত বা দূষিত জগ হিসেবে দেখে। মামদানির মতো একজন তরুণ, যিনি কবিতা লেখেন, থিয়েটার ভালোবাসেন, আবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক কণ্ঠে রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন-তিনি দেখিয়ে দিলেন, রাজনীতি শুধু নেতামন্ত্রীর খেলা নয়, এটি সংস্কৃতির, আদর্শের, প্রেম ও প্রতিবাদের লড়াইও বটে।সামনে এখন জোহরানের জন্য বড় পরীক্ষা। নিউইয়র্কের মতো এক বৈচিত্র্যময় শহর পরিচালনা করা সহজ কাজ নয়। তাতে যুক্ত রয়েছে কর্পোরেট চাপ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, এবং স্থাপিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর প্রতিরোধ। কিন্তু তাঁর বিজয় যেভাবে মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে, তাতে আশার আলো উজ্জ্বলই বলা যায়। যদি তিনি তাঁর নীতিগত অঙ্গীকারে অটুট থাকেন, তবে তাঁর নেতৃত্বে নিউইযর্ক নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে-যেখানে ক্ষমতা হবে জনগণের, প্রতিশ্রুতি হবে বাস্তব, এবং ভবিষ্য হবে এক সমানাধিকারের রাজ্য।পরিশেষে বলা যায়, জোহরান মামদানির জয় আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নীরব বিপ্লব। এক অভিবাসী সন্তানের হাত ধরে এবার নিউইয়র্কের রাজনীতি নতুন কাব্য লিখতে চলেছে-যার ছন্দে থাকবে স্বপ্ন, সংগ্রাম এবং পরিবর্তনের গান।

কেরলে ভয় বাড়াচ্ছে নিপা ভাইরাস, নজরদারির ব্যবস্থা জোরদার

কেরলে নিপা ভাইরাস সংক্রমণে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে এবং মালাপ্পূরামে ৩৮ বছরের এক মহিলার চিকিৎসা চলছে হাসপাতালের মধ্যেই আজও। এই ঘটনার জেরে কোঝিকোড়ে, মালাপ্পুরম এবং পালাক্কাড জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে উচ্চ সতর্কতা জারী করা হয়েছে বলে মনে করা চিকিৎসক দের মধ্যে। সামাজিক দূরত্ব, নিভৃতাবাস সংক্রান্ত বিধি এবং নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। কেরলে রীতিমতো ভয় বাড়াচ্ছে নিপা ভাইরাস সকলেরমধ্যে।

উল্টো রথের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা উৎসব

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ৫ জুলাই ঃ গত ২৭ জুন এক বর্ণাঢ্য

ও বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়েছিল মায়াপুর ইসকন পরিচালিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব। শনিবার সন্ধ্যায় পঞ্চতত্ত্ব মন্দির থেকে মূল মন্দির রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরের পৌঁছাতেই সমাপ্ত হল ২০২৫ রথযাত্রা উৎসব। অন্যান্য বছরের মতো এদিনও মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রথের যাত্রা পথ সুগম করতে নারকেল ফাটিয়ে এবং স্বর্ণ ঝাড়ু দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মন্দিরের সন্ন্যাসীরা। উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকে নদীয়ার অন্যতম তীর্থ ও পর্যটন নগরী মায়াপুরে শুরু হয় অসংখ্য দেশি- বিদেশি ভক্তদের আগমন। জগন্নাথ দেবের উল্টোরথ উপলক্ষ্যে ইসকনের পক্ষ থেকে সকাল সকাল সেরে ফেলা হয় ধর্মীয় রীতি ও আচার মেনে বিশেষ পুজো পাট। দুপুরে ভগবান জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে দেশি বিদেশী সহ বিভিন্ন বাহারি পদের ভোগ নিবেদন করা হয়। ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে টানা ৮ দিন অস্থায়ী মাসির বাড়িতে ভক্তদের দর্শন দিয়ে শনিবার দুপুরে তিনটি সুসজ্জিত রথে ও অসংখ্য ভক্ত সমাগমে ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে গেলেন ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে ভগবান জগন্নাথ। রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় ২০২৫ রথযাত্রা উৎসব। এদিন উল্টো রথের দড়ি বা রশিতে একটিবার স্পর্শ করতে সকাল থেকে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে ভিড় জমাতে শুরু করে অসংখ্য দেশি বিদেশি ভক্তগণ। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও মায়াপুর ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচা স্থাপন করা হয়। দীর্ঘ ৮ দিন মাসির বাড়িতে কাটিয়ে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাকে সুসজ্জিত তিনটি রথে আলাদা আলাদাভাবে বসিয়ে ইসকনের অস্থায়ী মাসির বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে। উল্লেখ থাকে গত ২৭ জুন শুক্রবার মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলরাম কে নিয়ে অস্থায়ী মাসির বাড়ি পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে এসেছিলেন ভগবান জগন্নাথদেব। ইসকন মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারি রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, গত শনিবার থেকে এদিন দুপুর পর্যন্ত পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় ভগবান জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরামকে দর্শন ও শ্রদ্ধা জানান অসংখ্য দেশি বিদেশি ভক্ত। এই আটদিন জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে দেশী- বিদেশী বিভিন্ন বাহারি পদের ৫৬ ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিন ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে মহাপ্রসাদ।

ইডির জালে রায়নার প্রতারক জিন্নার আলি - সামান্য গৃহশিক্ষক থেকে কোটিপতির রূপান্তর

বর্ধমান, ৫ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়নার খেমতা গ্রামের একসময়কার সাধারণ গৃহশিক্ষক শেখ জিন্নার আলি আজ ইডির জালে। কোটি কোটি টাকার মালিক এই ব্যক্তি এখন কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হেফাজতে। প্রতারণা, ভুয়ো পরিচয়, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় থেকে শুরু করে মানব পাচার দমন কমিটির ভুয়ো চেয়ারম্যান সেজে নিজেকে 'উদ্ধারকর্তা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে ছিল সুপরিকল্পিত চক্র, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ইডির তদন্তে। বুধবার সকালে ইডি ও আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা একযোগে জিন্নার আলির খেমতা গ্রাম-সহ একাধিক স্থানে তল্লাশি অভিযান চালান। একই দিনে কলকাতার বিলাসবহুল নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা শুরু হয়েছে প্রতারণা, জালিয়াতি, এবং আইনি পরিচয় ভুয়ো ব্যবহার করার অভিযোগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামে একজন সাধারণ গৃহশিক্ষক হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলেন জিন্নার। মাটির কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে কলকাতায় যাতায়াতের ফলে হঠাৎই তার জীবনযাত্রা বদলে যায়। দামি পোশাক, চারচাকা বিলাসবহুল গাড়িতে চলাফেরা, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-জনপ্রতিনিধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-এই সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ বেশ অবাক হন। ইডি সূত্রে জানা গেছে, জিন্নার আলির নামে অন্তত ছটি বাড়ি রয়েছে- পূর্ব বর্ধমানের খেমতা ও সেহারা, বাঁকুড়া, কলকাতার নিউটাউন এবং সল্টলেক-সহ। খেমতা গ্রামের তিনটি বাড়ির একটিতে বুধবার একটানা ১২ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চলে। একাধিক বিলাসবহুল সামগ্রী, নথিপত্র, এবং

আয়কর ফাঁকির প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি দামি চারচাকা গাড়িও। জিন্নার নিজেকে কখনো সাংবাদিক, কখনো আইএএস, কখনো আবার ইডি অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আদায় করেছেন বলে অভিযোগ। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বাঁকুড়ার এক বালি ব্যবসায়ীর কাছে থেকে নিজেকে ইডি অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকা আদায়ের পর তার বিরুদ্ধে ইডির কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। এরপরই নড়েচড়ে বসে ইডি। স্থানীয়দের দাবি, 'খোঁজখবর' নামে একটি ভুয়ো সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন জিন্নার। ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। সেই পরিচয় দিয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে প্রভাব বিস্তার করতেন। এমনকি, বালি মাফিয়াদের কাছ থেকে মাসোহারা আদায় করতেন বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, বহু মানুষ তার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। কেউ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে, কেউ রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়ে সাহায্যের আশ্বাসে প্রতারিত হয়েছেন। ইডি জানিয়েছে, তদন্ত চলছে এবং আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই জিন্নার আলির বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে পূর্ব বর্ধমানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ও ক্ষোভ উভয়ই রয়েছে। গ্রামবাসীরা চাইছেন, শেখ জিন্নার আলির মতো প্রতারকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমনভাবে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছলচাতুরি না করতে পারে।

তৃণমূল নেতার গুলি কাণ্ড নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ জুলাই ঃ পরশু রাতে কোচবিহার ২ নং ব্লকের ৫০ সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যাকে গুলি করা হয়। রাতে যখন কাজ সেরে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের গাড়ি ব্যবহার করে গুলিবিদ্ধ করা হয় তৃণমূল নেতাকে যদিও পরবর্তীতে তাকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় এবং সেখানে অস্ত্র প্রচারের পর বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে কোচবিহার দফায় দফায় তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভ করে। পুন্ডিবাড়ী থানায় উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের ছেলে সহ চারজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে এবং তার গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আটক করা হয় ব্যবহৃত গাড়িটি। পুলিশ সুপার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান। এরপর গতকাল রাতে তৃণমূল নেতা রাজু দে কে বেসরকারি নার্সিংহোমে দেখতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে তিনি বলেন - যেমন বাবা কেমন ছেলে। বিজেপি বিধায়ক এর পরিবারের সকলকে গ্রেপ্তার করা উচিত। রীতিমতো হুমকির সুরে তিনি বলেন - গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না এর ফল ভুগতে হবে। সন্ত্রাস করে কোচবিহার দখল করা চলবে না। আগামী দিনে এর ফল ঘুরতে হবে। রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা। যার মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শীতলকুচি সিতাই দিনহাটা। কখনো গুলিবিদ্ধ কখনো বা সংঘর্ষ বোমার আঘাতে প্রাণ গেছে শাসকবিরোধী উভয়দলের কর্মী সমর্থকদের। সন্ত্রাসের কারণে বারংবার খবরের শিরোনামে থাকেই কোচবিহার। ২৬ - এর নির্বাচনের এখনো বেশ কয়েক মাস বাকি। তার আগে তৃণমূল নেতার গুলিবিদ্ধর ঘটনা নিয়ে এভাবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হুমকি দিলেন তা রীতিমতো চিন্তার। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দ্বীপা দাস বলেন - উদয়নবাবু ভিক্ষায় মন্ত্রী হয়েছেন। আগে বিধানসভা নির্বাচনে দিনহাটা আসনটি বিজেপি জয়লাভ করেছিল পরবর্তীতে

সেখান থেকে পদত্যাগ করা হয় এবং উদয়নবাবু উপনির্বাচনে শুধুমাত্র ছাপ্পার জোরে যেতেন। সৎ ভাবে মানুষের ভোটে জেতার যার ক্ষমতা নেই তার মুখে এই সমস্ত কথা মানায় না। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় যদি কেউ অন্যায় করে থাকে আইন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য গতকাল গ্রেফতার হওয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার কুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় এবং তার গাড়ির চালককে শনিবার আদালতে তোলা হয়। আদালতে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন তিনি নির্দোষ রাজনৈতিকভাবে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও শনিবার আদালত তাকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উত্তর বিধানসভা বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি এমতাবস্থায় গুলি কান্ডে জেরে তাহলে কি এবার ফ্রন্টফুটে শাসকদল ? উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী বিধানসভা পর্যন্ত।

উড়িষ্যা ফেরত পরিযায়ী ফেরিওয়ালাদের মুখ মিষ্টি করালো এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৫ জুলাই ঃ উড়িষ্যা থেকে পরিযায়ী ফেরিওয়ালারা গ্রামে ফিরতেই খুশির হাওয়া চারিদিকে। প্রথম দফায় ১৯ জনের মধ্যে ৭ জন ফিরলেন শুক্রাবাদে। এই আনন্দে তাদের মুখ মিষ্টি করালেন এলাকাবাসীর ডক্টর মোঃ মহসিন মন্ডল। গ্রামে ফিরেই তারা সকলেই মোহাম্মদ মহসিন মন্ডলের বাড়ি গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান। যারা প্রথম দফায় বাড়ি ফিরলেন তারা হলেন যথাক্রমে জসিম উদ্দিন চৌধুরী, দেলপাদ চৌধুরী, ইশা চৌধুরী, নুর আলম চৌধুরী, ইয়াকুব শেখ, আখতারুজ্জামান মন্ডল এবং কলিম উদ্দিন সেখ প্রমুখ। এদের সকলের বাড়ি নলহাটি দুই ব্লক-এর শুক্রাবাদে। মোহাম্মদ মহসিন মন্ডল জানান, বাকি ১২ জনের সকলের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারাও সবাই ট্রেনে চেপেছে। দুই একদিনের মধ্যে তারাও বাড়ি ফিরছে। উল্লেখ্য, ২৫ জুন উড়িষ্যার রেমুনা থানা বাংলাদেশী তকমা দিয়ে বীরভূম জেলার ১৯ জন ফেরিওয়ালাকে থানায় ডেকে তাদের কাছ থেকে নথিপত্র নিয়ে বালেশ্বরের ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেয়। তারপরে এই ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে পরিবারের লোকজন কোন যোগাযোগ করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন। তারপর রাজ্য সরকারের সচিব স্তরের প্রচেষ্টায় এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায়, পাশাপাশি শাসকদলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় এই ১৯ জনের বাড়ি ফেরার পথ প্রশস্ত হয়।

বর্ষায় বানভাসি রাস্তাঘাট নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ জুলাই ঃ বর্ষা শুরু হতেই পূর্ব বর্ধমানের বানভাসি এলাকাগুলির রাস্তাঘাট নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। বিশেষত

দামোদর নদ লাগোয়া জামালপুর ব্লকের সমস্যা মোকাবিলায় এদিন এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার। জামালপুর বিডিও অফিসে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস, জেলা পরিষদের সদস্যা কল্পনা সাঁতরা ও শোভা দে-সহ পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানরা। সভাধিপতি জানান, বর্ষার মরশুমে জামালপুরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমস্যায় পড়ে। বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসে কালারাঘাট থেকে পোলেমপুর রাস্তাটির নাম। তিনি বলেন, রাস্তাটি রাজ্যের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু হবে। তবে আপাতত জেলা পরিষদের তরফে ৮ লক্ষ টাকা, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ডিএম ফান্ড থেকে কিছু অর্থ মিলিয়ে গর্ত ও খারাপ অংশগুলি মেরামতের কাজ শুরু করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি না পোহাতে হয়। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন জানান, ব্লকের একাধিক রাস্তাঘাট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কালারাঘাট- পোলেমপুর রাস্তার প্রাথমিক মেরামতের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। বর্ষার মধ্যেই জরুরি মেরামতির মাধ্যমে চলাচলযোগ্য রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্ষার মরশুমে নদী লাগোয়া এলাকায় রাস্তাঘাট ধসে পড়া বা জল জমে যাওয়া নতুন নয়। তবে জেলা পরিষদের এই তপরতা এবং দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিচ্ছে।

উদ্যানজাত বিভিন্ন ফসল চাষের বিষয়ে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুলাই ঃ উদ্যানজাত বিভিন্ন ফসল চাষের বিষয়ে কৃষকদের নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ার নিশ্চিন্দায়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের অগ্রগমনে সংযুক্ত করতে হাওড়ার নিশ্চিন্দার এক কলেজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উদ্যান পালন বিষয়ে শনিবার একদিনের ওই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। মূলতঃ উদ্যানজাত বিভিন্ন ফসল চাষের বিষয়ে কৃষকদের নিয়ে এদিন একদিনের ওই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অরূপ রায় ছাড়াও বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ এবং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৫০ জন কৃষক যোগ দেন। জানা গেছে, শুধু চলতি বছরেই রাজ্যের উদ্যান পালন দফতরের তরফে হাওড়া জেলায় এরকম আরও প্রায় ৩০ টি প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে।

কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং.-২৭ এইচ. জি, তারিখ- ২৩।৪।১৯৬২

গ্রাম- আকিলপুর, পোস্ট অফিস- কনুইবাঁকা, জেলা- হুগলি, ফোন- ২৫৫৩৮৩

Ref No.......... Date ....

বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য / সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজী ৩১।০৭।২০২৫ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত কনুইবাঁকা সমবায়ের অফিস প্রাঙ্গনে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরন করে পরিচালক মন্ডলীর ৯ (নয়) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারন সভায় অংশ গ্রহন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচিঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন

তারিখঃ ৩০।০৬।২০২৫

স্থানঃ কনুইবাঁকা সমবায় সমিতি

জীতেন্দ্র নাথ দাস

কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহঃ

১. পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধিতে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী) সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর ৯ টি পদের জন্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সূচী

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	মনোনয়ন বিতরণ ও গ্রহণ	১৪.০৭.২০২৫ ১৫.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১.৩০টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোগিত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৭.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১.৩০টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	১৭.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়ন পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৮.৭.২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে ইং১৮.৭.২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫.	মনোনয়ন প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৮.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	বিকাল ৩.০০টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬.	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	৩১.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোট গণনা	৩১.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যহতির পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফল প্রকাশ	৩১.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যহতির পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

চঞ্চল রায়

সহকারী রিটানিং অফিসার

কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

লোকো পাইলটদের দক্ষতা এবং সুস্থতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৫ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা এই কথা স্বীকার করে আসছে যে, ট্রেন পরিষেবার সুরক্ষা, সময়ানুবর্তিতা এবং সুগম পরিচালন নিশ্চিত করার

ক্ষেত্রে লোকো পাইলট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেল পরিবহন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে, লোকো পাইলটরা কঠিন পরিস্থিতিতেও কাজ করে, যেখানে সর্বোচ্চ সতর্কতা, শারীরিক ফিটনেস এবং মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন হয়। রেল সুরক্ষা এবং কর্মক্ষমতায় তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার রানিং স্টাফ, বিশেষ করে লোকো পাইলটদের কর্মপরিবেশ শক্তিশালী করতে এবং অপারেশনাল প্রস্তুতি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চালক দলের সুযোগ-সুবিধার আধুনিকীকরণ এবং বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগরতলায় একটি নতুন অত্যাধুনিক রানিং রুম উদ্বোধন করেছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ, এই সুযোগ-সুবিধায় ২৪ টি আবাসিক কক্ষ (৪৮টি শয্যা) এবং ১০টি কমিউনিটি কক্ষ যেমন যোগব্যায়াম ও ধ্যান হল, জিমনেসিয়াম, রান্নাঘর এবং খাবারের জায়গা রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রথম রানিং রুম যেখানে উন্নত অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য লিফট রয়েছে। সমস্ত ৩৪ টি কক্ষই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, যেখানে ২৪ ঘন্টাই জল সরবরাহ, সিসিটিভি নজরদারি, সামঞ্জস্যযোগ্য আলো, আপাতকালিন বহির্গমন পথ এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের মতো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিউ কোচবিহারের রানিং রুমেও ISO 9001:2015 সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যার ফলে চালক দলের সদস্যদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। কর্মচারীদের কল্যাণে আরও সহায়তা প্রদানের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত চাপ মোকাবেলার জন্য পারিবারিক পরামর্শ সেশন চালু করেছে। এরকম একটি সেশন ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে নিউ কোচবিহারে আয়োজন করা হয়, যেখানে পরিবারগুলিকে আধিকারিকদের সাথে মত বিনিময় করার জন্য একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা হয়, যার ফলে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার লোকো পাইলটদের আধুনিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির সাহায্যে সমর্থন এবং ক্ষমতায়নের জন্য বেশ কয়েকটি দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অডিও -ভিজ্যুয়াল রোড লার্নিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার ফলে লোকো পাইলটদের ইমার্সিভ ডিজিটাল মডিউলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রুট বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত করতে সহায়ক হবে, যার ফলে রুট জ্ঞান এবং পরিচালনগত সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘ পথ যাত্রার সময় আরও আরাম নিশ্চিত করার জন্য, লোকো পাইলটদের বিশেষভাবে ব্যবহারের জন্য ইঞ্জিনে জলহীন প্রস্রাবগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিজিটাল লার্নিং এর ক্ষেত্রে, 'জ্ঞানব্যাপী' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের প্রবর্তনে লোকো পাইলটদের যাত্রার সময় প্রযুক্তিগত জ্ঞান, সার্কুলার এবং পরিচালন নির্দেশিকাগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করেছে। অতিরিক্তভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন পরিচালনের সময় লোকো পাইলটদের সতর্কতা এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একটি সক্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) বিশ্লেষণ বাস্তবায়ন করেছে, যা ঘটনার পর যাচাইকরণে সহায়তা করে এবং সুরক্ষা বৃদ্ধি করে, চালক দলের চলাচল এবং যোগাযোগের সঠিক পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে, জবাবদিহিতা এবং পরিচালনাগত তদারকি শক্তিশালী করে। একটি উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল পদক্ষেপ হিসেবে, ৫৯টি স্টেশনে ডেটা লগারগুলিকে কন্ট্রোল অফিস অ্যাপ্লিকেশন (সিওএ)-এর সাথে একীকৃত করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেন পরিচালন এবং চালক দলের কর্মক্ষমতা আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য রিয়েল- টাইম ডেটা উপলব্ধতা সম্ভব হয়েছে। এই পদক্ষেপ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ফ্রন্ট লাইন অপারশনাল স্টাফদের সুরক্ষা, কর্মপরিবেশ এবং ক্রমাগতভাবে শিক্ষার উন্নতির প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। এই নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার লোকো পাইলটদের জন্য একটি পেশাগত, সুরক্ষিত এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে মানবিক কর্মক্ষেত্রের অভ্যাসের সাথে মিশ্রণের মাধ্যমে, রেলওয়ে কার্যক্রমে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে চলেছে এবং সাথা-সাথে তাদের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেয় যারা প্রতিদিন এই ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

মডেল টেস্ট ট্র্যাক নির্মাণের মাধ্যমে ট্র্যাক সুরক্ষায় হাওড়া বিভাগ নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ রেলওয়ে নিরাপত্তা এবং পরিচালনগত নির্ভুলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়েয়র হাওড়া বিভাগের প্রকৌশল বিভাগ বিভাগ জুড়ে প্রতিটি স্থায়ী ওয়ে ইন্সপেক্টর (PWI) অফিসে মডেল টেস্ট ট্র্যাক নির্মাণ শুরু করেছে। পূর্ব রেলওয়ের চিফ ট্র্যাক ইঞ্জিনিয়ার (CTE) এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই উদ্যোগটি অবকাঠামোগত উৎকর্ষতা এবং শূন্য-আপস সুরক্ষা মানদণ্ডের প্রতি বিভাগের অটল প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। একটি মডেল টেস্ট ট্র্যাক হল একটি নিবেদিতপ্রাণ সুবিধা যা নিয়ন্ত্রিত সেটিংসের অধীনে বাস্তব-বিশ্ব ট্র্যাক পরিস্থিতির প্রতিলিপি তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ট্র্যাকগুলি গবেষণা, উন্নয়ন, পরীক্ষা, ক্রমাঙ্কন এবং প্রশিক্ষণের জন্য অপরিহার্য, যার ফলে ফিল্ড অপারেশন এবং সুরক্ষা প্রোটোকলের জন্য একটি উচ্চ-মানের মানদণ্ড স্থাপন করা হয়। **মূল বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাঃ গেজ-কাম-ক্রস লেভেলের ক্রমাঙ্কনঃ** এই মডেল ট্র্যাকগুলি ট্র্যাক জ্যামিতি পরিমাপে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলি ক্রমাঙ্কনের জন্য একটি রেফারেন্স মান প্রদান করে। **পরীক্ষার পরামিতিঃ** তাপমাত্রা, পায়ের আঙ্গুলের ভার এবং ট্র্যাক সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানগুলির পর্যায়ক্রমিক পরিমাপ সক্ষম করে। **রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবধানঃ** প্রতি মাসে গেজ পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। হাওড়া বিভাগের বেশিরভাগ PWI ইউনিটে বর্তমানে তিন মাসের ব্যবধানে গেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাদের মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। **তথ্যের অখণ্ডতাঃ** প্রতিটি PWI অফিসে একটি নিবেদিতপ্রাণ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যা ট্রেসেবিলিটি এবং সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার তথ্য সহ আপডেট করা হয়। মডেল পরীক্ষার এই সুগঠিত ব্যবস্থা কেবল ক্ষেত্র পরিমাপে ত্রুটির সীমা হ্রাস করে না বরং ট্র্যাক অবকাঠামো এবং সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতিও প্রচার করে। রেলওয়ে সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য পূর্ব রেল উদ্ভাবনী অনুশীলন এবং উন্নত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ কৌশল গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Office of The
GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.-Murshidabad

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No-(1) MSD/KAN/GOK-II/05/2025-26**. Last date of submission **12/07/2025 up to 18.00 Hrs**. Bid Opening Date(Technical): **15/07/2025 at 11:00 Hrs.** and Financial: **18/07/2025 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ৯৫_২০২৫-২৬-জেন, তারিখ ঃ ০১.০৭.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [illegible]

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

HWH-177/2025-26

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখ ঃ ০৪.০৭.২০২৫। শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদানের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল [illegible]

SDAH-111/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফেসবুকে কমেন্ট করা নিয়ে দুজনের বচসা, অন্ডালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ৩ কিশোর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৫ জুলাই ঃ সামাজিক মাধ্যমে কমেন্ট করা নিয়ে হাতাহাতি। আর তারই মাঝে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে হুমকির দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার রাত্রে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল বিমান বন্দর রোডে। ঘটনার সূত্রপাত ফেসবুকে কমেন্ট করা নিয়ে। এক কিশোর সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে। সেই পোস্টে অন্য এক যুবক কমেন্ট করে। আর সেই কমেন্ট করা নিয়ে দুই কিশোরের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত ঘটে। শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিয়ে দুই কিশোর মুখোমুখি হয় অন্ডাল থানার উখরা থেকে আমলৌকা যাওয়ার বিমাননগরী রোডে। সেখানে দুই কিশোরের কয়েকজন বন্ধুও উপস্থিত ছিল। কমেন্ট করা নিয়ে আলোচনা চলার সময় দুপক্ষের মধ্যে বচসা বাধে, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় মারামারি। এই সময় এক কিশোর আগ্নেয়াস্ত্র বের করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উখরা ফাঁড়ির পুলিশ। বিকাশ কুমার কুর্মি, বলরাম কুমার চৌহান ও শুভম কুমার মাহাতো নামে তিন কিশোরকে গ্রেফতার করে। এবং কার্তুজসহ আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে। তাদের কাছে কিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এল, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত বিকাশ কুর্মি পাণ্ডবেশ্বর থানার ৭৯ পিট ছোড়ার বাসিন্দা। অন্য দুজন দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার ওল্ড ঝাঁঝরা কলোনির বাসিন্দা। শনিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।

চাষবাস

রেকর্ড ধান উৎপাদন রাজ্যে, কৃষকদের কুর্নিশ জানিয়ে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কৃষিক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন বাংলার। ২০২৪-২৫ সালে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে রাজ্যে। যা এখনও পর্যন্ত যে-কোনও বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফলে আবারও ধান উৎপাদনে দেশে শীর্ষস্থান ধরে রাখল বাংলা। এহেন সাফল্যে কৃষকদের কুর্নিশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুধু ধানই নয়, রাজ্যের প্রধান ফসলগুলির উৎপাদনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মধ্যে ভুট্টার উৎপাদন আট গুণেরও বেশি হয়েছে। ডাল তিন গুণেরও বেশি উপাদন হয়েছে। এই রেকর্ডের পর উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘ আমাদের কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সকল ভাই ও বোনদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।’

২০২৪-২৫ সালে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে বাংলায়। ২০২৪ সালের খরিফ মরশুমে মোট ১৮১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ঘরে তোলা গিয়েছিল। ২০২৪-২৫ সালের বোরো মরশুমে ৭৫.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উপাদন হয়েছে। যা মোট করলে দাঁড়ায় ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ সালে রাজ্যে ২৫৩.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছিল। যা এই বছর পর্যন্ত রেকর্ড ছিল। ২০২৪-২৫ সালের উৎপাদন পূর্ববর্তী রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের সময় ধান উৎপাদন ছিল ২০০.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৫ সালে সেই উপাদন ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ২০২৪ সালে বিভিন্ন জেলায় ঘূর্ণিঝড় ‘ প্রভাব ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও রেকর্ড ধান উৎপাদন হয়েছে। যা কৃষিকর্তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর কৃষকদের সাহায্যে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। কৃষকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান-সহ কৃষক বন্ধু, বাংলা শস্য বীমা, খাজনা মবুক থেকে সুলভ মূল্যে ধান সংগ্রহ একাধিক উদ্যোগ কৃষকদের সহয়তা করেছে বলে মনে করে ওয়াকিবহল মহল।

রাজ্যে শুধু ধান উপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। কৃষিবিভাগের তথ্য বলছে, রাজ্যে ভুট্টার উৎপাদন আট গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন)। তৈলবীজ দুই গুণ বেশি উপাদন হয়েছে (৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। ডাল তিন গুণেরও বেশি (১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং সুগন্ধি চালের উপাদন প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (০.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৩.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন)।রাজ্যের এই সাফল্যের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট করে লেখেন, ‘ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উৎপাদনে ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে।ঘূর্ণিঝড় ডানা এবং বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যার মতো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের কৃষকদের অদম্য মনোবল, জেদে এই মাইলফলক অর্জন করা গিয়েছে। সঙ্গে রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু, বাংলা শস্য বীমা, সুলভ মূল্যে ধান ক্রয়ের সাহায্য করেছে।’

জুন মাসে কাঁচা পাতার উৎপাদন অন্তত ৩৫ শতাংশ কমবে

৩স্বভাবতই সবুজ পাতা উৎপাদনে ঘাটতিতে শঙ্কা বাছে উত্তরের চা বলয়ে। ব্যবস্থা চেয়ে চা পর্ষদের দ্বারস্থ হচ্ছে বণিকসভাগুলি। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব রাম অবতার শর্মা বলেন, এবার এপ্রিল থেকে লুপার ক্যাটার পিলারের আক্রমণ চলছে। সরকারি তালিকাভুক্ত ওষুধে কাজ হচ্ছে না। একদিকে যেমন খরচ বে।হৈ চলেছে, অন্যদিকে পাতা ধ্বংস অব্যাহত। আমরা বিষয়টি নিয়ে চা পর্ষদের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব। কেনই বা উদ্বিগ্ন হবেন না চা বণিকসভার কর্তারা? বর্গির হানা বললেও কম বলা হবে। সবুজখেকো পোকার হামলায় বিঘার পর বিঘা চা বাগানে দুটি পাতা একটি কুরি উধাও হতে বসেছে। কঙ্কালসার চেহারা দেখে মনেই হবে না, ওটি চা বাগান। ব। চা বাগানের পাশাপাশি এমন দুর্যোগের কবলে পরে দিশেহারা হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর, তরাই এবং জলপাইগুরি জেলার কয়েক হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, চা শিল্প মারাত্মক ক্ষতির মুখে দাঁ।য়িছে। একদিকে অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি। অন্যদিকে, রোগ পোকার আক্রমণে নাজেহাল দশা হয়েছে। এবার জুন মাসেও কাচা পাতার উৎপাদন অন্তত ৩৫ শতাংশ কমবে।

চা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকদের মতে, তাপমাত্রার ঘনঘন পরিবর্তনের জন্য বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে লুপার। এপ্রিলে অনাবৃষ্টি, অসহ্য গরম ছিল চা বলয়ে। মে মাসে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা দ্রুত ওঠানামা করছে। আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতিতে ঝ।রে গতিতে বংশবিস্তার করে একের পর এক বাগানে ছ।য়ে সর্বনাশ ডেকেছে সবুজখেকো লুপার। ফলে চা পাতা উপাদন অনেকটাই মার খাবে। চা বণিকসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, জুন মাসে উত্তরে ৫০ মিলিয়ন কেজি সবুজ চা পাতা উপাদন হয়ে থাকে। এবার কত পরিমাণ হয়, তা নিয়ে সংশয় বে।ে চলেছে।

‘ বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অব স্মল টি গ্রোয়ার্স’-এর চেয়ারম্যান রজত কার্জি বলেন, ফার্স্ট ফ্ল্যাশ ও সেকেন্ড ফ্ল্যাশ মার খেয়ে আশা ছিল আবহাওয়ার উন্নতি হবে। থার্ড ফ্ল্যাশে ঘাটতি মিটে যাবে। কিন্তু সেটা হয়নি। উলটে লোকসান বেরেছে। এই পরিস্থিতি আরও কিছুদিন চললে অনেকে চা বাগান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। কারণ, চা গাছ রক্ষা করতে ক্রমশ খরচ বারছে। কিন্তু রোজগার নেই। ক্ষুদ্র চা চাষিদের অভিযোগ, লুপার ঠেকাতে অনেক কীটনাশক ব্যবহার করেছেন। লাভ হচ্ছে না। ময়নাগু।রি রামশাই এলাকার চা চাষি মানিক সরকারও অভিযোগের সুরে বলেন, ওষুধ কিনতে দামের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

পুরুলিয়ায় চিন্তায় কৃষকরা, মার খাচ্ছে বীজতলার কাজ,কি হবে

এক নিম্নচাপ কাটতে না কাটতেই আরেক নিম্নচাপের মুখে পশ্চিমাঞ্চল পুরুলিয়া। ফলে সেভাবে রোদ ঝলমলে নীল আকাশ না পাওয়ায় সমগ্র পুরুলিয়া জুড়ে বীজতলার কাজ ব্যাপকভাবে মার খাচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে বৃষ্টি চলছেই জেলায়। ফলে জনজীবন থমকে গিয়েছে। গত জুন মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি থাকলেও ২৫ জুন পর্যন্ত ৯৪ শতাংশের অধিক বৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে রবিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত জেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ৩১.২৩ মিলিমিটার।

পুরুলিয়ার উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) আদিত্য দুয়ারি বলেন, ‘আবহাওয়ার কারণেই বীজতলার কাজ করা যাচ্ছে না। তবে সময় এখন আছে।'' আগের নিম্ন চাপের বর্ষণে এই জেলার কৃষকরা আশা করেছিলেন এবার হয়তো গত ২ বছরের মত পরিস্থিতি হবে না। একেবারে সময়মতো বীজতলার কাজ শেষ করা যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি হয়ে গেল উল্টো। আবার একটি নিম্নচাপের বৃষ্টি। তাছাড়া দুই নিম্নচাপের মাঝখানে যে সাত দিন ছিল সেইকটা দিনও খামখেয়ালিপনা আবহাওয়া কৃষকরা বীজ ফেলতে পারেননি।

সাধারণভাবে প্রথমে কিছুটা বৃষ্টিতে জমি ভেজা। তারপর শুকনো আবহাওয়ায় বীজ তলার কাজ হলে ফলন ভালো হয়। এছাড়া কাদামাটিতেও বীজতলার কাজ হয়। তবে পরবর্তীকালে প্রচুর জলের প্রয়োজন পড়ে। পর্যাপ্ত জল না মিললে সেই বীজ বার হয় না। মাটি শুকিয়ে গেলে বিপদের মুখে পড়েন কৃষকরা। কাদা মাটিতে বীজগুলো উপরে থাকার কারণে পাখিরাও খেয়ে ফেলে। যারা বৃষ্টির মধ্যেই বীজতলা ফেলেছিলেন তারা এখন সমস্যায় পড়েছেন। দ্বিতীয় নিম্নচাপের বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়ায় তা রীতিমতো ফেলতে হচ্ছে কৃষকদের। ফলে ভীষণই সমস্যায় তারা। গতবছর দেরিতে বর্ষা আসে। কিন্তু তারপরেও অতিবৃষ্টি।ফলে আমন ধানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। আর তার আগের বছর অর্থা ২০২৩-এ বৃষ্টি না হওয়ায় ফলন ব্যাপক মার খায়। তুম্বা ঝালদা গ্রামের কৃষক চিত্তরঞ্জন মাহাতো, আহা।রা গ্রামের কৃষক অক্ষয় মাহাতো বলেন, ‘ জেলায় রীতি রয়েছে ১৩ জ্যৈষ্ঠ রহিন পরব থেকে বীজ বপনের কাজ শুরু করেন কৃষকরা। কিন্তু সেইসময় বৃষ্টি না হওয়ায় বীজতলার কাজ করা যায়নি। তারপর নিম্নচাপের বৃষ্টির পর ভেবেছিলাম রোদ বার হলে ভালোভাবে বীজতলার কাজ হবে। কিন্তু আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বীজতলার কাজ হয়নি। আর তার মধ্যে আবার নিম্নচাপ। জানি না এবার কি হবে।'' অর্থাৎ বর্ষা আগে এসেও শান্তি নেই। বীজতলার কাজ না হওয়ায় চারা কবে রোপণ হবে তা বুঝতে পারছেন না কৃষকরা। এদিকে দেরিতে চারা রোপন হলে ফলনে মার খাবে।

টানা বৃষ্টিতে জমিতে জল, নষ্ট বীজতলা, আমন ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে জল জমেছে জমিতে। পাশাপাশি ডিভিসির ছাড়া জলে বহু এলাকা ডোবার আশঙ্কা। এই অবস্থায় যদি আবহাওয়া ও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে মাঠেই নষ্ট হবে বীজতলা। ক্ষতির মুখে পড়বেন আমন ধান চাষিরা। এমন কথা শোনা যাচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে নষ্ট হচ্ছে সবজি চাষ।

এখন আমন ধান চাষের মরশুম। আমতা ২ নম্বর ব্লক, উদযন্নারাযণ্পুরে ব্যাপক পরিমাণে ধান এবং সবজি চাষ হয. এই মরশুমে। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে সমস্যায.পড়ছেন চাষিরা। এই সময. আমন ধান চাষের জন্য বীজতলা তৈরির সময়। কিন্তু বৃষ্টির ফলে জল জমে থাকায় বহু চাষি তলা ফেলতে পারছেন না। আবার অনেকে বীজতলা তৈরির জন্য ধান ছ।য়িছিলেন জমিতে। কিন্তু বৃষ্টিতে কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।তাছাড়া সবজিরও ক্ষতি হচ্ছে। উদয়নারায়ণ্পুরে পটল, ঝিঙে, কুমড়ো-সহ বিভিন্ন সবজি চাষ হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে গোড়া পচে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে ফসল। সবজি এবং ধান ছাড়াও আমতা, উদয়নারায়ণপুরে বাদাম এবং তিল চাষ হয়। বাদাম এবং তিল তোলার মরশুম এই সময়। বড় অংশের তিল এবং বাদাম তোলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ২০ শতাংশ তিল এবং বাদাম জমিতে রয়ে গিয়েছে। আর এই বৃষ্টিতে সেগুলো নষ্ট হয়ে. যাচ্ছে বলে চাষিদেরও বক্তব্য। উদয়নারাযণপুরে মনশুকা এলাকার চাষি উত্তম হাজরা প্রায় দু’বিঘা তিল এবং দু’বিঘা বাদাম চাষ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার জমির অনেকটা বাদাম এবং তিল রযে.গিয়েছে জমিতে। সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক চাষিরই বাদাম এবং তিল চাষ নষ্ট হচ্ছে। ‍‍ ‍দয়নারায়ণপুর এলাকার আরেক চাষি মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত বলেন, আমি ৮ বিঘা জমি চাষের জন্য প্রায় ২৫ কিলোগ্রাম ধানের বীজ তৈরি করেছি। কিছু জমিতে বীজ ফেলতে সক্ষম হয়েছি। কিছু জমিতে জল থাকায় বীজ ফেলতে পারিনি। এই বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আরও বৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে সব বীজতলা নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, আবার নতুন করে বীজতলা ফেলতে হবে। সেটাতেও আবার খরচের পালা। তার উপর যদি বন্যা হয়, তাহলে সব মাঠে মারা যাবে।

মাসুদ আজহার এখানে নেই’, আজব দাবি পাকিস্তানের! অন্য দেশের নাম বিলাওয়ালের মুখে

৫ জুলাইঃ সংসদ হামলার মূলচক্রী মাসুদ আজহার ভারতের ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে। সে যে পাকিস্তানে বহাল তবিয়তেই রয়েছে এমন প্রমাণ বারবার মিলেছে। কিন্তু এবার আজব কথা শোনা গেল পাক রাজনীতিবিদ বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির মুখে। তাঁর দাবি, আজহার মোটেই পাকিস্তানে নেই। সে রয়েছে আফগানিস্তানে। সেই সঙ্গেই তাঁর আরও দাবি, জইশ প্রধানের পাকিস্তানে থাকার প্রমাণ যদি দিতে পারে নয়াদিল্লি, সেক্ষেত্রে ইসলামাবাদই তাকে গ্রেপ্তার করবে। আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিপিপি প্রধান বলেন, হাফিজ সইদ এখানে বহাল তবিয়তে রয়েছে একথাটা ঠিক নয়। আর মাসুদ আজহারের কথা যদি বলেন আমরা ওকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি কিংবা চিহ্নিত করতে পারিনি। ওর আফগান জেহাদিদের সঙ্গে অতীত সম্পর্ক মাথায় রেখে বলতে পারি, আমাদের বিশ্বাস ও আফগানিস্তানেই রয়েছে। যদি ভারত সরকার আমাদের তথ্য দিতে পারে যে ও পাকিস্তানের মাটিতেই রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা ওকে খুশি মনে গ্রেপ্তার করতে পারি। কিন্তু ঘটনা হল, ভারত সরকার তেমন কিছু দিচ্ছে না। ল্লেখ্য, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রীও মাসুদ আজহার। শুধু তাই নয়, ২০০১ সালের সংসদ ভবনে হামলা তথা ২০০5 সালে অযোধ্যায় বিস্ফোরণ-সহ একাধিক নাশকতায় হাত রয়েছে আজহারের।হেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ মৃত্যুর বদলা নিতে ৬ মে (মঙ্গলবার) গভীর রাতে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জায়গার জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলায় বাহওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদ, মুরাক্কায় লস্কর-ই-তইবা ও হিজবুল মুজাহিদিনের সদর দপ্তর গুঁ।য়িে দেওয়া হয়েছিল। খতম হয়েছিল বহু জেহাদি। সেই সময়ই ভাওয়ালপুরে জইশের সদর দপ্তর জামিয়া মসজিদ সুভান আল্লায় হামলা চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। তাতে মৃত্যু হয় মাসুদের বড় বোন, তার স্বামী, এক ভাগ্নে, তার স্ত্রী, এক ভাইপো এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের পাঁচ শিশুরও। কিন্তু মাসুদ বহাল তবিয়তেই রয়েছে ।

ভয়াবহ বন্যায় মৃত্যুমিছিল টেক্সাসে! প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৪ জন

৫ জুলাইঃ প্রবল বর্ষণে ভয়াবহ বন্যা টেক্সাসে। এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৪ জন। সামার ক্যাম্পে গিয়ে নিখোঁজ ২৫ জন পড়ুয়া। বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই সরানো হচ্ছে বাসিন্দাদের। এই দুর্যোগ দেখে আতঙ্কিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও।

জানা গিয়েছে, আমেরিকার টেক্সাসের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরেই বর্ষার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার হঠা সেখানে বন্যা দেখা দেয়। ভারী বর্ষণের জেরে প্লাবিত হয় গুযাদালুপে নদী। টেক্সাসের গভর্নর ড্যান প্যাট্রিক এনিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ৪৫ মিনিটের মধ্যে গুয়াদালুপে নদীর জল ২৬ ফুট বেড়ে যায়। যার জেরে বন্যা ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়।

সূত্রে খবর, ওই অঞ্চলেই সামার ক্যাম্প হচ্ছিল। বন্যায় এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ২৫ জন পড়ুয়া। স্থানীয়রা বলছেন, ভোর হওয়ার আগেই হঠা ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। আগেভাগে কোনও সতর্কতা পাননি তাঁরা। খুব দ্রুতই গুয়াদালুপে নদীর জল বিপদসীমার উপরে চলে যায়। এখনও পর্যন্ত ২৩৭ জন স্থানীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নিখোঁজ শিশুদের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাদের উদ্ধারে অভিযান চলছে। টেক্সাসের গভর্নর আরও জানিয়েছেন, উদ্ধার অভিযানে ১৪টি হেলিকপ্টার নামানো হয়েছে। রয়েছে ১২টি ড্রোনও। উদ্ধারকাজে নেমেছেন শয়ে শয়ে কর্মী।

সম্ভলে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৮ জনের, শোকাহত প্রধানমন্ত্রী

সম্ভল ও নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় বিয়ে করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল বর এবং বরযাত্রীদের সাত জনের। মৃতেরা সকলেই একই পরিবারের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই শিশুও। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের সম্ভলে, মেরঠ-বদায়ু স।কে। এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হতাহতদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্ভলের হরগোবিন্দপুর গ্রাম থেকে বদায়ুঁ জেলার সিরতৌলে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন সুরজ। একটি এসইউভিতে সুরজ-সহ তাঁর পরিবারেরই ১০ জন সিরতৌলের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিয়ের আসরে পৌঁছোনোর আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বর এবং তাঁর পরিবারের ৭ জনের। দু’জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়িটি। সম্ভলেরই জেওয়ানাই গ্রামের কাছে চালক আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রাস্তার পাশেই রয়েছে একটি কলেজ। সেই কলেজের দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মেরে গাড়িটি উল্টে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাত্র সুরজ-সহ তাঁর পরিবারের পাঁচ জনের। বাকি পাঁচ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিসা চলাকালীন তিন জনের মৃত্যু হয়। দু’জনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় আলিগড়ের মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন, সুরজ (২৪), তাঁর বৌদি আশা (২৬), আশার কন্যা ঐশ্বর্য (২), সুরজের তুতো ভাই মনোজের পুত্র বিষ্ণু (৬), সুরজের কাকিমা, সুরজের দুই ভাই-বোন এবং এক আত্মীয়। পুলিশ জানিয়েছে, এসইউভিতে যা যাত্রীধারণের ক্ষমতা, তার তুলনায় বেশি ছিল।

এসইআর-এর বিশেষ ট্রেনগুলির ধারাবাহিকতা

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় নিরসনের লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেনগুলির চলাচল অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-১) ০২৮৩৯ শালিমার-পুরী স্পেশাল ৩১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ২) ০২৮৪০ পুরী-শালিমার স্পেশাল সেন্ট্রাল ০১.০৯.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ৩) ০২৮৪১ শালিমার-এমজিআর চেন্নাই সেট্রাল স্পেশাল ২৮.০৭.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ৪) ০২৮৪২ এমজিআর-চেন্নাই সেন্ট্রাল-শালিমার স্পেশাল ৩০.০৭.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ৫) ০২৮৬৩ সাঁত্রাগাছি-যশবন্তপুর স্পেশাল ২৮.০৮.২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ৬) ০২৮৬৪ যশবন্তপুর-সাঁত্রাগাছি স্পেশাল ৩০.০৮.২০২৫ পর্যন্ত চলবে।

একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল মেট্রো আরপিএফ কর্মীরা

কলকাতা,৫ জুলাই ঃ ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে প্রায় ৫,১৫ মিনিটে, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনে প্রায় ৪৭ বছর বযসী এক মহিলা যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা পাওয়ার পর, তিনি সুস্থ বোধ করতে শুরু করেন এবং বাড়ি যেতে চান। তাকে স্টেশন কর্মীদের সাথে বাড়িতে পাঠানো হয়।স্টেশন ছাড়ার আগে, তিনি সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার ওপর জোর ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ নতুন দিল্লিতে শনিবার ইনোভেটিভ ফিজিশিয়ান ফোরামের সপ্তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি নিজের ভাষণে চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি ভারতের উদীয়মান স্বাস্থ্য নীতি এবং চিকিৎসার দৃশ্যপটও তুলে ধরেন। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া এবং ব্রিটেনের চিকিৎসক এবং গবেষকরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। এই সম্মেলনের লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ চিকিৎ১সার ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা করা। এটি চিকিৎসা, শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে একটি নতুন মাত্রা দেবে।

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি তিপ্রা মথার

আগরতলা, ৫ জুলাই ঃ ত্রিপুরা সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে চলেছে তিপ্রা মথা। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন তিপ্রা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তিনি জানান, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদও একই পথ অনুসরণ করবেন। রাজধানীতে অরাজনৈতিক রেলি এবং ২০ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পরই সমর্থন প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি বিজেপি। এই অবস্থায় সরকারের অধীনে থেকে কোন লাভ নেই তিপ্রা মথার দুই মন্ত্রী ও ১১ জন বিধায়কদের। মন্ত্রী এবং বিধায়কদের সাথে একই পথে হাঁটবেন সাংসদ কৃতি সিং দেবীও। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন তিপ্রা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তিনি জানান, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রাজধানীতে একটি পদযাত্রা সংঘটিত করা হবে। এই পদযাত্রাটি হবে অরাজনৈতিক। এই পদযাত্রায় উপস্থিত থাকবেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। এরপর ২০ জুলাই দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এই বৈঠকের পরেই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, টিটিএএডিসির কাউন্সিলের দুটি আসন শূন্য হয়ে আছে। এখনও নির্বাচন হচ্ছে না। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ছয় মাসের মধ্যে কার্যকর করার কথা থাকলেও এক বছর হয়ে গেছে।

Name Change

I Safiur Rahman (old name) son of Manawar Rahaman, residing at 25, Kustia Road, P.S-Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Safiur Rahaman (new name) as declared before the Notary Public ar Kolkata dated 03/07/2025. Safiur Rahman (old name) and Safiur Rahaman (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I Monowar Rahaman (old name) son of Jiayur Rahaman, residing at 25, Kustia Road, P.S - Tiljala, Kolkata 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Manawar Rahaman (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/07/2025. Monowar Rahaman (old name) and Manawar Rahaman (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Somenath Banduri S/o Nilmani Banduri Residing at Vill - Pipli Sitala Tala, P.o - Jagadishpur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711114 West Bengal India shall henceforth be known as Somnath Banduri. I declare that Somenath Banduri and Somnath Banduri is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-07-2025.

Name Change

I, DEBIKA SAHA GHARAI (Old Name) W/O DEBANIK SAHA Residing at M-10, Purbasa, Sodepur, District - Kolkata, Pin - 700113, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DEBIKA SAHA (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta vide affidavit no 199 dated 01-07-2025. DEBIKA SAHA GHARAI, (Old Name) and DEBIKA SAHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SAMAR AZIM (Old Name) W/O MOHAMMED AZIM SHAMSI Residing at 13/A, Phears Lane, P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700012 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAMAR JAHAN (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 04-07-2025. SAMAR AZIM (Old Name) and SAMAR JAHAN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, NITAI CHANDRA BAGCHI (Old Name) S/O UPENDRA NATH BAGCHI Residing at Monalisa Appartment, Flat No-M/4, 3 Baguiati Road, South Dum Dum, P.S - Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700028, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NETAI CHANDRA BAGCHI (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore, vide affidavit no 129 dated 03-07-2025. NITAI CHANDRA BAGCHI (Old Name) and NETAI CHANDRA BAGCHI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Moumita Roy (Old Name) W/o Dipti Baran Guchhait Residing at Vill+P.o - Daharkundu, P.s - Arambagh, District-Hooghly, Pin - 712617, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Moumita Roy Guchhait (New Name) as declared before the Notary Public Arambagh, Hooghly vide affidavit no 4557 Dated 03-07-2025. Moumita Roy (Old Name) and Moumita Roy Guchhait (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gautam Maity (Old Name) S/o Paresh Maity Residing at 76/1/B, Kalinath Ghosal Road, Ariadaha, Vtc - Kamarhati (M), P.o - Ariadaha, District-North 24 Parganas, Pin - 700057, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Goutam Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 94/2025 Dated 04-07-2025. Gautam Maity (Old Name) and Goutam Maity (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pares Nath Maity (Old Name) S/o Narayan Maity Residing at 76/1/B Kalinath Ghosal Road, Ariadaha, District-North 24 Parganas, Pin - 700057, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Paresh Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 96/2025 Dated 04-07-2025. Pares Nath Maity (Old Name) and Paresh Maity (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mohiuddin Ahmed (Old Name) S/o Hazi Manjur Ali Residing at 49/B, A.J.C Bose Road, Vtc - Park Street H.O, District- Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Mohiuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 108/2025 Dated 04-07-2025. Md Mohiuddin Ahmed (Old Name) and Md Mohiuddin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Manoj Jaiswal (Old Name) S/o Mishri Lal Jaiswal Residing at 4, Jadu Nath Sen Lane, P.s - Amherst Street, Beadon Street, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal shall henceforth be known as Manoj Kumar Jaiswal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 93/2025 Dated 04-07-2025. Manoj Jaiswal (Old Name) and Manoj Kumar Jaiswal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kiron Jaiswal (Old Name) D/o Dayalu Ram Jaiswal Residing at 4, Jadunath Sen Lane, Beadon Street, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal shall henceforth be known as Kiran Jaiswal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 95/2025 Dated 04-07-2025. Kiron Jaiswal (Old Name) and Kiran Jaiswal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Benazir Aman W/o, Mohammad Anis Hossain residing at R 117, Masjid Talab, Garden Reach, P.O.-Garden Reach, P.S.-Metiabruz, Kol-700024, My son's name is Mohammad Ubaidullah, By mistake my son's name has wrongly recorded in my son's passport as Mohammad Ubaidullah Anis in place of Mohammad Ubaidullah vide affidavit no. 10065/25 dated 02.07.2025 in the Court of Ld 1st Class Executive Magistrate at Howrah. Mohammad Ubaidullah & Mohammad Ubaidullah Anis both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shouvik Ghosh (Old Name) পিতার নাম Tapan Kumar Ghosh ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ চুনাইট, থানা-আরামবাগ জেলা হুগলী পিন নং ৭১২৪১৩ প ঃবঃ। আরামবাগ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Souvik Ghosh (New Name) পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (SL NO-1228) তারিখ ৩০.০৬.২০২৫. Shouvik Ghosh (Old Name) এবং Souvik Ghosh (New Name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইলাম।

তারাপীঠের কোটি টাকার বিশ্ব বাংলা ঘাট এখন পরিণত হয়েছে নোংরার স্তূপে, নীরব প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জুলাইঃ বীরভূমের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে তারাপীঠ মন্দির, আর এই তারাপীঠ মন্দিরের এক ঐতিহ্যবাহী নদী হল দ্বারকা নদী। সাধনতীর্থ তারাপীঠের দ্বারকা নদীকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস এই নদীতে স্নান করে মায়ের কাছে কোন মনস্কামনা করলে সেই মনস্কামনা পূর্ণ করেন মা তারা। সেই কারণেই এই ব্রিজ লাগোয়া এলাকায় ৫০০ স্কয়ার ফুট জায়গায় আনুমানিক প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে বিশ্ববাংলা ঘাট তৈরি করা হয়েছিল। বীরভূমের এই নদীতে যাতে ১২ মাস জল থাকে তার জন্য চেকড্যাম নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। অন্যদিকে ঘাটের সৌন্দর্যের জন্য পাশে জামা কাপড় বদলানোর জন্য মহিলাদের পৃথক ঘর তৈরি করা হয়। পাশাপাশি বিশ্ব বাংলা লোগো এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম বসান হয়েছে যেখানে ভক্তিমূলক গানের তালে ফোয়ারা ও লাইট জ্বলে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়। এরপরই ২০১৯ সালের ২৮ আগস্ট কৌশিকী অমাবস্যার আগের দিন বিশ্ববাংলা ঘাটের উদ্বোধন করে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। উদ্বোধনের পর বেশ কয়েকদিন এই ঘাট চালু থাকলেও বর্তমানে এই ঘাটের অবস্থা বেহাল। বর্তমানে নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকে ঘাটে নামার সিঁড়িগুলিতে। পাশেই দ্বারকার ধারের হোটেল ও লজের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে দেদার। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ এবং প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার মানা করা হচ্ছে নোংরা আবর্জনা না ফেলার জন্য তবুও সেই সব কথা তোয়াক্কা না করে আবর্জনা ভরে উঠেছে দ্বারকা নদী। স্থানীয় মানুষ বলছেন, উদ্বোধনের পর থেকে খুব কম দিনই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড চলেছে এখানে। আগে জলের পাইপ দিয়ে বিশ্ব বাংলার লোগো সহ এলাকা সাফাই হত। কিন্তু এখন সেসব পুরোপুরি বন্ধ। ঘাটে নামার গেটে তালা ঝুলছে। গেটের বাইরে বেআইনি ভাবে, সারি সারি দিয়ে বসেছে দোকানপাট। ইলেকট্রিক বোর্ড ভেঙে ঝুলছে। রাতে ঘাটের সিঁড়িতেই অনেকে টয়লেট করছেন। যদিও এই বিষয়ে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, সামনেই ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যায় আগে আবার সংস্কার করা হবে বিশ্ববাংলা ঘাটের।

নদীয়ায় হাতে তৈরি তাঁতের অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু 'মাকু'-এর এখনও প্রচুর চাহিদা রয়েছে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ জুলাই ঃ আজকাল, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় হাতে তৈরি তাঁতের (হাতে তৈরি সুতো) অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক, কিন্তু এই তাঁত থেকে তৈরি পোশাকের চাহিদা এখনও প্রচুর। তাঁত পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল মাকু। মাকু ছাড়া তাঁতে কাপড় বুনন কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে রেশম সুতো এবং মসলিন সিল্ক থেকে পোশাক তৈরিতে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নদীয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়ার মতো এলাকায় এখনও হাতে তৈরি তাঁত ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বিদ্যুৎচালিত তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ঐতিহ্যবাহী তাঁতের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎচালিত তাঁত সস্তা হওয়ায় বেশি কাপড় তৈরি করা যায়, কিন্তু গুণমান এবং শৈল্পিকতার দিক থেকে এটি হস্তনির্মিত পোশাকের সাথে মেলে না। এই কারণে, আজও অনেকেই মসলিন এবং হস্তনির্মিত পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট। হস্তচালিত তাঁতে ব্যবহৃত মাকু নদীয়া জেলার তাহেরপুর থানা এলাকার কালিনারায়ণপুর গ্রামে তৈরি করা হয়। এই মাকু আম, তেঁতুল এবং পিটুলির মতো শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি। এই কাজটি বহু বছর ধরে ঐতিহ্যবাহীভাবে করা হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী অলোকেশ সাহা বলেন যে, গত ৪০ বছর ধরে তার পরিবারে এই ব্যবসা চলে আসছে এবং তিনি পাঁচ বছর আগে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও বর্তমানে এই ব্যবসায় মন্দা চলছে, তবুও তিনি কোনওভাবে এটিকে টিকিয়ে রাখছেন। এই মাকু তৈরিতে তাঁর সাথে ছয়জন কর্মচারী কাজ করেন। তিনি বলেন যে বর্তমান প্রজন্ম এই পেশায় যোগ দিতে চায় না, যা উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতি সপ্তাহে ৩০০ থেকে ৪০০ মাকু তৈরি করে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ সহ অনেক রাজ্যে সরবরাহ করা হয়। একটি মাকুর পাইকারি দাম ৮০ থেকে ৯০ টাকা, যদিও বাজারে এটি আরও বেশি দামে বিক্রি হয়। অলোকেশ সাহা বিশ্বাস করেন যে, আগামী সময়ে, নতুন প্রযুক্তি এই মাকুকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, তবে যতক্ষণ হাতে চালিত তাঁতের ঐতিহ্যটিকে থাকবে, ততক্ষণ মাকুর চাহিদাও থাকবে।

টুপটাপ জল পড়ছে, ভেসে যাচ্ছে ক্লাসরুম, ছাতা মাথায় বসে পড়ুয়া থেকে শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া, ৫ জুলাইঃ ছাতা মাথায় ক্লাসরুমে পড়াচ্ছেন শিক্ষক। পড়ুয়ারা ক্লাসে বসে আছে, তাদের মাথাতেও ছাতা। ঝমঝম করে বৃষ্টির জল পড়ছে ক্লাসরুমে। হুগলির পাণ্ডুয়ার খন্যান্নের বেলুন ধামাসিন পঞ্চায়েতের পাঁচপাড়া প্রাথমিক স্কুলের সেই ছবি ভাইরাল। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। স্কুলের ছাদ নেই। টপটপ করে জল পড়ে। তার মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে! উপায় নেই। হুগলির পাঁচপাড়া প্রাথমিক স্কুলের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৮ জন। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মোট চারটি ক্লাসরুম আছে, যার মধ্যে দুটি টিনের চালের ঘর। সেই ঘরের চালই নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। চালভেদ করে জল পড়ছে। ভেসে যাচ্ছে ক্লাসরুম। সেই ছবি নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা। যা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত গুপ্ত বলেন, ''২০২৩ সালে আমি স্কুলে যোগ দিই। তার আগে থেকেই টিনের ঘর দুটির অবস্থা খারাপ ছিল। আমি প্রশাসনের সব জায়গায় জানিয়েছি। সম্প্রতি দুটি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। গত বছর ঘর সংস্কারের জন্য এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও কিছুই হয়নি।''

পাণ্ডুয়ার সিপিআইএম প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক আমজাদ হোসেনও ওই প্রাথমিক স্কুল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়নি। ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পাণ্ডুয়ার বিডিও শেবন্তী বিশ্বাস ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে না চাইলেও, তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে পাঁচপাড়া স্কুলের জন্য মোট ১১ লক্ষ টাকার এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। স্কুলে দুটি ত্রিপল পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বিডিও-র দাবি, পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে ব্লক প্রশাসন।

এদিকে, গ্রামবাসীরাও জানাচ্ছেন, স্কুলে ক্লাস করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, ''রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল কী, তা পাণ্ডুয়ার ওই স্কুল দেখে অনুমান করা যায়। শিক্ষা পরিকাঠামো খাতে যা কেন্দ্র দেয়, সব লুঠপাট হয়ে যাচ্ছে।'' অন্যদিকে, পাণ্ডুয়ার তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, ''বিজেপির মুখে এসব কথা মানায় না। ওরা যে রাজ্যে আছে আগে সেদিকে তাকাক, তারপর বাংলার কথা বলবে।'' স্কুলের বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বাংলার প্রাচীন গৌড় নগরী, গাছপালার আড়ালে একা দাঁড়িয়ে প্রাচীন ইতিহাস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুলাই ঃ অনেকেই জানেন না মালদার এই ইতিহাস। প্রাচীন বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলের গৌড় সাম্রাজ্যে ছিল একাধিক মূল প্রবেশদ্বার। উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব-দক্ষিণ ইত্যাদি দিকেই প্রবেশপথের দ্বারে পাহারায় থাকতেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সৈন্যরা। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল গৌড়

সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বার। যেখানে রাত-দিন পাহারায় থাকতেন সুলতানের সৈন্যরা। বর্তমান গৌড় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থিত এই পশ্চিম দিকের মূল প্রবেশদ্বার। যার ইতিহাস সম্পর্কে আজও অজ্ঞাত অনেকেই। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামে অবস্থিত এই ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে দ্বারবাসিনী মন্দির নামে পরিচিত। স্থানীয় গ্রামবাসী অরুণকুমার প্রামাণিক বলেন, এই দ্বারবাসিনী ইতিহাস সম্পর্কে জেলা গ্রন্থাগারে পড়েছিলাম। সুলতান হুসেন শাহের আমলে বহিরাগতরা এই দ্বার দিয়েই গড়বেষ্টিত গৌড়নগরীতে প্রবেশ করতেন। এই জায়গায় অশ্বারোহী সৈন্যরা চলাচল করত ও পাহারা দিত। এই পশ্চিম দ্বারে নিরাপত্তায় থাকতেন হুসেন শাহের বিশ্বস্ত সৈন্যরা। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে পাহারায় থাকা সৈন্যরা সেখানে চণ্ডীমাতার মূর্তি স্থাপন করেন। এবং বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার এবং মঙ্গলবার পূজা করতেন। তারপর থেকেই সেই পরম্পরা মেনে আজও এখানে দুর্গা-কালী রূপে চণ্ডীমাতার পুজো করা হয়। প্রায় ৫০০ বছর আগে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বে বর্তমান মালদায় অবস্থিত গৌড়ে তৈরি হয়েছিল একাধিক প্রাসাদ এবং নির্মাণ স্থাপত্য। যার বর্তমান ধ্বংসাবশেষের অংশ দেখতে আজও ভিড় জমান জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পর্যটকরা। তবে গৌড় সাম্রাজ্যের এই পশ্চিম দ্বার পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত না পাওয়া আজও বেহাল জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যার ধ্বংসাবশেষ অংশ বর্তমানে দ্বারবাসিনী মন্দির হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে মালদার ইংরেজবাজারের এই ধ্বংসাবশেষকে পর্যটন স্থল হিসেবে গড়ে তোলার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা।

আষাঢ় উৎসবে মেতে উঠেছে পাহাড়িয়া বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ আষাঢ়ের রঙে রাঙা পাহাড়! প্রকৃতির সাজে উৎসবে মেতে উঠেছে পাহাড়িয়া বাসিন্দারা। তুমলাবুংয়ে এখন চলছে এক প্রকৃতির উৎসব। কোথায় এই গ্রাম জানেন? আষাঢ়ের রোদ আর বৃষ্টির ছোঁয়ায় যেন এক নতুন প্রাণ ফিরে পেল পাহাড়ি গ্রাম কালিম্পং তুমলাবুং। সেখানেই ধুমধাম করে পালিত হয় আষাঢ় উৎসব। প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানানোর এক পুরনো ঐতিহ্যেই এবার মেতে উঠল গোটা গ্রাম। নেপালি সমাজের মানুষজন রঙিন পোশাকে, লোকগীতি আর ঐতিহ্যবাহী নাচের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করলেন আষাঢ় উৎসব। বংবস্তি থেকে তুমলাবুং - সর্বত্র একই আবহ। মাটির গন্ধে, সোনালি রোদের পরশে আর সবুজে ঘেরা গ্রামীণ প্রান্তরে এদিন মাঠজুড়ে ছিল ছেলেমেয়েদের প্রাণচাঞ্চল্য। ঢোল-মাদল আর হাসিমাখা মুখে তারা যেন প্রকৃতির সঙ্গেই তাল মেলাল। এই উৎসবের মূল বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ - ধান রোপণের সময়ে মাটিকে পুজো দিয়ে কৃষকেরা কামনা করেন পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও ফলন। এটি শুধু একটি উৎসব নয়, বরং খাদ্য সুরক্ষার প্রার্থনাও। তবে শহরমুখী নতুন প্রজন্মের কারণে এই সংস্কৃতি আজ কিছুটা ঝাপসা। তাই তুমলাবুং-এর মানুষ চাইছেন, এই উৎসব ছড়িয়ে পড়ুক শহর ও পর্যটনের মানচিত্রেও। শিশুকিশোররা যেন আবার মাটির টানে ফিরে আসে, এই চেষ্টাতেই প্রতিবছর আয়োজিত হয় এই উৎসব। চিঁড়ে-দই, পাহাড়ি পিঠে আর গান- বাজনার ছোঁয়ায় এই দিন যেন মাটির খুব কাছে নিয়ে গেল সবাইকে। গ্রামবাসীদের কথায়- প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে পারাই তো আসল সমৃদ্ধি।

জনবসতিপূর্ণ এলাকায় চলছে মাছের আঁশ প্রক্রিয়াকরণের কাজ, অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এই এলাকার বাসিন্দারা! যাতায়াতের পথে মাছের আঁশটে গন্ধে নাকাল জনজীবন। ধূপগুড়ি মহকুমার পূর্ব মাগুরমারিতে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটা-এ যেন রোজকার বাস্তবতা। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় চলছে মাছের আঁশ প্রক্রিয়াকরণের কাজ,

যার ফলে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক ব্যক্তি বাজার থেকে মাছের আঁশ কিনে এনে তা ধুয়ে রোদে শুকিয়ে থাকেন। শুধু আঁশ নয়, মাছের দেহাংশও নাকি পড়ে থাকে খোলা জায়গায়। ফলে রোজকার জীবনে নাক ঢেকে চলাই রেওয়াজ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই গন্ধে মাঝেমধ্যেই অনেকেই বমি করছেন, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আশেপাশের হিমঘর কর্তৃপক্ষও সমস্যায় পড়েছেন। অভিযোগ, তাদের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে একটি বড় গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সেই গর্তে মাছ ধোয়ার পচা জল ফেলা হচ্ছে বলে আশঙ্কা। হিমঘর কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রাচীর ধসে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জলপাইগুড়ি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, একাধিকবার জানিয়েও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদিও অভিযুক্ত আব্দুর রহমান বলেন, পেটের দায়ে এই ছোটখাটো ব্যবসা করছি। গন্ধ যাতে না ছড়ায়, সেই জন্য ব্লিচিং, ফিনাইল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাতেও কমছে না দুর্ভোগ। এলাকার মানুষ চান, অবিলম্বে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করুক। রোজকার জীবন থেকে দুর্গন্ধের শৃঙ্খল কেটে যেন মুক্তি মেলে। এলাকার বাসিন্দারা মানবিক আবেদন জানাচ্ছে-জীবিকার তাগিদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই প্রতিবেশীর স্বস্তিও জরুরি। তাই দু'পক্ষের জন্যই হোক সমাধানের রাস্তা!

মুসাম্বি লেবু চাষে আগ্রহ বাড়ছে মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুলাই ঃ আম, লিচু নয় এবারে মুসাম্বি লেবু চাষে আগ্রহ বাড়ছে মালদহে। প্রয়োজন পড়ছে না ভিন রাজ্যে বা দূরে রফতানির, স্থানীয় বাজারেই ব্যাপক চাহিদা পাচ্ছে এই মুসাম্বি লেবুর। মূলতঃ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক উপকারী মুসাম্বি লেবু। মানুষের শরীরের মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করতে বিশেষ স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে পরিচিত এই মুসাম্বি লেবু। তাই সব জায়গাতেই ব্যাপক চাহিদা দেখা দেয় এই মুসাম্বি লেবুর। জেলার মধ্যেই শহর কিংবা গ্রামের স্থানীয় বাজারে নিয়ে গেলেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে লাটে লাটে। প্রায় ছয় বছর ধরে মুসাম্বি লেবু চাষ করে আর্থিক লাভের দিশা দেখাচ্ছেন মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মুসাম্বি এক লেবু চাষি । মুসাম্বি লেবু চাষি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে মুসাম্বি লেবু চাষ করছি। বাজারে ব্যাপক চাহিদা এই মুসাম্বি লেবুর। তাই কলকাতা থেকে প্রায় ১৭০ টি মুসাম্বি লেবু গাছের চারা নিয়ে এসেছিলাম। নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয়। মুসাম্বি লেবুর ভাল ফলন হলে প্রতিবছরই প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার মুসাম্বি লেবু বিক্রি করি। জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানান, কয়েক বছর থেকে মালদা জেলায় নতুনভাবে মুসাম্বি লেবু চাষে আগ্রহ দেখা মিলছে চাষিদের। এই মুসাম্বি লেবু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। স্বাস্থ্যকর এই ফলে ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা শরীরের বিভিন্ন রকম মারাত্মক রোগকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন রকমের চাষের পাশাপাশি এবারে মুসাম্বি লেবু চাষ করে আর্থিক লাভের দিশা দেখাচ্ছেন মালদার মুসাম্বি লেবু চাষিরা। বর্তমানে মালদা জেলার অধিকাংশ ব্লকে মুসাম্বি লেবু চাষের আগ্রহ দেখা দিচ্ছে চাষিদের। আম রফতানির পাশাপাশি নিজেদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভিন রাজ্যে মুসাম্বি লেবু রফতানি করছেন মালদার মুসাম্বি লেবু চাষিরা। এর ফলে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও বেশি উন্নত হবে বলে অভিমত অনেকের।

ফালাকাটা পুরসভায় এসে পৌঁছাল রোড সুইপিং মেশিন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ জুলাই ঃ রাস্তা ধোয়া ও ঝাড়ু দেওয়া হবে একসঙ্গেই। কীভাবে সম্ভব? ভাবছেন তো। ফালাকাটা পুরসভা এনেছে এমন এক মেশিন। যার মাধ্যমে ফালাকাটা পুরো এলাকার রাস্তাঘাট থাকবে ঝাঁ চকচকে। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম ফালাকাটা পুরসভায় এসে পৌঁছাল রোড সুইপিং মেশিন। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধানে ফালাকাটা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে ট্রায়াল দিচ্ছে এই অত্যাধুনিক মেশিন। আগামী মাস থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করবে এই মেশিনটি। এই প্রসঙ্গে ফালাকাটা ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অভিজিত রায় বলেন, উত্তরবঙ্গের পুরসভা গুলির মধ্যে এই প্রথম ফালাকাটা পুরসভা এই গাড়িটি কিনল। এই গাড়িটির প্রধান কাজ হল রাস্তার যত ময়লা আবর্জনা আছে সেগুলো ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে গাড়ির ময়লাগুলো গাড়ির মধ্যে জমা হবে এবং একই গাড়ি থেকে জল স্প্রে আকারে বের হয়ে রাস্তা ধুয়ে দেবে। এর মধ্য দিয়ে ফালাকাটার সমস্ত পুরো এলাকার রাস্তাঘাট পরিষ্কার থাকবে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে চলছে এই মেশিনটি।

পূর্বস্থলী শিলপাড়ায় চুরির ঘটনা, নগদ টাকা খোয়া যাওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৫ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের কালেখাতলা ২ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশ ফুলি শিলপাড়া এলাকায় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ওই এলাকার বাসিন্দা সন্ধ্যা দে নামের এক মহিলার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে গত পরশুদিন রাতে। জানা গেছে, তিনি তাঁর চিকিৎসার জন্য মেয়ের বাড়িতে সোদপুরে গিয়েছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় এক প্রতিবেশী ফোন করে জানান যে, সন্ধ্যা দেবীর বাড়ির প্রধান দরজা খোলা রয়েছে। খবর পাওয়ার পর আজ সকালেই তিনি নিজে এসে দেখেন বাড়ির ভিতরের সব জিনিসপত্র ওলট-পালট হয়ে পড়ে আছে। ঘরের ট্রাঙ্ক খোলা অবস্থায়। সবকিছু খতিয়ে দেখে তিনি দাবি করেন, চোরেরা নগদ ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আরও কিছু মূল্যবান কাগজপত্র ও জিনিসপত্র খোয়া যেতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। ঘটনার পরই সন্ধ্যা দেবী পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং আশেপাশে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন, পাড়ায় পুলিশের টহল বাড়ানো হোক এবং দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

ছাব্বিশের আগেই আবার দলবদল? তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী কি আবার বিজেপিতে

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৫ জুলাই ঃ রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী কি আবার বিজেপিতে? ফেসবুকের প্রোফাইল ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক চরমে। আবার প্রোফাইল করে তার নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে বলে দাবি করে বিরোধীদের নিশানা কৃষ্ণ কল্যাণীর। অন্যদিকে নিজেদেরই গোষ্ঠীকোন্দলের ফল বলে পালটা কটাক্ষ পদ্ম শিবিরের। তীব্র কটাক্ষ বাম-কংগ্রেসের। জানা গেছে, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর নামে একটি ফেসবুক প্রোফাইল তৈরি হয়। যেখানে প্রধানমন্ত্রী, জেপি নাড্ডা সহ শীর্ষ নেতৃত্বদের ছবি থাকার পাশাপাশি আমার পরিবার-বিজেপি পরিবার বলে উল্লেখ রয়েছে। আর এই নিয়েই রায়গঞ্জের রাজনীতি তোলপাড়। বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যানীর দাবি, তার নামে ফেক প্রোফাইল তৈরি করে কুসা রটনা হচ্ছে। তিনি বিষয়টি জানার পরই রায়গঞ্জ পুলিস জেলার পুলিস সুপারের নজরে এনেছেন। এছাড়াও তিনি সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন বলে জানান। পাশাপাশি এই ফেক প্রোফাইল তৈরির সঙ্গে বিজেপি সহ বিরোধীরা যুক্ত থাকতে পারে বলে তিনি দাবি করেন। অন্যদিকে বিধায়কের এই দাবিকে তীব্র কটাক্ষ গেরুয়া শিবিরের। বিজেপির পালটা অভিযোগ, কিছুদিন আগে রায়গঞ্জের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে পুর প্রশাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিধায়ক। তাতে দলের মধ্যেই চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। সুতরাং এটা তৃণমুলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বিজেপির পাশাপাশি কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বাম কংগ্রেসও। কংগ্রেস নেতা তুষার গুহ জানিয়েছেন, মুকুল রায় বলেছেন, যাহা বিজেপি তাহাই তৃণমূল। কোনও ফেক আইডি নয়। উনি বিজেপির বিধায়ক ছিলেন। এখন তৃণমূল কংগ্রেসে। ছাব্বিশের আগে এসব করে দল বদলের ইঙ্গিত। সিপিআইএম নেতা তীর্থ দাসের দাবি, ফেক প্রোফাইল কিনা তা ওনারাই বলতে পারবেন। তাঁরা এসব নিয়ে চিন্তিত নন। সঠিক তদন্ত হলেই সব বেড়িয়ে আসবে। এদিকে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই কখনও বিধায়ক কৃষ্ণ বনাম পুর-প্রশাসক সন্দীপ বা এভাবে বিজেপি নামাঙ্কিত সামাজিক মাধ্যমের প্রোফাইল নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ কি আদৌ শাসকের গুরুত্ব বাড়ানোর প্রচেষ্টা নাকি অন্যকিছু তা সময়ই বলবে।

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হল বাবার, গুরুতর জখম আরও ৩

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ জুলাই ঃ কিস্তির টাকা আদায় করতে গিয়ে ছেলের বন্ধুর হাতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মধ্য বয়সী এক ব্যক্তি। মৃতের নাম আসগার শেখ (৫২)। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফরাক্কার আছুয়া গ্রামে। ছেলের বন্ধু রেহেসান আলি সময় মতো কিস্তির টাকা না দেওয়ায়, সেই টাকা আদায় করতে গেলে রেগে গিয়ে রেহেসান আলি হাঁসুয়া, লাঠি ও রড নিয়ে তার বন্ধুর বাড়িতে চড়াও হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলের বন্ধুর হাতে মৃত্যু হল বাবা আসগর শেখ-এর। গুরুতর জখম আরও তিন জন। ঘটনায় জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই আসগর শেখের ছেলে এবং প্রতিবেশী রেহেসান আলির বন্ধুত্ব ছিল। প্রায় ছ'মাস আগে রেহেসানের অনুরোধে নিজের নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে একটি স্মার্টফোন কিস্তিতে কিনে দেন আসগরের ছেলে। কিন্তু রেহেসান সেই কিস্তির টাকা সঠিক সময়ে দিচ্ছিল না। শুক্রবার ফের কিস্তির টাকা চাইতে গিয়েছিল আসগর শেখের ছেলে। অভিযোগ, তাতেই দুজনের মধ্যে তর্ক, মারামারি শুরু হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে রেহেসানের হামলার শিকার হন আসগর শেখ। বেধড়ক মারধরের জেরে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও তিনজন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত রেহেসান ও তার পরিবারের সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরের প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপকের বিভাগীয় প্রকৌশলী / যান্ত্রিক কর্মশালা নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করছে।

দফা নং ১. ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নামঃ DEN-MWS-2025-08 - মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ- জোন নং ৯ এ এরিয়া মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ CWM সম্পূর্ণ ভবন, CMT অফিস, মোটর সেকশন, BTC অফিস সম্পূর্ণ ভবন, শতাব্দী গেট, আই.সি. গেট, মডেল রুম, PRS অফিস, স্টেশনারি রুম, অল ইউনিয়ন অফিস, CIB অফিস, প্রধান RPF পোস্ট গেট, পাম্প নং ৮, পাওয়ার হাউস, অন্ধ্র ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, স মিল শপ, নতুন রঙের দোকান, নতুন আসবাবপত্রের দোকান, ট্রিমিং সেকশন, রঙের দোকান, এ.সি. কোচ মেরামতের দোকান, আসবাবপত্র I শপ, GER দোকান, ব্যাটারি সেকশন, ম্যানুফ্যাকচারিং শপ, কোচ ওয়্যারিং, ট্রেন লাইটিং শপ এবং ওয়েস্ট ট্র্যাভার্সর, RCC ট্যাঙ্ক, SSE / ওয়ার্কস অফিস, জেনারেল টয়লেট নং ০১ থেকে ০৫ এবং ১১ থেকে ১৪, স্বাস্থ্য ইউনিট, পরিকল্পনা ভবন (প্রত্যাশিত শেডের কাজ) P.E. এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। ৩০.০৬.২০২৬। আনুমানিক খরচ - ১,৪৩,৩৫,২০৪.০৫ টাকা, বকেয়া - ২,২১,৭০০.০০ টাকা, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় - ০৪.০৮.২০২৫ এবং ১১-০০ ঘন্টা।

দফা নং ১. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং এবং কাজের নাম ঃ DEN-MWS-2025-09 - মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ - জোন নং ৯ বি এরিয়া মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ ইস্ট ট্র্যাভার্সর এবং ইস্ট ট্র্যাভার্সরের পূর্ব পাশের দোকানগুলি পরিচালনা করা - বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ দোকান, মেশিন শপ, তাপ চিকিৎসা দোকান, স্মিথি দোকান, ক্যারেজ কম্পোনেন্ট দোকান, মিলরাইট দোকান, মিলরাইট দোকানের কাছে সভা হল, গ্যাস গোডাউন, পাম্প নং ০৭, সেন্ট্রাল পার্ক, হুইল শপ, ওয়েল্ডিং দোকান, স্প্রিং শপ, বগি দোকান, শেল দোকান, ইনকামিং শেড, WTWS সেকশন, রাজমিস্ত্রির ট্যাঙ্ক, E.T.P., জেনারেল টয়লেট নং ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০ এবং ওয়ার্ড, স্টোর ডিপোর সার্ভিস বিল্ডিং, স্টোর ডিপোর R.P.F. পোস্ট ইত্যাদি (শেডের কাজ আশা করা হচ্ছে) সমস্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ এর জন্য। আনুমানিক খরচ - টাকা ১,২৬,০৪,৭৮৫.৭০, বকেয়া টাকা - ২,১৩,০০০.০০ টাকা, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় -০৪.০৮.২০২৫ এবং ১১-০০ ঘন্টা।

দফা নং ৩. ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নামঃ DEN-MWS-2025-10 -যান্ত্রিক কর্মশালা - জোন নং ৯ সি এরিয়া যান্ত্রিক কর্মশালা এবং স্টোর ডিপোতে শেড ইত্যাদির সমস্ত কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬। আনুমানিক ব্যয় - ১,১৪,৫৩,৮৬৪.০০ টাকা, বকেয়া অর্থ - ২,০৭,৩০০.০০ টাকা, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় - ০৪.০৮.২০২৫ এবং ১১-০০ ঘন্টা।

উপরোক্ত দরপত্রের বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর

CPRO/Mech. - 39

''কখনোই ছাদে এবং পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করবেন না''

আসানসোল ও দানাপুরের মাঝে শ্রাবণী মেলায় বিশেষ অসংরক্ষিত ট্রেন

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে ট্রেনযাত্রীদের সুবিধার জন্য আসানসোল ও দানাপুরের মাঝে বিশেষ অসংরক্ষিত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, আগামী ১৪ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ০৩৫৫৩ আসানসোল - দানাপুর শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেন আসানসোল থেকে প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার (১৬টি ট্রিপ) চলবে। সকাল সাড়ে ৭ টায় আসানসোল থেকে ছেড়ে বিকাল ৫.১৫ মিনিটে দানাপুরে পৌঁছাবে ওই ট্রেন। পরের দিন এবং ০৩৫৫৪ দানাপুর- আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেনটি দানাপুর থেকে ছাড়বে ভোর সওয়া তিনটায়। ১৫.০৭.২০২৫ থেকে ০৮.০৮.২০২৫ পর্যন্ত এই ট্রেন চলবে প্রতি মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার (১৬টি ট্রিপ)। ট্রেনটি আসানসোল পৌঁছানোর কথা একই দিনে বেলা ১০টা ১০-এ। ট্রেনটি চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জাসিডি, ঝাঝা, জামুই, কিউল, লুকিসারাই, মানকাথা, বাড়িয়া, হাতিদাহ, মোকামা, বার, বখতিয়ারপুর, খুসরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহেব, রাজেন্দ্র নগর এবং পটনা স্টেশনের উভয়দিকেই থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

কথাশিল্প - এর উদ্যোগে মূকাভিনয় কর্মশালার আয়োজন নদীয়াতে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ জুলাই ঃ নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার গাছা বাজারে অবস্থিত সুকান্ত সাংস্কৃতিক ঐকতান মঞ্চে শনিবার থেকে দুইদিনের মূকাভিনয় কর্মশালা শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষক কমল নস্কর। উল্লেখ্য, যোগেশ মাইম এর কৃতি ছাত্র কলকাতায় অনেকদিন ধরেই মাইম শিক্ষার আসরের সূচনা করেন। বেহালাতে রয়েছে তার নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র। এই মুহূর্তে তিনি কলকাতা ছাড়িয়ে বাংলার গ্রামেগঞ্জে ও হাতেকলমে শিক্ষা, মূকাভিনয় শিল্পের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকায়। সেই সূত্রে এই পর্বে নদীয়া জেলাতে দুইদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক - নদীয়ার কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র। উদ্বোধনী পর্বে শব্দসেনা পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ পাল কমল নস্করকে সম্মাননা প্রদান করেন। প্রশিক্ষকের ভূমিকায় শ্রী নস্কর জানান, মূকাভিনয় এক স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। এর রেশ টেনেই কথাশিল্পের আহ্বায়ক প্রীতম ভট্টাচার্য্য জানান, প্রথমদিনেই বেশ ভালরকম সাড়া মিলেছে। মূকাভিনয়ের ব্যাকরণ পাঠ শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের মধ্যেও অভিনব উদ্যোগের প্রতি রয়েছে প্রগাঢ় ভালবাসা। মূকাভিনয় কর্মশালার এদিন সূচনা হয় এবং তা রবিবার পর্যন্ত চলবে ও প্রদর্শনী হবে।

বীরভূমে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জুলাই ঃ লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আক্রান্তের সংখ্যা সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। এই স্বাস্থ্যজেলার হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে রোগীদের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জল জমার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় অভিযানও করা হচ্ছে। এতকিছুর পরেও মিলছে না সুরাহা। এই পরিস্থিতিতে খোদ মেডিক্যাল কলেজের মধ্যেই জমে রয়েছে প্যাকেট বন্দি আবর্জনা। হাসপাতালেই জমা জলে জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য মশার লার্ভা। স্বভাবতই ডেঙ্গু আতঙ্ক গ্রাস করেছে চিকিৎসক, মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া, নার্সিং কলেজের ছাত্রী থেকে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। অন্যদিকে রামপুরহাট গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে বেহাল অবস্থা নিকাশি ব্যবস্থার। যার জেরে সামান্য বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে এই চত্বরে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে পিপিপি মডেলের সিটিস্ক্যান ও ডিজিট্যাল এক্স-রে বিভাগ। সমস্যায় রোগীরা। এরই মধ্যে জমা জলে নোংরা আবর্জনা মিশে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে মেডিক্যাল চত্বরে। নার্সিং কলেজের সামনেই স্তূপাকারে জমে ক্যারিব্যাগ বন্দি নোংরা আবর্জনা, রোগীর কাপড় সহ অন্যান্য বর্জ্য এবং হাসপাতাল চত্বরে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র। ফলে নিকাশি নালা কার্যত বুজে গেছে। নিকাশী নালা বুজে গিয়ে সেই জল উঠে এসেছে রাস্তার ধারে। জমা জলে মশার লার্ভা কিলবিল করছে। তেমনই দুর্গন্ধে ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া দায় হয়ে পড়েছে চিকিৎসক, নার্স থেকে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের। এক নার্সিং ছাত্রী বলেন, কলেজের সিঁড়ি থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। যে কোনও সময় নোংরা জলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাদার সঙ্গে নোংরা মিলেমিশে একাকার। দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে নাকে রুমাল দিয়ে থাকতে হয়। কর্তৃপক্ষ সব জেনেও কিছু করছে না। এই জমা জলে মশার বংশবৃদ্ধি হবে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ছড়াবে। আক্রান্ত হবেন স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও চিকিৎসকরাও। তাই চিকিৎসকরা এই সময় পরামর্শ দিচ্ছেন যত সম্ভব সাবধানে থাকার জন্য।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রীমতী শুক্লা দেব কাননগো পিতা স্বর্গীয় ক্ষীতিষ চন্দ্র দেব কাননগো, সাকিম- এন্ড্রুজপল্লী, শান্তিনিকেতন, পোষ্ট অফিস- শান্তিনিকেতন, থানা- বোলপুর অধুনা শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম, প ঃ বঃ বিগত সন ইংরাজী ০৩।১০।২০০৮ তারিখে সম্পাদিত ও বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃত ২০০৮ সালের ০০০১৭ নম্বর যুক্ত আমার স্বত্বীয় দখলী সুরুল মৌজার এল.আর. ৪০৩৫ খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ১০৮, ২১৬০ / ২৫৩৪ এবং ২১৬১ নম্বর দাগের ০৫.৪৫ শতক যে সম্পত্তি আমি শান্তিনিকেতনে অবস্থিত 'শান্তি ট্রাষ্ট' নামিত ট্রাষ্ট এস্টেট-এর অনুকুলে যে উইল করিয়াছি তাহা আমি বিভিন্ন কারণে বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে ইংরাজী ৩০।০৬।২০২৫ তারিখে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রী কৃত ২০২৫ সালে ০৩০৩০০০১৯ নম্বর যুক্ত একখন্ড Deed of Revocation of Will মূলে উহা বাতিল ও নামঞ্জুর করিয়াছি।

সেকারণ এক্ষনে আমার সম্পাদিত উপরোক্ত বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত সন ২০০৮ সালের ০০০১৭ নম্বর যুক্ত উইল খানি আর কোন কার্য্যকরিতা রহিল না বা উহা বলবৎ থাকিল না।

তারিখ-০৫।০৭।২০২৫

শ্রীমতী শুক্লা দেব কাননগো
সাকিম- এন্ড্রুজপল্লী, শান্তিনিকেতন,
পোষ্ট অফিস- শান্তিনিকেতন,
থানা -বোলপুর অধুনা শান্তিনিকেতন,
জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৬

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-06/2025-26 Vide Memo No-1725/ Shy-II Dated-04.07.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission - **23.07.2025 at 5.00 PM**

SD/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312

ডুরান্ডে কবে নামতে পারে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল?

৫ জুলাইঃ ঢাকে কাঠি পড়ে গেল ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের। শুক্রবার ডুরান্ড ট্রফির 'ফ্ল্যাগ অফ' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মোট ৬টি ভেন্যুতে এবারের ডুরান্ড কাপের ম্যাচ হওয়ার কথা। শেষ তিন সংস্করণেই এক গ্রুপে রাখা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানকে। তবে এবার তা হবে না বলেই খবর। আসন্ন ডুরান্ডে ভিন্ন গ্রুপে রাখা হতে পারে কলকাতার দুই প্রধানকে। ফলে এবার গ্রুপ পর্বে ডার্বি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র নকআউট পর্বেই ডার্বি হতে পারে। কলকাতার তিন প্রধানের পাশাপাশি এবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-কেও ডুরান্ডে খেলতে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার খসা সূচি তৈরি করা হয়েছে। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ২৪টি দলকে ছটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। খসা৷ সূচি অনুযায়ী, ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২৩ জুলাই। উদ্বোধনী ম্যাচে সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ হবে যুবভারতীতে। এই গ্রুপে এছা৷ও আছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও নামধারী এফসি। ওই সূচির হিসেবে মোহনবাগানকে রাখা হয়েছে বি গ্রুপে। মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবারও এই গ্রুপে আছে। দুই দলের প্রথম ম্যাচ হতে পারে ২৮ জুলাই। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ৩১ জুলাই, সাদা-কালো শিবিরের বিরুদ্ধেই।

খসড়া সূচি অনুযায়ী, ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল ১৬ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট। সেমিফাইনাল ১৮ আগস্ট ও ২০ আগস্ট। ফাইনাল ২৩ আগস্ট, যুবভারতীতে। এবার মোট ৬টি ভেন্যুতে ম্যাচগুলি হবে। কলকাতায় দু'টি (বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), ইম্ফল (খুমান লম্পক স্টেডিয়াম), রাঁচি (মোরহাবাদি স্টেডিয়াম), জামশেদপুর (জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স), শিলং (জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম), কোকরাঝাড় (সাই স্টেডিয়াম) ম্যাচগুলি হবে। সেনাবাহিনীর তিনটি টিম ছা৷ও বিদেশি দল হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার আর্মিকে রাখা হতে পারে। আইএসএলের মোট ছটি টিমকে সূচিতে রাখা হয়েছে। ০

আল হিলালকে বিদায় করে সেমিফাইনালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেনস

ফ্লোরিডা, ৫ জুলাই ঃ ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেনস ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গেল আল হিলালকে হারিয়ে। শেষ ষোলোর ল৷ইয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল সৌদি ক্লাব আল হিলাল। কোয়ার্টার ফাইনালে শনিবার (৫ জুলাই) সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলো ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি। আল হিলালের বিপক্ষে ফ্লুমিনেনস এগিয়ে যায় ম্যাচের প্রথমার্ধেই। ৪০ মিনিটে জোয়াও কানসেলো বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে বল পেয়ে যান গ্যাব্রিয়েল ফুয়েন্তেস। তিনি পাস দেন মাথিয়াস মার্টিনেল্লিকে। এ মিডফিল্ডার ডান কর্নার থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে সমতায় ফেরে আল হিলাল। কর্নার থেকে সতীর্থের ক্রস কৌলিবালির হেডের পর গোলমুখে পেয়ে যান মার্কোস লিওনার্দো। তারপর জোরালো শটে বল জালে পাঠান তিনি। এরপর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে খেলা জমে উঠে। ৭০ মিনিটে ফ্লুমিনেন্‌কসকে লিড এনে দেন বদলি খেলোয়া। হার্কিউলিস। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে জোরালো শটে গোল করেন তিনি। তাঁর এই গোলেই জয় নিশ্চিত হয় ফ্লুমিনেনসের। সেমিফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ চেলসি।

বাংলাদেশ যাবে না টিম ইন্ডিয়া, স্থগিত ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ

৫ জুলাই ঃ আগস্টে সাদা বলের সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ভারত-বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে সিরিজটি আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। সেই জল্পনা সত্যি করে সিরিজ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে সিরিজটি বলে শনিবার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভারতীয় বোর্ড এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে সিরিজটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে এই সিরিজটি ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কূটনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে স্থগিত হল ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ। পরিস্থিতি বুঝে পরে এই সিরিজ আয়োজন করা হবে। জানানো হয়েছে, সিরিজের সংশোধিত তারিখ এবং সময়সূচি আগামী দিনে ঘোষণা করা হবে।

নীরজ চোপড়া ক্লাসিক বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে হয়

বেঙ্গালুরু, ৫ জুলাই ঃ শনিবার বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য নীরজ চোপড়া ক্লাসিক ২০২৫-এর তারকা আকর্ষণ হন জ্যাভলিন থ্রোয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া। ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক জ্যাভলিন প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত এই ইভেন্ট টি নীরজ, জেএসডব্লিউ স্পোর্টস, অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এএফআই) এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স (ডব্লিউএ) এর সহযোগিতায় প্রতিযোগিতাটি হবে। এটি হবে ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বোচ্চ স্তরের আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন থমাস রোহলার (জার্মানি) এবং রিও ২০১৬ অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী জুলিয়াস ইয়েগো (কেনিয়া) সহ অভিজাত নিক্ষেপকারীরা। শুরু হয় বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায়।

ছয় উইকেটে নয়া রেকর্ড সিরাজের

ভারতের দুই পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শচীন তেন্ডুলকরও

৫ জুলাই ঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বল হাতে 'ছক্কা হাঁকিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। বাকি চারটি উইকেট বাংলার পেসার আকাশ দীপের। দুজনের দাপটে এজবাস্টন টেস্টে 'অ্যাডভান্টেজ ভারতের। সেই সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়লেন সিরাজ। পিছিয়ে নেই আকাশ দীপও। দুই পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শচীন তেণ্ডুলকর। ৭০ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেন সিরাজ। ১৯৯৩ সালের পর কোনও অ্যাওয়ে দলের পেসার হিসেবে এজবাস্টনে ৬ উইকেট তুললেন তিনি। এই মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচজন পেসারই পাঁচ উইকেট তুলেছেন। এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন পাকিস্তানের ইমরান খান। ১৯৮২ সালে তিনি ৫২ রান দিয়ে ৭ উইকেট তুলেছিলেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের চেতন শর্মাও ৬ উইকেট তুলেছিলেন। সিরাজের আগে ১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার পল রেইফেলও ৬ উইকেট পেয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি এই ম্যাচের টিভি আম্পায়ার।

ইংল্যান্ডের মাটিতে এটাই সিরাজের প্রথম পাঁচ উইকেট। তাঁর আগে মাত্র ৫ জন ভারতীয় পেসারের এই কৃতিত্ব রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ' রয়েছে সিরাজের নামে। অন্যদিকে চার উইকেট তুলেছেন আকাশ দীপ। ইংল্যান্ডের ছয় ব্যাটার শূন্য

রানে আউট হন। তার মধ্যে ডাকেট, অল পোপের উইকেট পান আকাশ দীপ। বেন স্টোকস, ব্রাইডন কার্স, জশ টং ও সোয়েব বশিরকে আউট করেন সিরাজ। এই প্রথমবার টেস্টের এক ইনিংসে ইংল্যান্ডের ছয় ব্যাটার শূন্য রানে আউট হলেন। সিরাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শচীন তেণ্ডুলকর। তিনি লিখেছেন, সিরাজের বোলিংয়ে যে পরিবর্তনটা আমি দেখেছি, সেটা হল ধারাবাহিকতা ও নিপুণতা বাড়িয়েছে। সঠিক জায়গায় বল করছে। সেটার জন্যই ৬ উইকেট পেয়েছে। আকাশ দীপও সমর্থন জুগিয়েছে। অসাধারণ। জশপ্রীত বুমরাহ না থাকায় দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ সুযোগ পান। নতুন বলে আকাশ দীপের সুইং কার্যত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে ইংরেজ ব্যাটারদের। কিন্তু পরের টেস্টে যদি বুমরাহ ঢোকেন, তাহলে কি কোপ পড়বে আকাশ দীপের উপরই?

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশের মুকুটে নয়া পালক, তাক লাগালেন র‍্যাপিড খেতাব জিতে

৫ জুলাইঃ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডি গুকেশের মুকুটে নতুন পালক। গ্র্যান্ড চেস ট্যুরের জাগ্রেব পর্বে সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড ২০২৫ টুর্নামেন্টে র‍্যাপিড খেতাব জিতলেন তিনি। ১৯ বছরের দাবাড়ু সম্ভাব্য ১৮ পয়েন্টের মধ্যে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে শেষ করে বিশ্ব দাবায় নতুন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেব শহরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বারের মতো কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে দিয়েছিলেন গুকেশ। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন কার্লসেনের বিরুদ্ধে তাঁর আগের জয়টি কোনও অপ্রত্যাশিত ছিল না।

তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। সদ্য নরওয়ে ওপেনে কার্লসেনকে হারিয়েছেন। তবু প্রাপ্য সমীহ পাননি গুকেশ। এই টুর্নামেন্টে নামার আগেও কার্লসেন মুকেশের দিকে কটাক্ষের তিরই ছুঁড়েছিলেন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিজের হাঁটুর বয়সি ভারতীয় দাবাড়ুকে টুর্নামেন্টের অন্যতম ' প্লেয়ার' বলে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি তাঁর। পোল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টার দুদারের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন গুকেশ। তবে পরের দুই

রাউন্ডে জিতে কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামার আগে তাঁর সমান পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিলেন গুকেশ। বৃহস্পতিবার তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে তিনি শুধু জিতেছিলেন তাই নয়, রীতিমতো হেসেখেলে জেতেন তিনি। এই জয়ের ফলে জাগ্রেবে ১০ পয়েন্ট নিয়ে একক ভাবে শীর্ষে ওঠেন গুকেশ। এবার ১৪ পয়েন্ট পেয়ে র‍্যাপিড খেতাব জিতলেন তিনি। এদিকে গুকেশের কাছে হেরে কার্লসেন বলছেন, সত্যি বলতে আমি এই মুহূর্তে খেলাটাকে উপভোগ করছি না। বড্ড দোনামনায় খেলছি। খুব খারাপ পারফর্ম করেছি। আর গুকেশ নিজের সব সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। সত্যি বলতে ও এখন বেশ ভালো খেলছে। আর গুকেশ যে ভালো খেলছেন, সেটা সর্বকালের অন্যতম সেরা দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভও মনে করছেন। তিনি বলছেন, যেভাবে কার্লসেন হেরেছে তাতে ওঁর একাধিপত্য

কিপিং ছেড়ে বোলিংয়ে, ছয় বল ছয় ভঙ্গিতে করলেন ঈশান, মনে করালেন ধোনি-ওয়ার্ন-হরভজনদের

৫ জুলাই ঃ ভারতীয় দলের চৌহদ্দিতে তিনি নেই। আপাতত ঈশান কিষাণ ব্যস্ত রয়েছেন ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে।

কিন্তু সেখানে নয়া চমক নিয়ে হাজির ভারতীয় উইকেটকিপার। না, এবার আর ব্যাট বা গ্লাভস হাতে নয়। সবাইকে চমকে দিলেন বল করে। এখানেই শেষ নয়। ছয় বলের ছয়টিই করলেন আলাদা আলাদা ভঙ্গিতে।

কাউন্টি ক্রিকেটে ঈশানের দল নটিংহামশায়ারের সঙ্গে ম্যাচ ছিল সমারসেটের। ব্যাট হাতে ৭৭ রান করেছিলেন তিনি। তারপর বল হাতেও দেখা গেল ঈশানকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অবশ্য কোনও দলেরই জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। নটিংহামশায়ারের দরকার ছিল ৬ উইকেট। ম্যাচের আর বাকি ছিল মাত্র এক ওভার। সেই সময় বল করতে আসেন ঈশান।

অফ স্পিন, লেগ স্পিন, সবই চেষ্টা করলেন তিনি। এমনকী জায়গা বদলে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট থেকেও বল করেন। প্রথম বলটা করেন হরভজন সিংয়ের বোলিং স্টাইল নকল করে। পরে লেগ স্পিন করার সময় শেন ওয়ার্নের ভঙ্গিও নকল করেন। আর ২৬ বছর বয়সি উইকেটকিপারের বোলিং দেখে অনেকের মনে পড়ছে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা। ২০১৪ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে তিনিও গ্লাভস ছেড়ে বল করেছিলেন।

দু'টি ম্যাচ খেলার জন্য নটিংহামশায়ারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ঈশান। সেই দুটি ম্যাচই খেলে ফেলেছেন তিনি। প্রথম ম্যাচে ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ৮৭ রান করেন। সমারসেটের বিরুদ্ধে করেছেন ৭৭ রান। অতীতে ভারতের এ দলের হয়ে খেললেও সম্প্রতি ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ভারতের এ দলেও তিনি সুযোগ পাননি। কাউন্টি তে পারফর্ম করে নির্বাচকদের নজরে পড়েন কি না, সেটাই দেখার।

ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করেও ভবিষ্যৎ একেবারে অজানা আকাশ দীপের!

৫ জুলাইঃ এজবাস্টনে ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ে প্রথম আঘাতটা করেছিলেন আকাশ দীপই। আবার যখন দুই ইংরেজ ব্যাটার ক্রিজে থিতু হয়ে গিয়েছিলেন, তখন জুটি ভাঙার কাজটি করেছিলেন বাংলার পেসারই। সব মিলিয়ে তোলেন চার উইকেট। তারপরও আকাশ দীপ জানেন না, পরের টেস্টে খেলবেন কি না।

প্রথম টেস্টে দলে ছিলেন না। ' ম্যানেজমেন্ট '-এর জন্য জশপ্রীত বুমরাহ না থাকায় দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ সুযোগ পান। নতুন বলে আকাশ দীপের সুইং কার্যত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে ইংরেজ ব্যাটারদের। কিন্তু পরের টেস্টে যদি বুমরাহ ঢোকেন, তাহলে কি কোপ পড়বে আকাশ দীপের উপরই? সই চিন্তার কালো মেঘ নিয়েই বাংলার পেসার বলছেন, এখনও টেস্টের দু'দিন বাকি। এই ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে। তৃতীয় টেস্ট নিয়ে ভাবছি না। আমি শুধু জানি আগামী দুদিন নিজের সবটুকু শক্তি দিতে হবে। তারপর দল সিদ্ধান্ত নেবে, আমি খেলব কি, খেলব না। আমি জানি না পরের টেস্টে খেলব কি না। দল যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে। সেটা পরের ম্যাচের একদিন আগে জানা যাবে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, নীতীশকুমার

রেড্ডিরা যেটা করতে পারেননি, সেটাই করেন বাংলার আকাশ দীপ। হ্যারি ব্রুক ও জেমি স্মিথের ৩০৩ রানের জুটি ভাঙেন তিনি। ব্রুকের উইকেটের পর ফেরান ক্রিস ওকসকে। তার আগে দ্বিতীয় দিনে এক ওভারে আউট করেছিলেন বেন ডাকেট ও অলি পোপকে। তারপরও পরের টেস্টে খেলবেন কি না নিশ্চিত নন। অথচ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ দুই টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন। ইকোনমি রেটের হিসেবে লজ্জার রেকর্ড গড়েছেন। তবু গম্ভীর তাঁকে খেলাচ্ছেন। ক্রিকেটভক্তরা চাইছেন, তৃতীয় টেস্টে প্রসিদ্ধকে বসানো হোক। সেটা যদি না হয় এবং আকাশ দীপ যদি সুযোগ না পান, তাহলে কি ' অভিযোগ উঠবে।

ভারতীয় দলের কোচের হতে সব যোগ্যতা আমার রয়েছে, আবেদন সঞ্জয় সেনের

৫ জুলাই ঃ মানালো মার্কেজের পর জাতীয় কোচের দায়িত্ব কার হাতে যাচ্ছে? শুক্রবারই জাতীয় কোচের শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে ফেডারেশন। সেই বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে আবেদন করতে চলেছেন সঞ্জয় সেন। এর আগেও জাতীয় কোচ হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন এই আই লিগ ও সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাঙালি কোচ। এদিন সঞ্জয় সেন বলেন, আমি বিজ্ঞাপনটা দেখেছি। এই বিজ্ঞাপনে জাতীয় কোচ হতে গেলে একজন কোচের যা যোগ্যতা লাগবে তা আমার রয়েছে। তার ভিত্তিতেই আমি আবেদন করব আগামী কয়েক দিনের মধ্যে। এর আগেও আবেদন করেছিলাম। তখন সফল হয়নি। এবারও করব। তারপর দেখা যাবে।

সাম্প্রতিককালে মানালো মার্কেজের কোচিংয়ে সাফল্যের মুখ দেখেনি ভারত। এমনকী তাঁর কোচিংয়ের সময়ই অবসর ভাঙিয়ে জাতীয় দলে

ফিরিয়ে আনা হয়েছে সুনীল ছেত্রীকে। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। বরং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ড্র এবং হংকংয়ের কাছে হারের জেরে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে চাপে রয়েছে ভারত। তাই মানালোর সরে যাওয়ার পর সঞ্জয় সেন, খালিদ জামিলের মতো দেশীয় কোচতে জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় সঞ্জয় সেন আবেদন করবে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয় কি না। সঞ্জয়-খালিদদের মতো ভারতীয় কোচ ছাড়াও জল্পনায় রয়েছে ভ্যান ভুকোমানোভিচ, অ্যাশলে ওয়েস্টউড, পার্ক হ্যাং-সিও, সার্জিও লোবেরার নামও। তবে বিদেশি কোচের সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হতে পারে ফেডারেশনের আর্থিক অসঙ্গতি।

উইম্বলডন ২০২৫ঃ৫ জুলাইয়ের সময়সূচীঃ পুরুষদের ডাবলসে নামছেন ৩ জন ভারতীয়

লন্ডন, ৫জুলাই ঃ লন্ডনের অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকেট ক্লাবে চ্যাম্পিয়নশিপের ষষ্ঠ দিনে পুরুষদের এককের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছানোর লক্ষ্যে থাকবেন জ্যানিক সিনার এবং নোভাক জোকোভিচ। জোকোভিচ তাঁর স্বদেশী মিওমির কেকমানোভিচের মুখোমুখি হওয়ার আগে সিনার স্প্যানিয়ার্ড পেদ্রো মার্টিনেজের মুখোমুখি হবেন। মহিলাদের একক বিভাগে, ইগা সোয়াটেক এবং ড্যানিয়েল কলিনস সেন্টার কোর্টে মুখোমুখি হতে চলেছেন। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন

বারবারা ক্রেজিকোভা তার শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে আমেরিকান এমা নাভারোর সঙ্গে টাইয়ের মুখোমুখি হবেন। পুরুষদের ডাবলসে ৩ জন ভারতীয় খেলছেন। এন. শ্রীরাম বালাজি এবং তাঁর সঙ্গী মিগুয়েল রেয়েস-ভারেলা মার্সেল গ্রানোলার্স এবং হোরাসিও জেবালোসের বিরুদ্ধে খেলবেন, অন্যদিকে রিথভিক বলিপাল্লি এবং নিকোলাস ব্যারিয়েন্টোস ব্রিটিশ জুটি জো স্যালিসবারি এবং নিল স্কুপস্কির বিরুদ্ধে খেলবেন। ইউকি ভামরিও রবার্ট গ্যালোওয়ের সঙ্গে নুনো বোর্জেস এবং মার্কোস গিরনের বিরুদ্ধে খেলবেন।

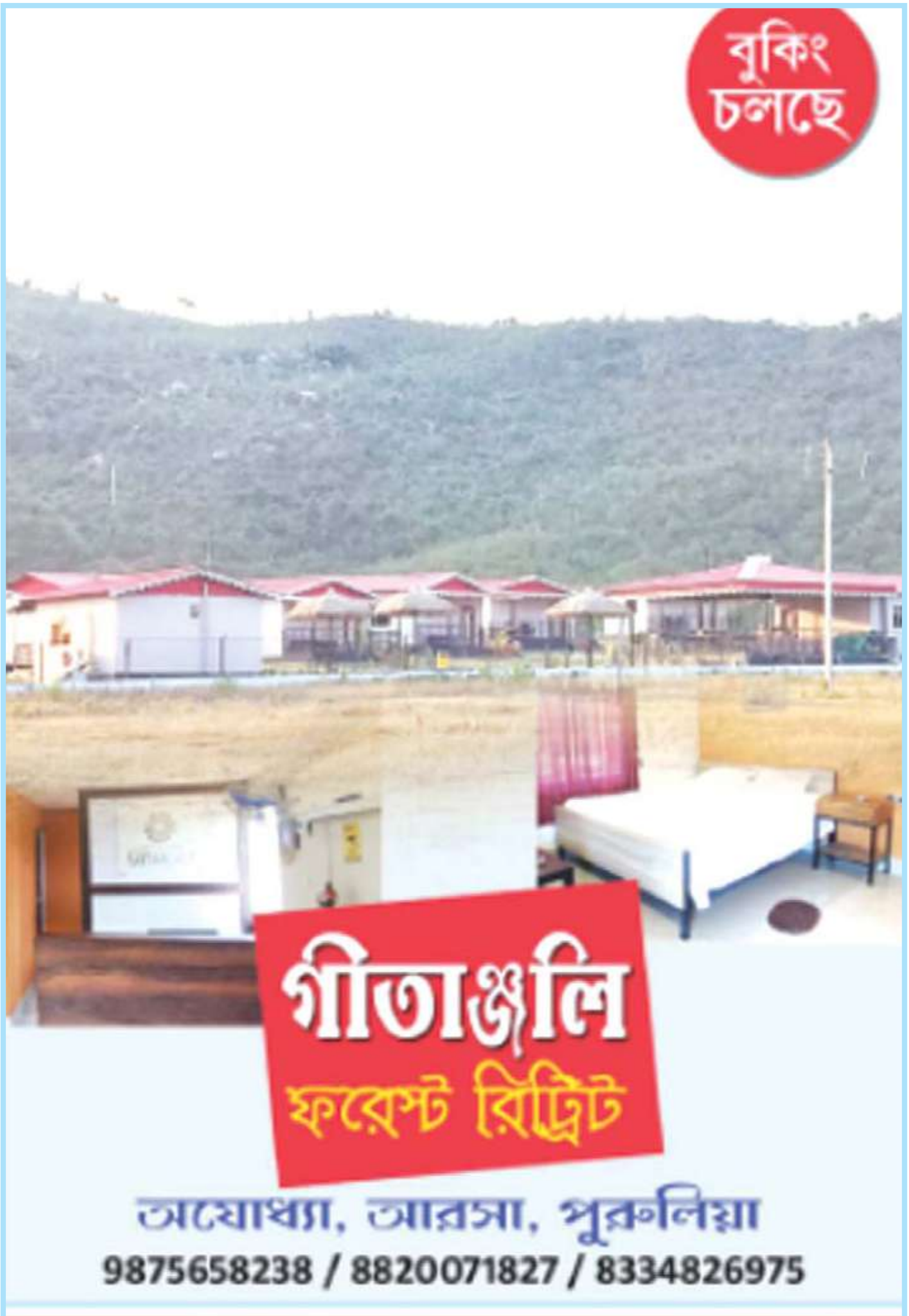

খারাপ সময় সবাই পাশে থেকেছে, দল ছাড়ার প্রসঙ্গে বললেন সৌরভ

৫ জুলাই ঃ নতুন মরসুমের জন্য অনেক আগে থেকেই দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক্ষেত্রে একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে তাঁদের। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি এক্ষেত্রে বেশকিছু বদল দেখা যেতে পারে দলের বিদেশি ফুটবলারদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে। মনে করা হচ্ছে এক্ষেত্রে গতবারের দলের চারজন বিদেশি ফুটবলারদের দলে রেখেই হয়তো পরিকল্পনা সাজাতে পারেন ডেভিড কাতলা। যাদের মধ্যে থাকতে পারেন নোয়া সাদাউ থেকে শুরু করে ডুসান ল্যাগেটর, জেসুস জেমিনেজের মতো তারকা। এছাড়াও সব ঠিকঠাক থাকলে অন্যান্য সিজন গুলির মতো দলে দেখা যেতে পারে উরুগুয়ান তারকা আদ্রিয়ান লুনাকে। যদিও সেই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। আসলে গত মরসুমে চোট সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই বল পায়ে খুব একটা সক্রিয়তা দেখাতে পারেননি এই ফুটবলার। তাই সমর্থকদের আবেগের পাশাপাশি তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে নজর রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে ক্লাব। সেই সাথে দেশীয় ব্রিগেডের উপর বাড়তি নজর দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। মনে করা হচ্ছে, শেষ কয়েক বছরের তুলনায় এবার অনেকটাই শক্তিশালী হতে চলেছে ভারতীয় ব্রিগেড। স্বাভাবিকভাবেই দলের মধ্যে যে একাধিক বদল আসবে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই।সেইমতো গত শুক্রবার দলের মিডফিল্ডার সৌরভ মন্ডলকে রিলিজ করে দেয় আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। শেষ কয়েক বছর ধরে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জলন্ধরের এই ফুটবলার। খুব একটা সুযোগ না পেলেও নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন সব সময়। কিন্তু নয়া সিজনে তাঁকে বাদ রেখেই পরিকল্পনা সাজাতে চলেছে ম্যানেজমেংট। গতকাল নিজের সোশ্যাল সাইটে প্রাক্তন দল নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেন এই ফুটবলার। সেখানে তিনি লেখেন, কেরালা ব্লাস্টার্স পরিবারের সদস্য ও দলের অংশ হিসেবে গত কয়েক বছরে বহু প্রতিভাবান ফুটবলার তথা সতীর্থদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়েছি। সবার সাথে কাজ করতে পারাটা আমার জন্য অনেক গর্বের। আরও বলেন, কিছু ভালো স্মৃতি তৈরি করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com